SYLHET

the daughter of nature

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন সিলেট

District Administration Sylhet

a2i
innovate for all

SYLHET
the daughter of nature

দিক নির্দেশনায়
এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম,
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
জেলা প্রশাসন সিলেট

পৃষ্ঠপোষকতায়
এম কাজী এমদাদুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, সিলেট

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
মোঃ আসলাম উদ্দিন
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিলেট

এ. এইচ. এম. মাহফুজুর রহমান
অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সিলেট

সম্পাদক
আ. ন. ম. বদরুদ্দোজা
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিলেট

সহ-সম্পাদক
ফজলে ওয়াহিদ
সহকারী কমিশনার, সিলেট

প্রকাশকাল
মার্চ ২০২১

ডিজাইন ও মুদ্রণ
চৈতন্য
দরগা মহল্লা, সিলেট
মোবা: ০১৭১৮-২৮৪৮৫৯

শুভেচ্ছা মূল্য : ৬০০ টাকা

© গ্রন্থস্বত্ব
জেলা প্রশাসন সিলেট

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। জেলা প্রশাসন সিলেট-এর লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া এই পুস্তকের কোনো অংশ কোনোভাবে পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

Directed By
Aspire to Innovate (a2i) program
ICT Division, Ministry of Posts,
Telecommunications and Information Technology

Overall supervision
Cabinet Division

Editor & Publisher
District Administration Sylhet

Patronized by
M Kazi Emdadul Islam
Deputy Commissioner, Sylhet

Special Thanks
Md. Aslam Uddin
Additional Deputy Commissioner (Revenue), Sylhet

A. H. M. Mahfuzur Rahman
Additional District Magistrate, Sylhet

Editor
A N M Badruddoza
Additional Deputy Commissioner (Education and ICT), Sylhet

Co-Editor
Fazle Wahid
Assistant Commissioner, Sylhet

Date of Publication
March 2021

Graphics & Printed by
চৈতন্য
Dargah Mahalla, Sylhet
Cell: 01718-284859

Courtesy Price : 600 Tk.

© Copyright
District Administration Sylhet

All rights reserved, Reprinting or copying any part of this book in any form without prior written permission of the publisher is strictly prohibited.

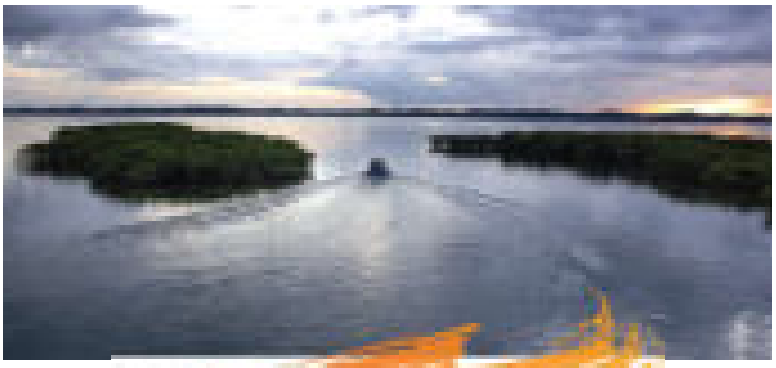

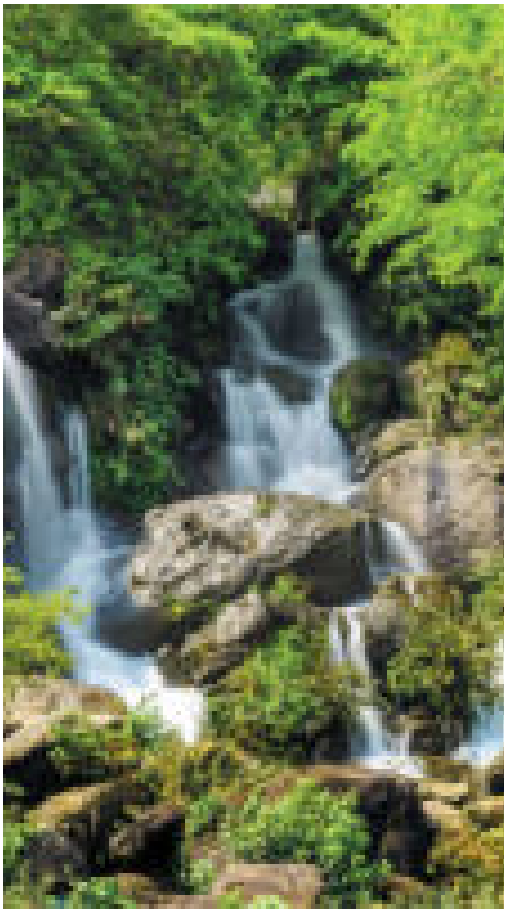

প্রকৃতি কন্যা
সিলেট

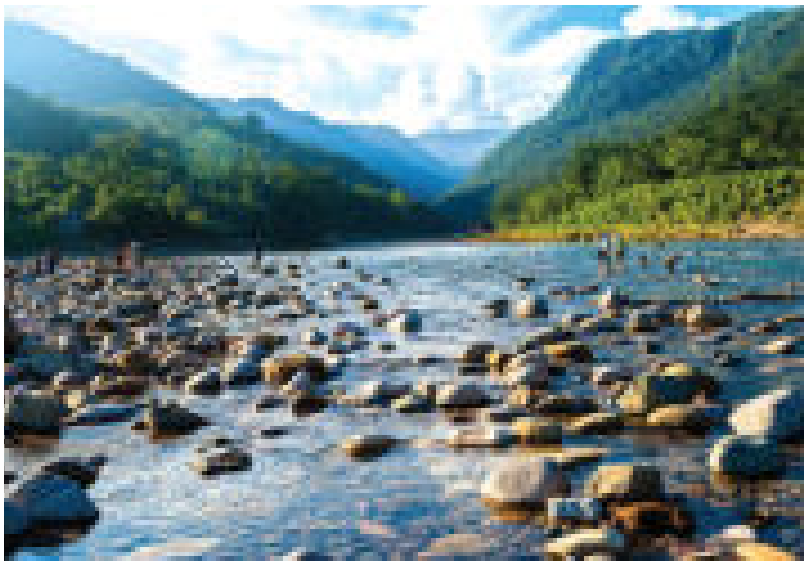

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

Honourable Prime Minister Sheikh Hasina

বাণী

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এই পথ-পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং দেশের প্রতিটি জেলার অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশ। আর এই লক্ষ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল জারি করেছে।

জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো-'ব্র্যান্ড-বুক'। জেলা-ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে ব্র্যান্ড-বুকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জেলা প্রশাসন ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে এই 'ব্র্যান্ড-বুক' কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)

Message

Cabinet Secretary
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Bangladesh is moving forward boldly on the fast lane of development under the leadership of Honourable Prime Minister Sheikh Hasina. To this end government is determined to uplift Bangladesh to a middle income country by 2021 and a high income country by 2041. It requires integrated initiatives and tapping the economic potential of each district. District branding initiatives are being implemented under the supervision of Cabinet Division and with the support of a2i programme. Cabinet Division has already issued district branding strategies accordingly.

One of the most significant elements of district branding is 'Brand-Book'. It has a crucial role to expedite the district-branding activities. I am delighted to know that the second edition of Brand-Book is being published.

I extend my warm wishes to all involved with the publication of the second edition of the district 'Brand-Book'.

(Khandaker Anwarul Islam)

বাণী

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের বহুবিধ অধিক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটনের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া জেলা ব্র্যান্ডিং প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করবে। ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের উদ্যোগসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার যোগসূত্র স্থাপনেও সহায়তা করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় বাংলাদেশের সকল জেলা ইতোমধ্যে তাদের ব্র্যান্ডিং-এর বিষয় নির্ধারণ, লোগো তৈরি এবং ত্রিবার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। জেলা-ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলাসমূহ যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর পরিক্রমায় একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

তথ্য সমৃদ্ধ ও নান্দনিক জেলা ব্র্যান্ড-বুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জেলা প্রশাসন, এটুআই এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(ড. আহমদ কায়কাউস)

Message

Principal Secretary
Prime Minister's Office
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Socio-economic development is the main objective of district branding by focusing on the uniqueness of a district. Each district has diverse sectors to develop its unique potential, such as- tourism, products, history and heritage or any citizen-centric initiative. District branding is playing an important role in preserving the history and culture of districts, developing the tourism industry, assisting in the implementation of the 'One district One Product' program and identifying and preserving indigenous products of districts. Therefore, the overall objective of district branding is to contribute to the implementation of the current government vision of building a middle-income country by 2021 and a developed and prosperous Bangladesh by 2041.

District-branding is closely linked to tourism. Moreover, district branding will foster initiatives at the grassroots level and accelerate economic activities. Simultaneously, it will pave the way for establishing further linkage between local level and concerned policy making department/division and ministries.

With the help of a2i program and mentored by Cabinet Division and ICT Division, all districts of Bangladesh have already identified their branding issues, innovated logos and formulated three-year implementation plans. The publication of brand-books is one of the wide-ranging endeavours taken by the districts to make district branding known at home and aboard. It will serve as a basis for subsequent editions of the brand-book and be recognized as a significant document in the chronicle of district branding.

I sincerely thank the Cabinet Division, District Administration, a2i and everyone involved in the publication of second edition of an informative and well-designed brand-book and wish overall success.

(Dr. Ahmad Kaikaus)

বাণী

সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

একটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনা বিকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র রয়েছে যেমন: পর্যটন, পণ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য বা কোনো জনমুখী উদ্যোগ। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামগ্রিক বিবেচনায় বলা যায়, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পর্যটন ও বাণিজ্যের সঙ্গে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন সম্ভাবনার বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড-সহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ একযোগে কাজ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বিষয়ে সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

দেশের জেলাসমূহকে দেশে-বিদেশে পরিচিত করে তুলতে জেলা প্রশাসন যে বিস্তৃত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে একটি হলো ব্র্যান্ড-বুক প্রকাশনা। ব্র্যান্ড-বুকের পরবর্তী সংস্করণসমূহের জন্য এটি যেমন ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে তেমনি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দলিল হিসেবেও স্বীকৃত হবে।

একটি তথ্যসমৃদ্ধ ও নান্দনিক ব্র্যান্ড-বুক তৈরির জন্য আমি জেলা প্রশাসন সিলেট, এটুআই, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং উক্ত প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কাজের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(এন এম জিয়াউল আলম পিএএ)

Message

Senior Secretary
ICT Division

The mission of district branding is to achieve socio-economic development through promoting the uniqueness and the potentials of each district. The districts have diverse potentials such as tourist sites, commercial products, famous foods, history and tradition as well as peoples' welfare-centric initiatives. District branding plays an important role in safeguarding and fostering history, tradition and culture of the districts, developing tourism industry, implementing 'one district one product' programme and identifying and preserving the geographical indications (GIs). One of the main objectives of district branding is to provide support in realizing the vision of the present government to become a middle income country by 2021 and a prosperous and developed nation by 2041.

District-branding is closely linked with tourism and business. This initiative can play an important role in unleashing the potentials of tourism in Bangladesh. In this regard, all government and non-government organizations, including Cabinet Division, Ministry of Public Administration, Ministry of Civil Aviation and Tourism, Ministry of Cultural Affairs, Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board can work together. ICT Division is ready to provide all-out support.

One of the important initiatives of the District Administration to promote district branding at home and abroad is the publication of Brand Book. This document will be a foundation for the future editions and at the same time will also be treated as a landmark publication in the history of district-branding.

I congratulate District Administration Sylhet, a2i, Cabinet Division and all concerned for publishing such an impressive and informative Brand Book and wish the district branding initiative all the success.

(N M Zeaul Alam PAA)

বাণী

সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনন্য নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ মহাযাত্রায় জেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা বহুমাত্রিক। টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের সকল জেলা প্রশাসন নিজ নিজ জেলার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, পর্যটন, পণ্য উদ্যোগ এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমন্বয়ে সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং নামে বিপুল কর্মযজ্ঞ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটি জেলার অমেয় সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন-ই জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের মূল অভিলক্ষ্য। জেলা-ব্র্যান্ডিং জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা, পর্যটন-শিল্পের বিকাশ, এক জেলা এক পণ্য কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান এবং জেলার ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য চিহ্নিতকরণ এবং তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জেলার বিখ্যাত পণ্যের প্রসার, বিশেষ কোন উদ্যোগের বাস্তবায়ন এবং পর্যটন শিল্পের সুচারু বিকাশে জেলা-ব্র্যান্ডিং অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ও জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের সকল জেলায় ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমকে কার্যকররূপে তুলে ধরতে জেলা ব্র্যান্ডবুক এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি প্রত্যাশা করি জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের প্রচার এবং সমৃদ্ধিতে এই ব্র্যান্ড-বুক কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জেলা ব্র্যান্ড-বুক এর প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(শেখ ইউসুফ হারুন)

Message

Secretary
Ministry of Public Administration
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

Bangladesh is moving forward with an indomitable pace under the unique leadership of honorable Prime Minister Sheikh Hasina. In the way towards this development the contribution of district administration is multi-dimensional, ln order to achieve Sustainable Development Goals, all the district administrations of Bangladesh have taken enormous initiatives of district-branding for proper growth of the districts unique potentialities with their distinct characteristics, tourism, products, initiatives, history and heritage.

The main objective of district is socio-economic development by mounting the distinction and the potentialities of a district. District-branding has been playing an effective role in preservation and practice of history, heritage and culture of the district along with development of tourism industry, supporting the implementation of one district one product program and identifying and preserving geographical indications of the district. District branding can play an extraordinary role in the expansion of district's famous products, implementation of special initiatives and smooth development of tourism industry.

I am delighted to know that by the supervision of Cabinet Division and under the leadership of district administration with support from a2i, all the districts are going to publish brand book to underline the branding activities. I hope that, these books will facilitate the promotion and enrichment of district branding activities.

I sincerely thank all providing efforts in publishing of the brand-book.

(Shaikh Yusuf Harun)

বাণী

কমিশনার
সিলেট বিভাগ, সিলেট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। ইতোমধ্যেই আমরা রূপকল্প-২০২১-কে সামনে রেখে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে রূপকল্প-২০৪১। এই ধারাবাহিকতায় ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সকলেই আজ বদ্ধপরিকর এবং সিলেট জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কোথাও ইতিহাস-ঐতিহ্য, কোথাও আবার লোকজ সংস্কৃতি বাংলার মাটিকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। এ সকল বৈশিষ্ট্যকে যদি সঠিকভাবে অন্বেষণ করে দেশ তথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা যায়, তবে একদিকে যেমন বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে, অন্যদিকে আবার অঞ্চলভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে জেলা ব্র্যান্ডিং-এর ভূমিকা অপরিসীম এবং এক্ষেত্রে ব্র্যান্ড-বুক সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে পূর্বে প্রতিটি জেলার জন্য ব্র্যান্ড-বুক প্রণয়ন করা হয়েছিল যা বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার উল্লেখযোগ্য স্থান ও পণ্যকে উক্ত জেলার ব্র্যান্ডিং হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে এর পরিচিতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিতে ব্র্যান্ড-বুকের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিভাগের অবস্থান। মোট ৪টি জেলা নিয়ে গঠিত সিলেট বিভাগ ইতিহাস ও ঐতিহ্যে অতুলনীয়। এই বিভাগের অন্যতম একটি জেলা হল সিলেট। প্রকৃতি কন্যা এবং পুণ্যভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট জেলার পর্যটন শিল্প এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যথাযথ বিকাশের জন্য প্রয়োজন জেলা ব্রান্ডিং এবং এ ক্ষেত্রে জেলা ব্রান্ডবুক প্রকাশনা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। ইতোপূর্বে সিলেট জেলার ব্রান্ডবুক প্রকাশিত হয়েছিল যা বর্তমানে নতুনরূপে পুনর্মুদ্রণ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন সিলেট এই পুনর্মুদ্রণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। তথ্যসমৃদ্ধ ও দৃষ্টিনন্দন এই ব্রান্ডবুক সিলেট জেলার পর্যটন বিকাশে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে। এই প্রকাশনাটির মাধ্যমে 'প্রকৃতি কন্যা' খ্যাত সিলেট জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে-এটাই প্রত্যাশা।

এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

(মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি)

Message

Commissioner
Sylhet Division, Sylhet

A firm desire to fulfill the dream of a "Golden Bangladesh" dreamt by the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the worthy leadership of the honourable Prime Minister Sheikh Hasina has already placed Bangladesh on the highway of progress. We are already going to become a middle-income country under Vision-2021. The present government has already taken Vision-2041 in order to promote Bangladesh towards a prosperous and developed country. As a part of this process, everyone is highly determined to build a golden Bangladesh free from hunger and poverty and Sylhet district is no exception from that.

Every District of Bangladesh is glorified with prominent characteristics like natural beauty, history, culture etc. Even in some place, folk culture has added different flavor. If we can explore these features in the right way, it will contribute both towards tourism and socio-economic investment. Using the individual features and potentialities of a district, “District Branding” is important in promoting socio-economic growth. Brand book plays an essential role in this aspect. Brand book for each district was previously published and presently, re-publication process is going to be done. There is no alternative to prepare a brand book for spreading the acquaintance of the branding products and the places home and abroad.

Sylhet division is situated to the north-east part of Bangladesh. This division, comprised of 4 districts, is unrivaled in history and tradition. Sylhet is one of the districts in this division. Sylhet district is famous for its name as "the daughter of nature" and "holy land". In order to promote its tourism industry and economic potentialities, "District Branding" and brand book publication is essential. Previously, the brand book for Sylhet was published. The re-publication of brand book is on process. I am delighted to know that District Administration of Sylhet has successfully re-published the brand book. This eye-catching and informative book will add another color to canvas of tourism. It is expected that this publication will unveil potentials for the economic growth of Sylhet, popularly known as "the daughter of nature".

(Md. Mashiur Bahman ndc)

বাণী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রোগ্রাম
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা অনন্য বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনায় ভরপুর। কোনো জেলায় রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন, কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পসরা সাজানো, কোথাও বা লোকজ ঐতিহ্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যে সমৃদ্ধ। আবার কোনো জেলা কৃষিজ পণ্যের জন্য বিখ্যাত, কোনো জেলা ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের প্রতিটি জেলার এ সকল বৈশিষ্ট্যকে শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরে আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বিশ্ববাসীকে জানানোর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য 'জেলা-ব্র্যান্ডিং' অনন্য ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন একটি উদ্যোগ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে অমিত সম্ভাবনার দেশ- বাংলাদেশ। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। এই রূপকল্পসমূহ অর্জনে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাসমূহকে বিকশিত করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এটুআই প্রোগ্রাম জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এ উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিতে এবং সফল করতে প্রতিটি জেলার জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের সার্বিক কার্যক্রমকে চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপনের একটি অনন্য প্রয়াস হচ্ছে ব্র্যান্ড-বুক। এই ব্র্যান্ড-বুক জেলা-ব্র্যান্ডিং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে যাঁরা ব্র্যান্ডিংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জন্য জ্ঞান-ভান্ডার হিসাবে কাজ করবে। বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও বিষয়সমূহ উপস্থাপনের ফলে এই বইটির ব্যবহারের পরিধি নিশ্চিতভাবে বেড়েছে।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, জেলা-ব্র্যান্ডিং বুকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যা এ জেলার ব্র্যান্ডিংকে দেশে-বিদেশে তুলে ধরতে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, জেলা প্রশাসন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট থেকে যাঁরা এই প্রকাশনাটি সম্পন্ন করেছেন আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পিএএ)

Message

Project Director (Additional Secretary)
Aspire to Innovate (a2i) Programme
ICT Division, Ministry of Posts,
Telecommunications and Information Technology

Each and every district of Bangladesh possesses some unique features and potentials. Some parts of this land have elegant natural beauty while the other parts have historical archetypes and antiques. Also the most parts of this land have abundance of agricultural products with lots of fruits and crops. The folk arts and cultural heritages of this country have significant history and practices as well. All the unique features and characteristics of the very parts of the country need to be flourished not only inside the country but also to the rest of the world to let everyone know about the beautiful Bangladesh and to attract Foreign Direct Investment. In this perspective, district branding is a unique approach.

Bangladesh has been pacing forward with significant progress in economic and social indicators led by Honourable Prime Minister Sheikh Hasina, to build ‘Sonar Bangla’, the dream of the father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The present government is committed to build 'Digital BangIadesh' by 2021 and a happy and prosperous country by 204l. To realize these visions, the government has taken up massive programmes. As part of these programmes to accelerate the momentum of development, the initiative of 'District Branding` has been undertaken by the a2i programme of ICT Division.

Brand-Book is a unique effort to impressively demonstrate the overall activities of district branding. This book is serving as a knowledge base for planning and implementing district-branding and for those who will be subsequently associated with this initiative. Bilingual feature of this book has certainly added an extra advantage regarding its use.

I am absolutely delighted that the second edition of Brand-Book is going to be published which will play a crucial role in showcasing district branding at home and abroad.

My heartfelt thanks go to the Cabinet Division, a2i team. District Administration and all concerned with this significant publication.

(Dr. Md Abdul Mannan, PAA)

বাণী

জেলা প্রশাসক
সিলেট

মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে সীমাহীন শোষণ বঞ্চনাকে পেছনে ফেলে লাখো বাঙালির আত্মত্যাগের বিনিময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়। জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সরকার ক্রমাগত গুরুত্ব দিয়ে গেছে সমন্বিত উদ্যোগ এবং দেশের প্রতিটি অঞ্চলের যথাযথ অর্থনৈতিক বিকাশের উপর। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালের জুলাই মাসের সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ৬৪ জেলার সার্বিক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে জেলা ব্র্যান্ডিং- এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলার কোন না কোন বিশেষত্ব রয়েছে। আর সেই বিশেষত্ব বিশ্ববাসীর নিকট ভিন্নভাবে তুলে ধরে অভিন্ন একটি কাঠামোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে জেলা ব্র্যান্ডিং কৌশল প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং ইতিহাস অত্যন্ত পুরনো। ঢাকাই মসলিনের বুননের সাথে সাথে বাংলাদেশের পণ্য ব্র্যান্ডিং-এর ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। কখনোবা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কিংবা বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভারত ভ্রমণগাঁথায় ঢাকাই মসলিনের উল্লেখ রয়েছে। হাল আমলে "বাংলাদেশ ক্রিকেট" কিংবা তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে "মেড ইন বাংলাদেশ" এর মাধ্যমে পণ্যের পাশাপাশি দেশ-ব্র্যান্ডিং-এর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বেশ এগিয়ে গিয়েছে। জেলা ব্র্যান্ডিং-এর মাধ্যমে জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, ইতিহাস-ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশ, বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় কোন ঐতিহ্য সংরক্ষণ কিংবা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই জেলা ব্র্যান্ডিং এর মূল লক্ষ্য।

সিলেট জেলার জেলা ব্র্যান্ডিং-এর রূপকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে জেলার প্রকৃতিগত ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দিগন্তের কোলঘেঁষা পাহাড়ি অঞ্চল, ফেনাভ সাদা ঝরনাগুচ্ছ, দিগন্ত বিস্তৃত স্বচ্ছ নীল আকাশ কিংবা মিষ্টি গন্ধমাখা চা পাতার দেশে মিশে যাওয়া জল পাথরে খেলা করা মেঘ রাশিমালা সিলেটকে দিয়েছে এক অনিন্দ্য সৌন্দর্য। তাইতো সিলেট জেলাকে ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে "প্রকৃতি কন্যা সিলেট" হিসেবে। শুধুমাত্র প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা এক অপার সৌন্দর্য ভূমি নয়, সিলেটের অন্যতম পরিচয় রয়েছে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও। হযরত শাহজালাল (র:), হযরত শাহ পরান (র:) সহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক আউলিয়া ব্যক্তির আগমনে সিলেট পেয়েছে পুণ্যভূমির মর্যাদা। প্রাকৃতিক পর্যটন শিল্পের পাশাপাশি সিলেটে তাই গড়ে উঠেছে ধর্মীয় পর্যটন শিল্পের এক অপার সম্ভাবনা।

জেলা ব্র্যান্ডিং-এর অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে সিলেট জেলার সৌন্দর্য বিধৌত স্থানসমূহ ও মনোমুগ্ধকর বর্ণনা সকল অংশীজনের কাছে পৌঁছে দেয়ার আন্তরিক প্রয়াস হলো ব্র্যান্ড বুক প্রকাশনা। সিলেট জেলার প্রথম ব্র্যান্ড বুক ২০১৮ সালে মুদ্রণ করা হয়। বর্তমানে সিলেটের নতুনভাবে আবিষ্কৃত পর্যটন স্থানসমূহ, বিদ্যমান পর্যটন স্থানসমূহে নাগরিক সুবিধাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক আবহমন্ডিত পর্যটন স্থান, প্রচলিত লোকাচার এবং নৃ-গোষ্ঠীর জীবনগল্প সকলের কাছে আরো পরিশীলিতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে ব্র্যান্ডবুক পুন:মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিলেটের ধর্মীয় আবহ, সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন, ঐতিহ্যবাহী জাতিগোষ্ঠীর আবাসস্থল এবং তাদের সংস্কৃতি ও চর্চিত জীবনধারা নতুনরূপে স্থান পেয়েছে নতুন এই ব্র্যান্ডবুকে। ব্র্যান্ডবুক তৈরি করতে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং আন্তরিক পরিশ্রম দিয়ে যারা বইটি অলংকৃত করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমি সিলেট জেলার পর্যটনের টেকসই ও সুন্দরতম বিকাশ প্রার্থনা করে এই প্রকাশনার সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

(এম কাজী এমদাদুল ইসলাম)

Message

Deputy Commissioner
Sylhet

Leaving behind the limitless exploitation and deprivation, Bangladesh achieved independence in 1971 under the leadership of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman by the sacrifices of thousands of Bengalis. The Government of Bangladesh has consistently placed emphasis on integrated initiatives and proper economic development of every region of the country to fulfill the dream of Golden Bengal cherished by the Father of the Nation. Honourable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina has been working relentlessly to build a developed and prosperous nation by 2041 by developing the uniqueness and the potentialities of each region of Bangladesh. As a result, in July 2016, a decision was taken for the first time on the issue of district branding for the overall development of 64 districts of Bangladesh. Each district of Bangladesh has some specialties and the district branding strategy is formulated with the aim to introduce these specialties to the world in a uniform structure.

The branding history of Bangladesh is very old. The history of branding of Bangladeshi products can be traced with the weaving of Muslin of Dhaka. Muslin is sometimes mentioned in Kautilya's Arthashastra or in the travelogue of the famous traveler Ibn Battuta to India. In recent times, Bangladesh has come a long way in terms of country branding through "Bangladesh Cricket" as well as product branding through "Made in Bangladesh". The main goal of district branding is to highlight economic growth potentials of the district, tourism industry, history and heritage, preservation of extinct or nearly extinct heritage or representation of geographical indication products of Bangladesh to the world in order to ensure the most sustainable development through it.

The natural beauty has been given priority in the implementation of the concept of district branding of Sylhet district. The hilly region at the horizon, the fountains, the clouds playing on the clear blue sky in the land of tea leaves have given Sylhet an impeccable beauty. That is why Sylhet district has been branded as the "Daughter of Nature". Sylhet has an identity in terms of religious spirituality apart from its immense natural beauty. With the arrival of Hazrat Shahjalal (R.), Hazrat Shah Paran (R.) and other spiritual saints, Sylhet got the status of a sacred land. Therefore, along with the natural tourism industry, there is a huge potential for the religious tourism industry in Sylhet.

As one of the essential aspects of district branding, brand book publication is an effort to express the captivating natural beauties of Sylhet district with descriptions to all the stakeholders. The first brand book of Sylhet district was printed in 2016. Initiatives have been taken to reprint the brand book in a more sophisticated way to present the newly discovered tourist spots of Sylhet, infrastructural development with amenities in existing tourist spots, religiously and historically renowned tourist spots, traditional folklore and ethnic biographies. The religious atmosphere of Sylhet, cultural and archeological heritage, artifacts of liberation war, habitats of traditional ethnic groups, their culture and the way of their life have found a new place in this new brand book. Heartiest thanks to those who have contributed directly and indirectly to the publication of the brand book and to those who have worked hard to embellish the book. I wish the overall success of this publication by praying for the sustainable and significant development of tourism in Sylhet district.

(M Kazi Emdadul Islam)

সম্পাদকীয়

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(শিক্ষা ও আইসিটি)
সিলেট

নয়নাভিরাম নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মায়াবী চাদরে ঘেরা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের এক অপার লীলাভূমি হচ্ছে সিলেট। দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় আর তার বুক চিরে বয়ে চলা মনোলোভা ঝরনা, পাথরের রাজ্যে বহমান স্বচ্ছ জলধারা, সবুজের চাদরে মোড়া চা বাগান, বেত, হিজল, কদম, মূর্ছা সমৃদ্ধ জলাবন, বিস্তৃত হাওরে ফুটন্ত লাল শাপলা- এরকমই বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সিলেটকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে। সিলেট যেন প্রকৃতি কন্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সবাইকে করেছে মোহগ্রস্ত। তবে এর পরিচয় কেবল প্রকৃতি কন্যা হিসেবেই সীমাবদ্ধ নেই। হযরত শাহজালাল (র.), হযরত শাহ পরান (র.) সহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির আগমনে সিলেট পেয়েছে পূণ্যভূমির মর্যাদা। আধ্যাত্মিকতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য- এ দুই-এর সম্মিলন সিলেটকে করে তুলেছে অনন্য।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। বর্তমান সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এর অংশ হিসেবে রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১ ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এছাড়াও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সরকার ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে।

বাংলাদেশের এই উন্নয়ন যাত্রার সাথে সমন্বয় রেখে, দেশের প্রতিটি জেলার সাফল্য ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই এর সহায়তায় জেলা ব্রান্ডিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও গৌরবকে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলার উদ্যোগ হচ্ছে 'জেলা ব্রান্ডিং'। এটি জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি আনয়নসহ জেলার ভাবমূর্তি বিনির্মাণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন এবং স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আর জেলা ব্রান্ডিং এর অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে ব্রান্ড-বুক। সিলেট জেলার ব্রান্ড-বুক ২০১৮ সালে প্রথম মুদ্রণ করা হয়। বর্তমানে ব্রান্ডবুকটি পুনর্মুদ্রণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা সিলেটের সৌন্দর্য, গৌরব ও ঐতিহ্যকে সর্বমহলে নতুন আঙ্গিকে পরিচিত করতে ভূমিকা রাখবে।

জেলা ব্রান্ডবুক যে কোন জেলার জন্য একটি প্রামাণ্য দর্পণ। সিলেটের ধর্মীয় ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন, পর্যটন স্পটসমূহ, খাদ্যদ্রব্য, ঐতিহ্যবাহী পণ্যসহ বিখ্যাত সমস্তকিছুই স্থান পেয়েছে ব্রান্ড-বুকে। একই সাথে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় অনূদিত হওয়ায় দেশে ও বিদেশে এর ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধি পাবে। ব্রান্ডবুকের এই দ্বিতীয় প্রকাশনায় অনেক নতুন স্থান, ছবি ও বর্ণনা সংযোজন করা হয়েছে এবং তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে। ব্রান্ডবুকের এই প্রকাশনায় যারা ছবি ও তথ্য দিয়ে ব্রান্ডবুকটিকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের হৃদয়ে অনুরণিত হোক সুশাসনভিত্তিক সোনার বাংলাদেশের স্বপ্নময় বাস্তবতা।

(আ.ন.ম. বদরুদ্দোজা)

Editorial

Additional Deputy Commissioner
(Education & ICT)
Sylhet

Sylhet district is a land of natural diversities surrounded by the enchanting natural beauty. The hills at the horizon, splendid waterfall flowing through the heart of the mountain, water flowing through the rocks, the greenery of tea garden, swamp forest containing cane, Hijal and Kadam, water lily in haor have given Sylhet a unique natural identity. It has captivated everyone by appearing as the daughter of nature. The arrival of several spiritual saints like Hazrat Shahjalal (R.) and Hazrat Shah Paran (R.) have made Sylhet as a sacred place. The combination of spiritual essence and natural beauty gives Sylhet a unique nature.

Standing at the era of Golden Jubilee of Independence, Bangladesh is now known as one of the promising countries of the world. Bangladesh is already in progress towards the status of a middle-income country by the firm initiatives taken by the present government. The government is committed to make Bangladesh as a developed country by 2041. As part of this, various action plans have been adopted along with Vision-2021, Vision-2041 and 8th Five-Year Plan. Also, various action plans have been adopted to achieve sustainable development goals by 2030. The government has already achieved remarkable success in achieving desired targets at the scheduled time.

In course of this development, "District Branding" has been initiated to foster the successes and the potentialities of every district of the country. "District Branding" is an initiative to introduce the culture, heritage and glory of a district throughout the world. It plays a special role in accelerating economic growth of the district, building the image of the district, developing the tourism industry, promoting the history, heritage and culture of the district and creating local entrepreneurs. One of the essential elements to promote district branding is brand book. The brand book of Sylhet was published in 2018. Currently, initiatives have been taken for the reprint of the brand book which will introduce a new dimension to the beauty, glory and tradition of Sylhet.

District brand book is a mirror for any district. Scenic beauty, religious, cultural and archeological heritage, liberation war monuments, tourist spots, food, traditional GI products and other famous products have been introduced in brand book. The usage of this book will spread home and abroad as it is going to be published both in Bangla and English languages. Many new places, images and descriptions have been included and some information have been updated in this new edition. I would like to express my sincere and utmost gratitude towards those who have enriched this edition with their cordial contribution.

Let our hearts be resonated with the reality of the dream of "Sonar Bangla".

(A N M Badruddoza)

BANGLADESH
বাংলাদেশ
Rangpur
Mymensing
Rajshahi
Sylhet
Dhaka
Khulna
Barishal
Chattagram

Tourist Spots in Sylhet
সিলেটের দর্শনীয় স্থানসমূহ

সিলেট সদর (১৯৮৩)
Sylhet Sadar (1983)

দর্শনীয় স্থান : শ্রী শ্রী দুর্গা বাড়ি মন্দির ও ইকো পার্ক; সোনাতলা পুরাতন জামে মসজিদ; রায়ের গাঁও হাওর; মালনী ছড়া চা বাগান; অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পার্ক

Shri Shri Durgabari Temple and Eco-park; Sonatala Old Jameh Mosque; Rayer Gao Haor; Malnicherra Tea Garden; Adventure World Park.

কোম্পানীগঞ্জ (১৯৮২)
Companiganj (1982)

দর্শনীয় স্থান : ভোলাগঞ্জ পাথর কোয়ারি; ভোলাগঞ্জ রেলওয়ে বাঙ্কার; শাহ আরেফিন (র.)-এর মাজার;

Bholaganj Stone Quarry; Bholaganj Railway Bunker; Shrine of Shah Arefin (R.)

গোয়াইনঘাট (১৯৮৩)
Gowainghat (1983)

দর্শনীয় স্থান : জাফলং; বিছনাকান্দি; রাতারগুল; সোয়াম্প ফরেস্ট; পাংথুমাই/পান্থমাই/পান্থুমাই ঝরনা; খাসিয়া পুঞ্জি

Jaflong; Bisnakandi; Ratargul; Swamp Forest; Panthumai fountain; Khasia Punji.

জৈন্তাপুর (১৯৮৩)
Jaintiapur (1983)

দর্শনীয় স্থান : লালাখাল; নাজিমগড় রিসোর্ট; জৈন্তা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ; জৈন্তা গেইট।

Lalakhal; Najimgarh Resort; Ruins of Jaintia Rajbari; Jaintia Gate.

কানাইঘাট (১৯৮৩)
Kanaighat (1983)

দর্শনীয় স্থান: লোভাছড়া পাথর কোয়ারি; কাঠালবাড়ি, মায়াবন

Lovachhara Stone Quarry; Kathalbari, Mayabon

জকিগঞ্জ (১৯৮৩)
Zakiganj (1983)

দর্শনীয় স্থান : গায়েবী দিঘী মসজিদ; তিন নদীর মোহনা, আমলশীদ; কাস্টমস ঘাট; আটগ্রামের পাহাড়

Gayebi Dighi Mosque; Estuary of three Rivers, Amalshid, Customs Ghat; Hill of Atgram.

বিয়ানীবাজার(১৯৮৩)
Beani Bazar(1983)

দর্শনীয় স্থান: সুতারকান্দি স্থল বন্দর; মালিক মহল; ড. জিসি দেব স্মৃতিফলক

Sutarkandi Land Port; Malik Mahal; Memorail of Dr. GC Dev

গোলাপগঞ্জ (১৯৮৩)
Golapganj (1983)

দর্শনীয় স্থান : হাকালুকি হাওর; শ্রী চৈতন্যদেবের বাড়ি ও মন্দির; শাহনূর-এর মাজার; কৈলাশটিলা; ড্রিমল্যান্ড পার্ক; মোকামটিলা-দত্তরাইলের বড়পোতা; মদন মোহন জিউর ও মহাপ্রভুর আখড়া; জাহান শাহ মৌলার মাজার

Hakaluki Haor; Home and Temple of Shri Chaitannya Dev; Shrine of Shahnoor; Dreamland Park; Barapota of Mokamtila Dattarail; Akhra of Madan Mohan Jiu and Mahaprabhu; Shrine of Shah Moula

বালাগঞ্জ (১৯২২)
Balaganj (1922)

দর্শনীয় স্থান : গায়েবী মসজিদ; গণকবর; মদন মোহন জিউর আশ্রম

Gayebi Mosque (Divine Mosque); Memorial Graveyards of Genocides in 1971 Liberation War; Madan Mohan Jiu Hermitage

ওসমানীনগর (২০১৪)
Osmaninagar (2014)

দর্শনীয় স্থান : শেরখাঁ (র.)-এর মাজার; কাদিপুর দিঘীরপাড়

Shrine of Sherkha (R.); Kadipur Dighirpar

বিশ্বনাথ (১৯৮৩)
Bishwanath (1983)

দর্শনীয় স্থান : রামধানা শাহী ঈদগাহ; হযরত শাহ কালু ও হযরত শাহ চান্দ-এর মাজার; হাসন রাজার বাড়ি; গৌরগোবিন্দ দিঘী

Ramdhana Shahi Eidgah; Shrine of Hazrat Shah Kalu and Hazrat Shah Chand; Hason Raza's House; Gouragabinda Dighi

ফেঞ্চুগঞ্জ (১৯৮০)
Fenchuganj (1980)

দর্শনীয় স্থান : হাকালুকি হাওর; মুমিন ছড়া চা বাগান; মণিপুর চা বাগান; ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি; শাহজালাল সার কারখানা

Hakaluki Haor; Mominchora Tea Garden; Manipur Tea Garden; Natural Gas Fertilizer Factory; Shahjalal Fertilizer Factory

দক্ষিণ সুরমা (২০০৫)
South Surma (2005)

দর্শনীয় স্থান : হযরত শাহ সুফি আরকুম আলী (র.)-এর মাজার; জালালপুর জমিদার বাড়ি; শাহ শেখ ফরিদ-এর মাজার ও পাঞ্জেগানা মসজিদ; চাপরা বিল

Shrine of Hazrat Shah Sufi Arkum Ali (R.); Jalalpur Jamidar Bari; Shrine of Shah Sheikh Farid and Panjegana Mosque, Chapra Bill

সূচি

জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য	২৬
প্রকৃতি কন্যা সিলেট	২৭
এক নজরে সিলেট জেলা	২৮
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল	২৯
হযরত শাহজালাল (র.)-এঁর মাজার	৩১
হযরত শাহ্ পরান (র.)-এঁর মাজার	৩৩
শাহী ঈদগাহ	৩৫
গাজী বোরহান উদ্দীন (র.)-এঁর মাজার	৩৬
আলী আমজাদের ঘড়ি	৩৭
ক্বীনব্রিজ	৩৮
মালনীছড়া চাবাগান	৪০
লাক্কাতুরা চা বাগান	৪২
জৈন্তিয়া রাজবাড়ি	৪৪
মণিপুরী রাজবাড়ি	৪৬
নাগরী লিপি	৪৭
মণিপুরী শাড়ি	৪৮
সিলেটের ঐতিহ্য 'বেত শিল্প'	৪৯
সম্রাট আওরঙ্গজেব থেকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে 'শীতলপাটি'	৫০
সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	৫১
জাফলং	৫২
খাসিয়াপুঞ্জি	৫৬
তামাবিল স্থলবন্দর	৫৭
মায়াবী ঝরনা	৫৮
নলজুড়ি ঝরনা	৬১
টিলাগড় ইকোপার্ক	৬২
বৈচিত্র্যময় খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান	৬৪
অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পার্ক	৬৬
ট্রিটপ অ্যাডভেঞ্চার ফার্ম	৬৮
ওসমানী জাদুঘর	৬৯
বঙ্গবীর ওসমানী শিশু পার্ক	৭০
ভাষাসৈনিক মতিন উদ্‌দীন আহমদ জাদুঘর	৭১
বিছনাকান্দি	৭২
উতমাছড়া	৭৫
পান্থুমাই	৭৬
চেঙ্গের খাল	৭৮
রাতারগুল	৮০
লোভাছড়া	৮৪
এস ও এস শিশু পল্লী	৮৭
হাসন রাজার বাড়ি	৮৮
হাসন রাজা মিউজিয়াম	৮৯
মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের বাড়ী	৯০
ধামাইল গান ও ধামাইল নৃত্য	৯১
মণিপুরী নৃত্য	৯২
পলো বাওয়া উৎসব	৯৩
ঘোড়দৌড়	৯৪
কাঠি নৃত্য	৯৫
সাদা পাথরের ভোলাগঞ্জ	৯৬
শাপলার রাজ্য ডিবি হাওর	৯৯
নীল পানির লালাখাল	১০২
সারি নদী	১০৭
শ্রীপুর	১০৮
সারিঘাট	১১১
হাকালুকি হাওর	১১২
বাওরকান্দি হাওর	১১৬
কুশিয়ারা নদী	১১৯
সুরমা নদী	১২০
গোয়াইন নদী	১২২
পিয়াইন নদী	১২৩
দামারি হাওর	১২৪
শহিদ মিনার	১২৬
শহিদ মিনার (শ্রাবিপ্রবি ক্যাম্পাস)	১২৮
আলোচিত গণকবর ও বধ্যভূমি	১২৯
চেতনা '৭১	১৩০
নানকার বিদ্রোহ	১৩১
হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, গোবিন্দ চন্দ্র দেব	১৩২
জেনারেল এমএজি ওসমানী, হেনা দাস	১৩৩
চা	১৩৪
সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র	১৩৬
সাতকরা	১৩৮
পান-সুপারি, কমলা	১৩৯
লটকন, লুকলুকি	১৪০
জলঢুপি আনারস, তৈকর	১৪১
জাম্বুরা, মাল্টা, লেবু	১৪২
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	১৪৩
সিলেট রেলওয়ে স্টেশন	১৪৪
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম	১৪৫
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৬
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৭
এম. এ. জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১৪৮
এম সি কলেজ	১৪৯
সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার	১৫০
যাতায়াত ব্যবস্থা	১৫১
সিলেট সার্কিট হাউস	১৫২
পর্যটন মোটেল সিলেট	১৫৪
নাজিমগড় রিসোর্ট	১৫৫
শুকতারা রিসোর্ট	১৫৬
এক্সেলসিয়র সিলেট হোটেল এন্ড রিসোর্ট	১৫৭
হোটেল স্টার প্যাসিফিক	১৫৮
হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড	১৫৯
কুশিয়ারা কনভেনশন হল	১৬০

Index

Purpose of Branding 26
Sylhet: The Daughter of Nature 27
At a Glance Sylhet District 28
Mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 29
The Shrine of Hazrat Shahjalal (R.) 32
The Shrine of Hazrat Shahporan (R.) 33
Shahi Eidgah 35
The Shrine of Gaji Burhan Uddin (R.) 36
Ali Amzad's Clock Tower 37
Keane Bridge 39

Malnicherra Tea garden 41
Lakkatura tea garden 43
Jaintia Rajbari 45
Manipuri Rajbari 46
Nagri Script 47
Manipuri Sharee 48
Cane Art A Tradition of Sylhet 49
'Shitalpati' (Cool Plate) Acknowledged by UNESCO from The Emperor Aurangzeb 50
The Ethnic Groups of Sylhet 51
Jaflong 53

Khasia Punji 56
Tamabil Landport 57
Mayabi Fountain 59
Noljuri Waterfall 61
Tilagarh Eco-Park 63
National Parkland of Khadimnagar 64
Adventure World Park 67
Treetop Adventure Farm 68
Osmani Museum 69
Bangabir Osmami Children Park 70

Language Fighter Matin Uddin Ahmed Museum 71
Bisnakandi 73
Utmachara 75
Panthumai 77
Chenger Khal 78
Ratargul 81
Luvachora 86
SOS Children's Village 87
House of Hason Raja 88
Museum of Rajas 89

Mahaprabhu Sri Chaitannaya Dev Temple 90
Dhamail Songs and Dhamail Dance 91
Manipuri Dance 92
Polo Bawa Festival 93
Horse Race 94
Stick Dance 95
Bholaganj of White Stone 97
Dibi Haor Full of Water Lily 99
Lala Khal of Blue Water 103
Sari River 107

Sripur 109
Sarighat 111
Hakaluki Haor 113
Baorkandi Haor 117
Kushiara River 119
Surma River 120
Gowain River 122
Piyain River 123
Damari haor 125
Shaheed Minar 127

Shaheed Minar (SUST Campus) 128
Cemetery and Graveyard 129
Chetona 71 130
Nankar Revolt 131
Humayun Rasheed Choudhury 132
Dr. Govinda Chandra Dev 132
General M. A. G. Osmani, Hena Das 133
Tea 135
Citrus Research Centre 136
Satkora (One of the Citrus Fruits) 138

Betel Leaf and Nuts, Orange 139
Burmese Grape, Lukluki 140
Joldhup Pineapple, Toikor 141
Jambura, Malta, Lemon 142
Osmani International Airport 143
Sylhet Railway Station 144
Sylhet International Cricket Stadium 145
Shahjalal University of Science and Technology 146
Sylhet Agricultural University 147
M. A. G. Osmani Medical College and Hospital 148

M. C. College 149
Sylhet Central Jail 150
Communication System 151
Sylhet Circuit House 153
Parjatan Motel 154
Nazimgarh Resort 155
Shuktara Resort 156
Excelsior Sylhet Hotel & Resort 157
Hotel Star Pacific 158
Hotel Noorjahan Grand 159
Kushiyara Convention Hall 160

একটি জেলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গৌরবকে দেশের আঙ্গিনা ডিঙ্গিয়ে বিশ্বের মানুষের কাছে পরিচিত করে তোলার উদ্যোগ মূলত জেলা-ব্র্যান্ডিং। ৬৪ জেলার মতো সিলেট জেলাকেও ব্র্যান্ডিং করা হচ্ছে। সিলেটের ব্র্যান্ডিং 'পর্যটন'। এই জেলার প্রচারণা হচ্ছে 'প্রকৃতি কন্যা সিলেট' বা 'the daughter of nature' নামে। হযরত শাহজালাল (র.) মাজার, হযরত শাহ পরাণ (র.) মাজার, জাফলং, বিছনাকন্দি, রাতারগুল, পান্থুমাই, লালাখাল, চা বাগান হল পর্যটন ব্র্যান্ডিং। অন্যদিকে পণ্য ব্র্যান্ডিং হল-শীতল পাটি, বেতের ফার্নিচার, মনিপুরী শাড়ি, মনিপুরী নাচ।

District Branding is to introduce the culture, tradition and heritage of a district to the world, spreading beyond the national boundary.
Like the other 64 districts, an initiative has been taken for branding sylhet. Tourism is the branding of sylhet. Sylhet has been named for campaign as the daughter of nature. The shrine of Hajrat Shahjalal (R), Hajrat Shah Poran (R), Jaflong, Bichnakandi, Ratargul, Panthumai, Lalakhal, Tea garden etc are tourism branding. On the other hand Shital Pati, cane furniture, Monipuri Sharee and dance are product branding for Sylhet.

জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য

- জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার করা
- জেলার ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ
- পর্যটন শিল্পের বিকাশ
- জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন
- স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান

Purpose of Branding

- Increasing district economic growth rate.
- Enhancing district positive image.
- Differntiating a district easily from one another.
- Flourishing tourism industry.
- Cherishing history, tradition and culture.
- Encouraging local entrepreneur.
- Developing the infrastructural.
- Helping to assured sustainable development.

SYLHET

the daughter of nature

ওপারে পাহাড়, এপারে নদী। পাহাড়ের বুক চিড়ে বয়ে চলছে ঝরনা আর নদীর বুকে স্তরে স্তরে সাজানো নানা রঙের নুড়ি পাথর। দূর থেকে তাকালে মনে হয় আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে নরম তুলার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘরাশি। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি সিলেট। সিলেটের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের অপূর্ব সৌন্দর্যের ভান্ডার। এখানকার নৈসর্গিক প্রাকৃতিক শোভা অতি সহজে মুগ্ধ করে যে কাউকে। বর্ষা এলে এখানে দেখা যায় ওপারের পাহাড় থেকে নেমে আসা অগণিত ঝরনা। সবুজের বুকে নেমে আসা ঝরনাধারায় সূর্যের আলোর ঝিলিক ও পাহাড়ে ভেসে বেড়ানো মেঘমালা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে পর্যটকদের। আবার শীতে হাজির হয় অন্য রূপে। চারদিকে তখন সবুজের সমারোহ, পাহাড় চূড়ায় গহীন অরণ্য। নদীর পানির নিচ থেকে ডুব দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিকের পাথর উত্তোলনের দৃশ্যও মুগ্ধ করে পর্যটকদের। নদীর পানিতে নারী-পুরুষের এই 'ডুবোখেলা' দেখা যায় ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি। সমতল চা-বাগান, মণিপুরী, খাসিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবন-সংস্কৃতি- কী নেই এখানে। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে সাজিয়েছে ভারতের সীমান্তঘেঁষা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই জনপদকে। নদী-পাথর-পাহাড় জলপ্রপাত আর চা বাগানের অপূর্ব সমন্বয় সিলেটকে দিয়েছে "প্রকৃতি কন্যা" নামক সম্মান। সিলেটকে 'প্রকৃতি কন্যা' বা 'দ্য ডটার অব নেচার' নামকরণ তাই যথার্থ।

Hills are on the one side and rivers are on the other side. The fountains flow through the mountains and various colopured pebbles stacked on the level of the river bed. Seen from a distance, it seems like the hills are leaning on the sky. The clouds are moving like soft cotton on the hill. Sylhet is a place of wonderful scenic beauty of nature. An unprecedented store of natural beauty is scattered here and there. The natural decoration of this region easily fascinates anyone. When rainy season comes, countless fountains falling down the hill can be seen. The sunny shade of the sun over the fountaon coming on the greenery and the floating clouds over the hills fascinates the tourists. It appears with a different shape in winter. Greenery surrounds the mountains and the deep forest covers the top of the hill. The scene of thousands of workers withdrawing stone diving to the bottom of the river water attracts to tourists. This 'diving game' of men and women in river water can be seen from dawn to dusk. How diversified the culture of the small ethnic groups like flat tea gardens. Manipuri, Khasia etc. are and what is not here! As if the nature has adorned the north-eastern locality near the Indian border herself with her own hand. River-stone-hill, waterfall and a wonderful blend of tea garders gave Sylhet the honor of the "Daughter of Nature". Sylhet is rightly named as 'Prokrity Kanya' or 'The Daughter of Nature'.

এক নজরে সিলেট জেলা

সীমানা	উত্তরে ভারতের খাসিয়া, জৈন্তিয়া পাহাড় (ভারতের মেঘালয় রাজ্য), দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা (ভারতের আসম রাজ্য) ও পশ্চিমে সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলা।
আয়তন	৩,৪৫২.০৭ বর্গ কি.মি বা ১৩৩২.০০ বর্গমাইল
ভৌগলিক অবস্থান	২৪°৩৬ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৫°১১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৩৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯২°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
জনসংখ্যা	৩৫,৬৭,১৩৮ জন (২০১১) (পুরুষ ১৭,৯৩,৮৫৮ জন এবং মহিলা ১৭,৭৩,২৮০ জন)
জনসংখ্যার ঘনত্ব	৯৯৫ জন প্রতি বর্গ কি.মি. (২০১১)
নৃ-গোষ্ঠী (মণিপুরী, পাত্র, খাসিয়া)	মোট ১৭,৩৬৩ জন (আদম শুমারী ২০০১)
উপজেলা	১৩টি
থানা	১৭টি
ইউনিয়ন	১০৫টি
পৌরসভা	০৫টি (গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট ও বিশ্বনাথ)
শিক্ষার হার	৫৬.২০%
বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত	৩৩৩৪ মি.মি.
সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী	সুরমা (৩৫০ কি.মি.)
সিলেটের চা-বাগান	মোট ১৯টি
সিলেটের হাওর-বিল	মোট ৮২টি
প্রধান কৃষিজ ফসল	ধান, সুপারী, আলু
খনিজ দ্রব্য	প্রধানত প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ পাথর, বালি

At a Glance Sylhet District

Border	Indian Khasia and Jaintia hill to the north (Meghalaya state), Moulvibazar to the south, East Indian Kachar and Karimganj district (Assam state) to the east and Sunamgnj and Habiganj district to the west.
Area	3452.07 sq km or 1332.00 sq mile
Geographical Location	Latitudes 20°34′-26°38′north and longitudes 88°01′-92°41′east)
Population	35,67,138 (2011) [Male : 17,93,858; Female : 17,73,280]
Density	995 per sq. km (2011)
Ethnic Demography (Monipuri; Patra; Khashia)	Total 17,363 (2001)
Upazila	13
Thana	17
Union	105
Municipalities	05 (Beanibazar, Zokiganj, Kanaighat and Bishwanath)
Literacy Rate	56.20%
Annual Rainfall	3334 mm
The Main and longest River	Surma (350 km)
Tea Garden	Total 82
Haor-bill	Total 82
Agricultural Product	Peddy, Betal leaf and nuts, Potato
Minaral	Gas, Stones, Sands

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-এর চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট গেইট দিয়ে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে বিশাল আকৃতির এই ম্যুরালটি। রাতের বেলা ম্যুরালের সাথে থাকা লাইটিং এর আলোয় এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশের উদ্ভব হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এমপি ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখ ম্যুরালটি শুভ উদ্বোধন করেন। ম্যুরালটির স্থাপত্য নকশা করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্থপতি শুভজিৎ চৌধুরী এবং প্রতিকৃতি নকশা করেন জনাব শেখ নাঈম দীপু। সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে ম্যুরালটির অবস্থান হওয়ায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় দিবসসমূহে শহীদ মিনারের পাশাপাশি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়।

Mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

A mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been built on the premises of the Office of the Deputy Commissioner, Sylhet. It can be seen as soon as you enter into the office gate. The lighting surrounding the mural creates a magical atmosphere at night. Honorable Foreign Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, A. K. Abdul Momen MP inaugurated the mural on 19 August 2020.The architectural design of the mural was made by Professor Architect Shubhjit Chowdhury of Shahjalal University of Science and Technology and the portrait was designed by Mr. Sheikh Naeem Dipu. As the mural is located in the heart of Sylhet city, floral homage are tributed towards the mural of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman along with the Shaheed Minar on important state days.

রাতের সিলেট
Night at Sylhet

হযরত শাহজালাল (র.) এর মাজার

হযরত শাহজালাল (র.) ছিলেন উপমহাদেশের একজন বিখ্যাত সুফি দরবেশ। সিলেট অঞ্চলে তার মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। সিলেটের প্রথম মুসলমান গাজী বোরহান উদ্দিন (র.)-এর ওপর রাজা গৌড়গোবিন্দের অত্যাচারের প্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল (র.) ও তাঁর সফরসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট আগমন ঘটে যা ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কারণে সিলেটকে ৩৬০ আউলিয়ার দেশ বলা হয় এবং পুণ্যভূমি হিসেবে অভিহিত করা হয়। হযরত শাহজালাল (র.) ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে আগমন করেন।

কিভাবে যাবেন : সিলেট রেল স্টেশন বা কদমতলী বাস স্ট্যান্ডে নেমে ৮০-১০০ টাকা সিএনজি চালিত অটোরিকশা ভাড়ায় খুব সহজে মাজারে যাওয়া যায়।

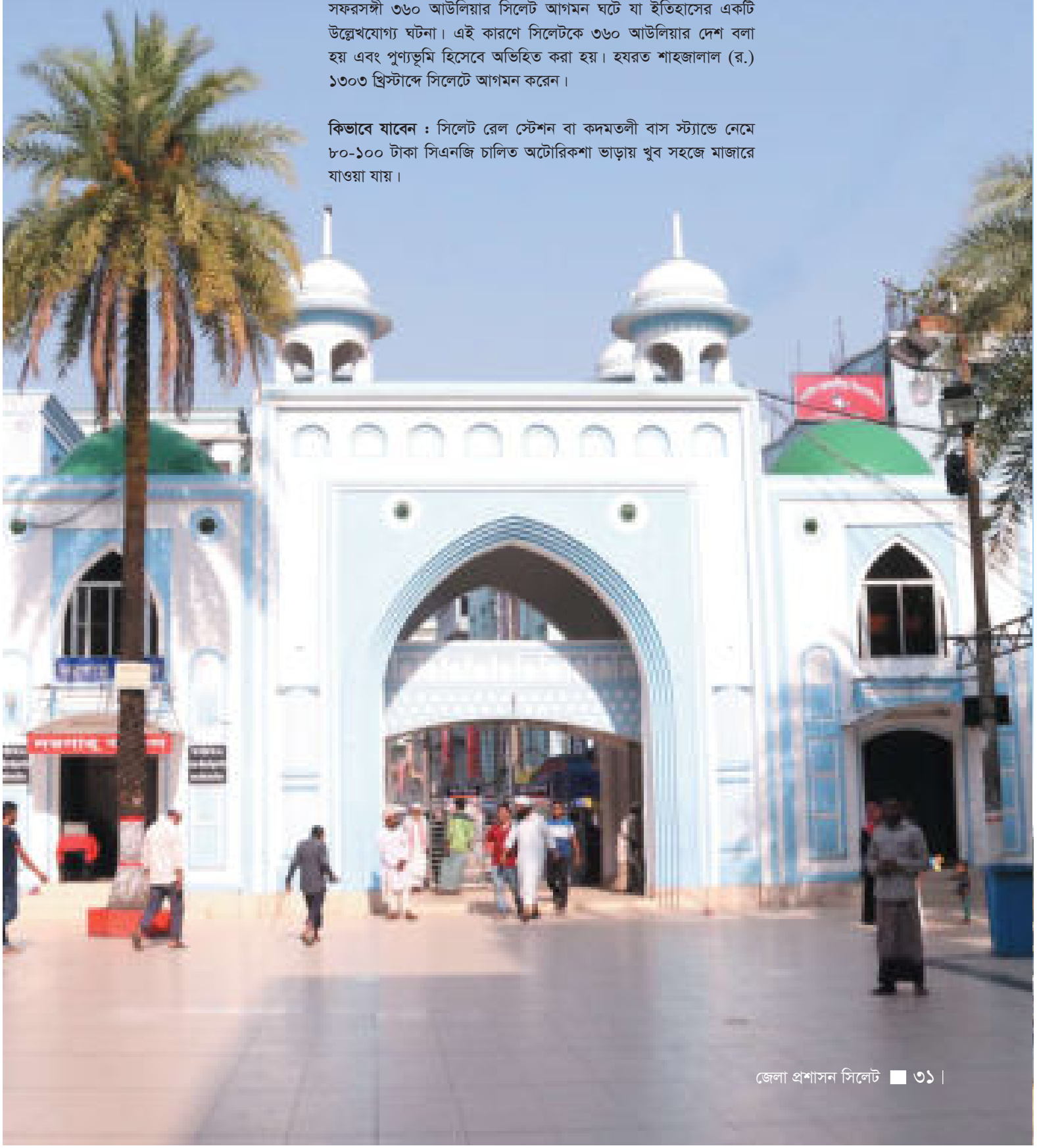

The Shrine of Hazrat Shahjalal (R.)

Hazrat Shahjalal (R.) was one of the famous sufi-saints of this sub-continent. He preached the light of 'Islam' in Sylhet. He came in Sylhet along with 360 companions hearing the oppression on the first muslim Gaji Burhan Uddin (R.) by the then ruler, Gourgobindha which was a noteworthy incident of history. For that reason, Sylhet is called the city of 360-saints. Besides this, people call Sylhet the 'holy city'. Hazrat Shahjalal (R.) came in Sylhet in 1303 AD.

How to go : From the Bus Stand of Kodomtoli or Sylhet Railway Station, one can go to the shrine very easily. The fare will be about Tk.80-100 by CNG driven auto-rickshaw.

হযরত শাহ্ পরান (র.)-এর মাজার

হযরত শাহ্ পরান (র.) শায়িত আছেন সিলেটের খাদিমপাড়ায়। সিলেট শহরের প্রায় ৮ কি.মি. পূর্ব দিকে সিলেট-তামাবিল সড়ক থেকে প্রায় ০.৩ কি. মি. ভিতরে সু-উচ্চ ও মনোরম টিলায় অবস্থিত হযরত শাহ্ পরান (র.)-এর মসজিদ ও দরগাহ। মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে সমাধিটি।

হযরত শাহ্ পরান (র.)-এর পূর্ব-পুরুষগণ মূলতঃ বোখারা শহরের অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে হযরত শাহ্ পরান (র.) ছিলেন হযরত শাহজালাল (র.)-এর ভাগ্নে। ১১ বছর বয়সে বাবাকে হারান হযরত শাহ্ পরান (র.)। হযরত শাহজালাল (র.) যখন বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তিনিও মামার সঙ্গী হন। শাহজালাল (র.)-এর নির্দেশে শাহ্ পরান (র.) খাদিমনগর এলাকায় এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেন।

কিভাবে যাবেন : সিলেট রেল স্টেশন বা কদমতলী বাস স্ট্যান্ডে নেমে ১০০-১৫০ টাকা সিএনজি চালিত অটোরিকশা ভাড়ায় খুব সহজে মাজারে যাওয়া যায়।

The Shrine of Hazrat Shahporan (R.)

The shrine of Hazrat Shahporan (R.) is situated at Khadimpara in Sylhet. The shrine and the mosque of Hazrat Shahporan (R.) are situated at the top of a beautiful hill which is only 8 km away (east) from Sylhet town and 1 km away from the Sylhet-Tamabil road. The shrine lies at the east of the mosque. The ancestors of Hazrat Shahporan (R.) were the inhabitants of Bokhara city of Afghanistan. It is said that, he is the nephew of Hazrat Shahporan (R.). His father passed away when he was only 11 years old. When Hazrat Shahjalal (R.) came in Sylhet, Hazrat Shahporan (R.) accompanied him. Under the direction of Hazrat Shahjalal (R.), he started preaching Islam in Khadimnagar.

How to go : One can reach the shrine of Hazrat Shahporan (R.) by CNG Auto-Rickshaw. It will cost 100-150 taka.

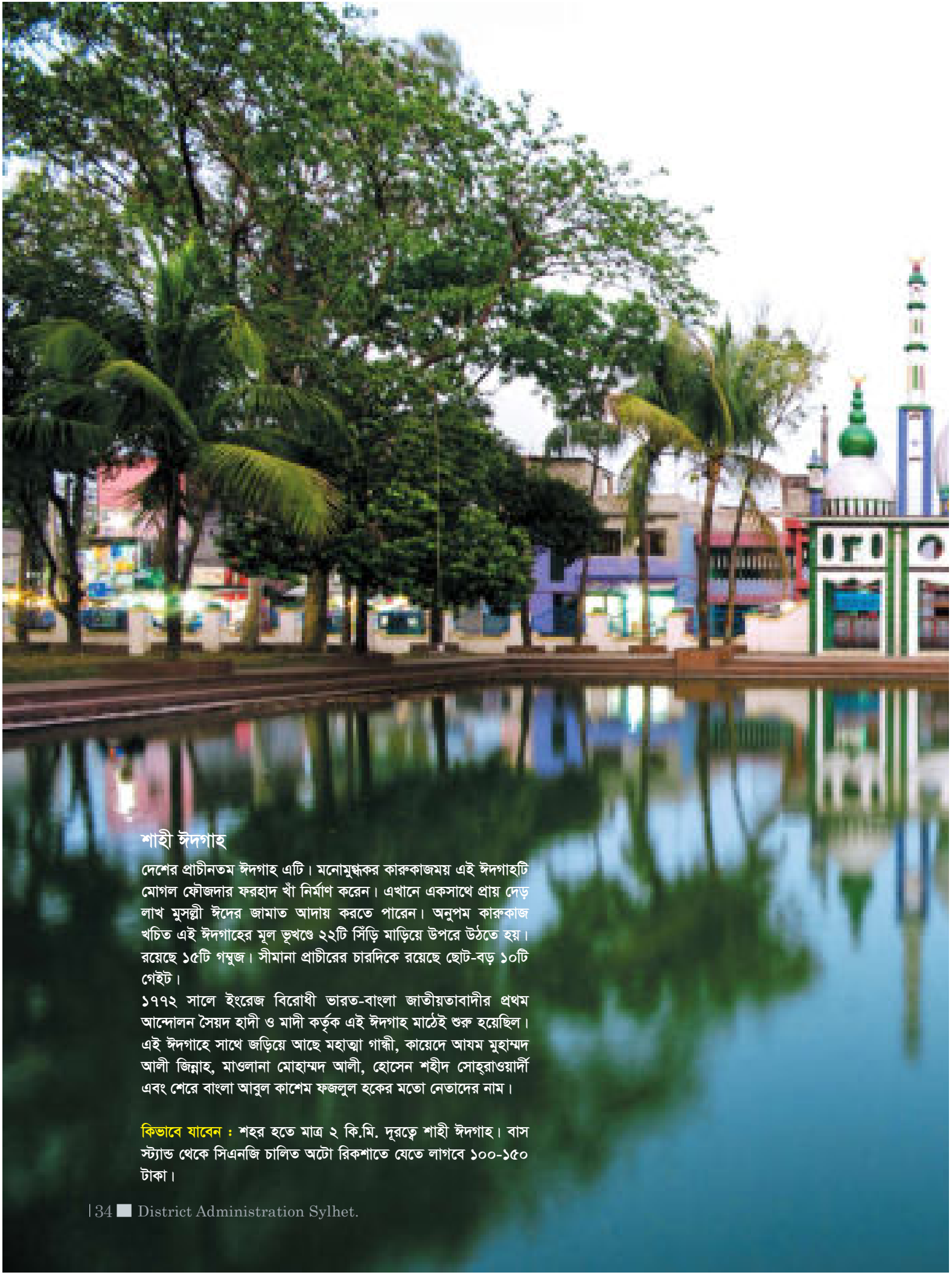

শাহী ঈদগাহ

দেশের প্রাচীনতম ঈদগাহ এটি। মনোমুগ্ধকর কারুকাজময় এই ঈদগাহটি মোগল ফৌজদার ফরহাদ খাঁ নির্মাণ করেন। এখানে একসাথে প্রায় দেড় লাখ মুসল্লী ঈদের জামাত আদায় করতে পারেন। অনুপম কারুকাজ খচিত এই ঈদগাহের মূল ভূখণ্ডে ২২টি সিঁড়ি মাড়িয়ে উপরে উঠতে হয়। রয়েছে ১৫টি গম্বুজ। সীমানা প্রাচীরের চারদিকে রয়েছে ছোট-বড় ১০টি গেইট।

১৭৭২ সালে ইংরেজ বিরোধী ভারত-বাংলা জাতীয়তাবাদীর প্রথম আন্দোলন সৈয়দ হাদী ও মাদী কর্তৃক এই ঈদগাহ মাঠেই শুরু হয়েছিল। এই ঈদগাহে সাথে জড়িয়ে আছে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের মতো নেতাদের নাম।

কিভাবে যাবেন : শহর হতে মাত্র ২ কি.মি. দূরত্বে শাহী ঈদগাহ। বাস স্ট্যান্ড থেকে সিএনজি চালিত অটো রিকশাতে যেতে লাগবে ১০০-১৫০ টাকা।

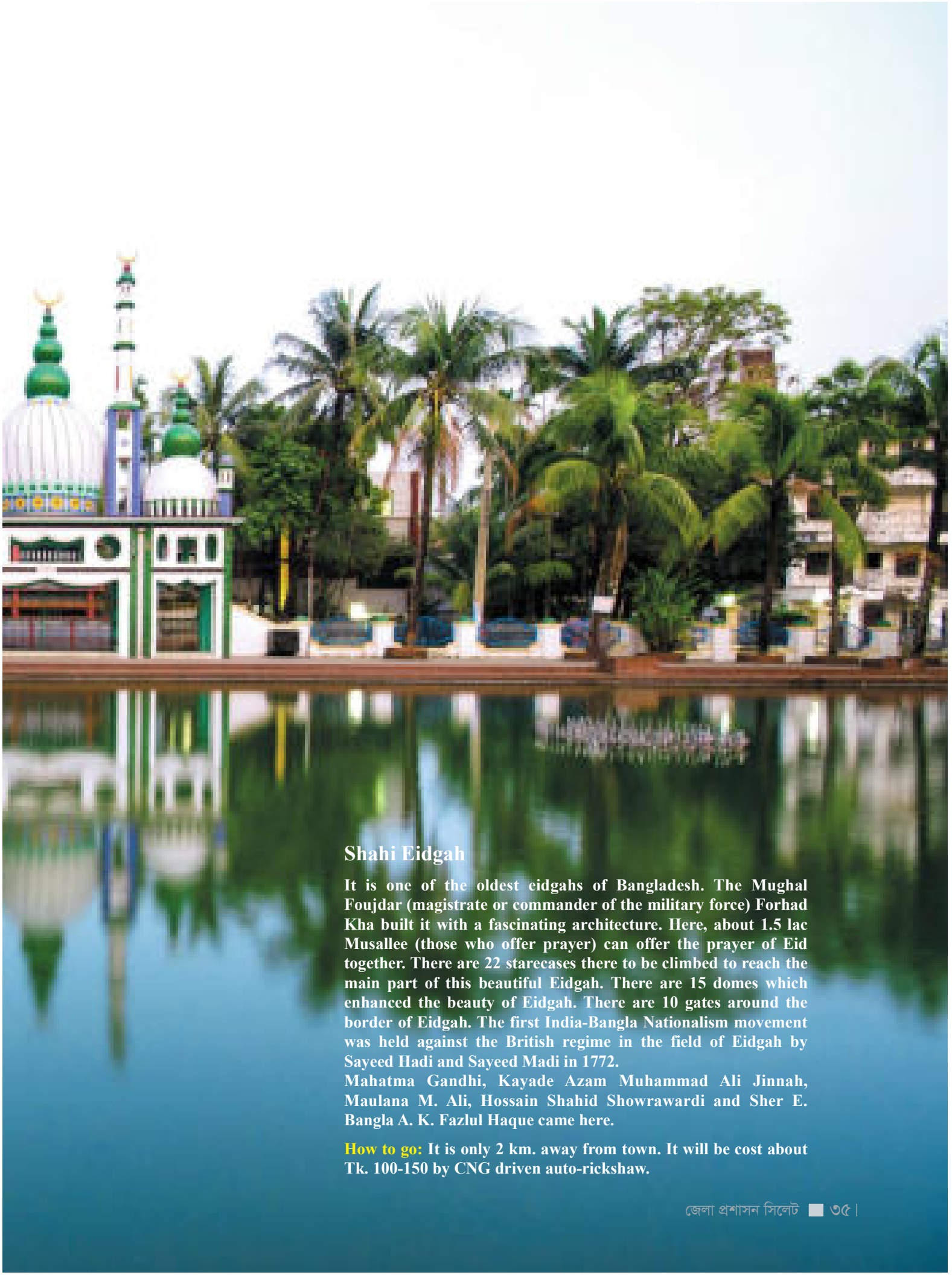

Shahi Eidgah

It is one of the oldest eidgahs of Bangladesh. The Mughal Foujdar (magistrate or commander of the military force) Forhad Kha built it with a fascinating architecture. Here, about 1.5 lac Musallee (those who offer prayer) can offer the prayer of Eid together. There are 22 starecases there to be climbed to reach the main part of this beautiful Eidgah. There are 15 domes which enhanced the beauty of Eidgah. There are 10 gates around the border of Eidgah. The first India-Bangla Nationalism movement was held against the British regime in the field of Eidgah by Sayeed Hadi and Sayeed Madi in 1772.
Mahatma Gandhi, Kayade Azam Muhammad Ali Jinnah, Maulana M. Ali, Hossain Shahid Showrawardi and Sher E. Bangla A. K. Fazlul Haque came here.

How to go: It is only 2 km. away from town. It will be cost about Tk. 100-150 by CNG driven auto-rickshaw.

গাজী বোরহান উদ্দীন (র.)-এর মাজার

গাজী বোরহান উদ্দীন (র.)-এর মাজার সিলেট বিভাগের প্রথম মুসলমান সমাধি। গৌড় রাজ্যের অধিবাসী বোরহান উদ্দীন নিজ ছেলের জন্মদিনে গরু জবাই করে গৌড়ের হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের কাছে অপরাধী সাব্যস্থ হন। এই কারণে, বোরহান উদ্দীনের শিশু ছেলেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে গৌড় গোবিন্দ। বোরহান উদ্দীন বাংলার তৎকালীন রাজা শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহের নিকট এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ করেন। এর জের ধরেই এ অঞ্চলে আসেন হযরত শাহজালাল (র.) সহ তাঁর সফরসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়া।

কিভাবে যাবেন : মাজারটি শহরের কাছে কুশিঘাট এলাকায় অবস্থিত। সিএনজি চালিত অটোরিকশায় যেতে লাগবে ১০০-১৫০ টাকা।

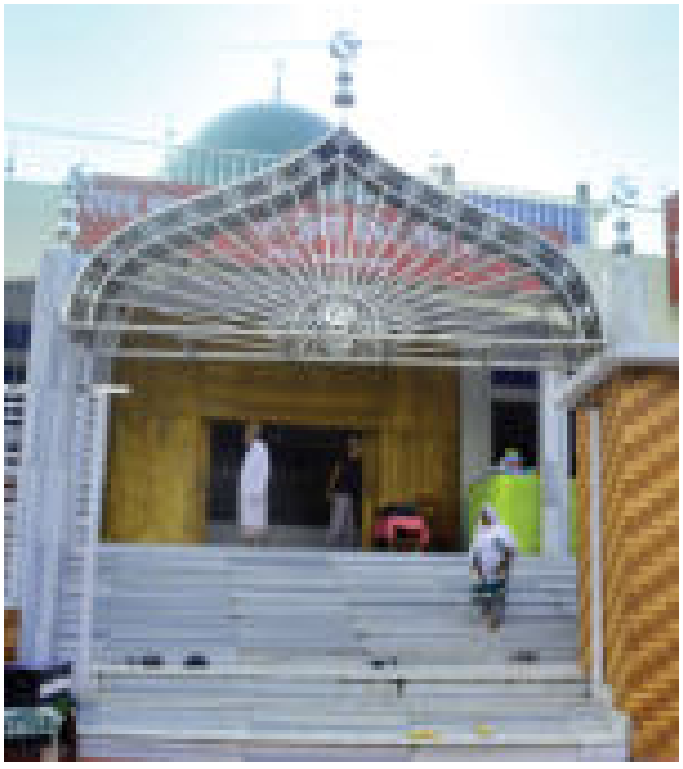

The Shrine of Gaji Burhan Uddin (R.)

The shrine of Gaji Burhan Uddin is the first muslim grave in Sylhet division. He was accused of sacrificing a cow to Allah on the occasion of his son's birthday during the reign of the ruler Gourgobindha. For that reason, Gobindha, the then king, killed the child of Gaji Burhan Uddin (R.). Gaji Burhan Uddin informed the matter to Shams Uddin Firuz, the then king of Bangla. Following the heinous killing, Hazrat Shahjalal (R.) came in Sylhet along with his 360 companions.

How to go : It is situated at Kushighat area in Sylhet city. It will cost Tk. 100-150 by CNG auto-rickshaw.

আলী আমজাদের ঘড়ি

আলী আমজাদের ঘড়ি ঊনবিংশ শতকের একটি স্থাপনা। এই ঘড়ি সুরমা নদীর তীরে ক্বীন ব্রিজের পাশেই। ঘড়ির ডায়ামিটার আড়াই ফুট এবং কাঁটা দুই ফুট লম্বা। ১৮৭৪ সালে সিলেটের কুলাউড়ার পৃথ্বিমপাশার শিয়া জমিদার আলী আমজদ খান ঘড়িটি স্থাপন করেন। লোহার খুঁটির উপর ঢেউটিন দিয়ে সুউচ্চ গম্বুজ আকৃতির স্থাপত্যশৈলীর ঘড়ি ঘরটি তখন থেকেই আলী আমজদের ঘড়ি নামে পরিচিত। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে প্রাচীন এই ঘড়িটি বিধ্বস্ত হয়। স্বাধীনতার পর এটি মেরামত হলেও কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১৯৮৭ সালে এটি আবার চালু করা হয়।

দৈর্ঘ্য	: ৯ ফুট ৮ ইঞ্চি
প্রস্থ	: ৮ ফুট ১০ ইঞ্চি
নীচ থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা	: ১৩ ফুট
ছাদ থেকে ঘড়ি অংশের উচ্চতা	: ৭ ফুট
ঘড়ির উপরের অংশের উচ্চতা	: ৬ ফুট
মোট উচ্চতা	: ২৬ ফুট

Ali Amzad's Clock Tower

Ali Amzad's Clock Tower is a structure of nineteenth century. It is the oldest clock tower located on the bank of Surma River in Sylhet. It is known as "the Big Ben of Sylhet" and is a popular attraction of Sylhet near the Keane Bridge. The diameter of the clock is 2.5 feet and the length of the clock's hand is 2 feet. Ali Amzad Khan, the landlord of former Prithim-Passa estate, set the clock in 1874. The high dome-shaped and tin-made architectural clock tower was set on the iron made pillars and since then it was known as Ali Amzad's clock tower. The clock was destroyed by the bullets of Pakistani army at the time of liberation war. After independence, it was repaired but became out of service after a few days. After a long time, it was re-launched in 1987.

Length	: 9 feet 8 inches.
Width	: 8 feet 10 inches.
Height from base to ceiling	: 13 feet.
Height of the upper part of the dock	: 6 feet.
Total height	: 26 feet.

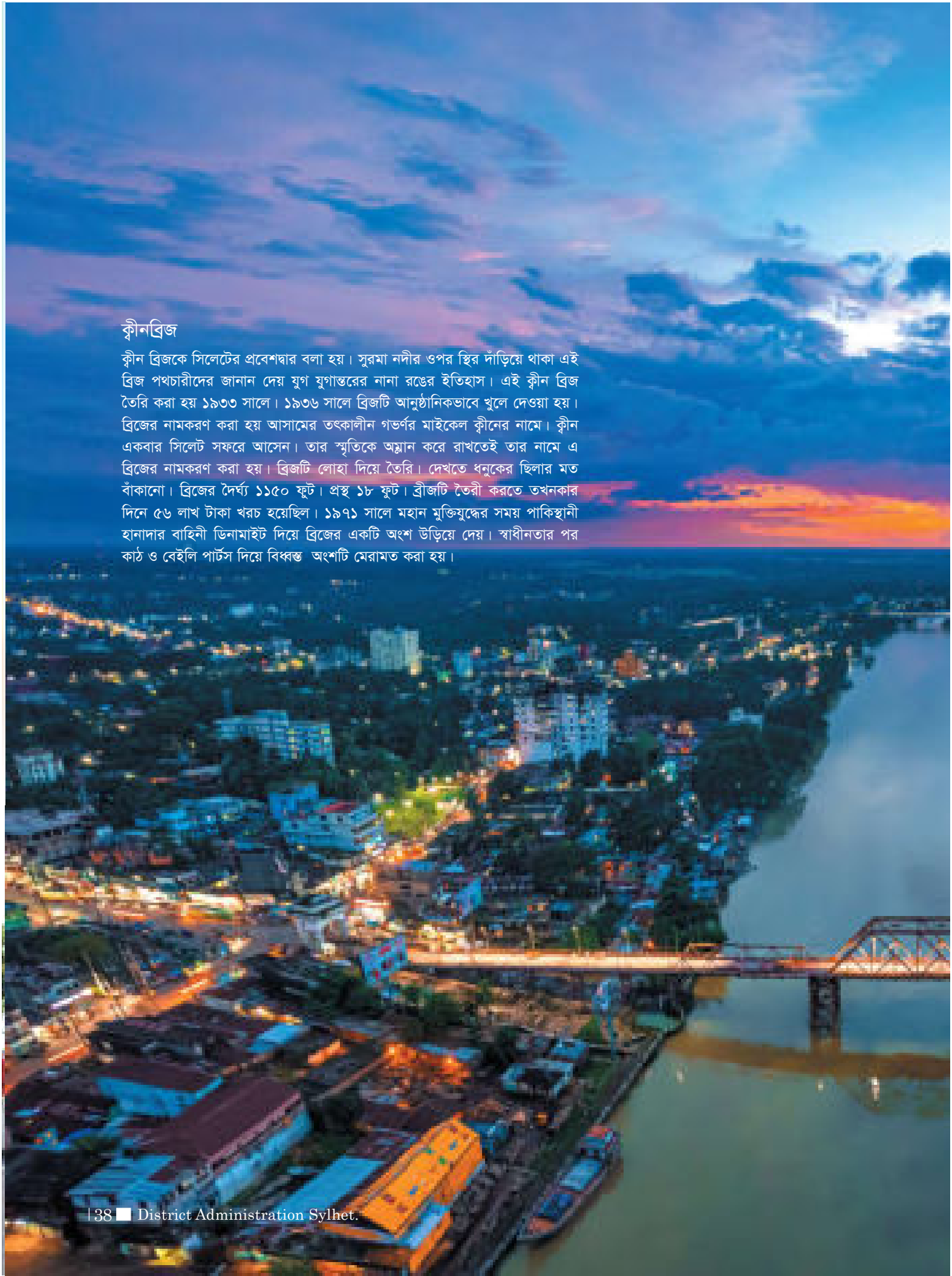

ক্বীনব্রিজ

ক্বীন ব্রিজকে সিলেটের প্রবেশদ্বার বলা হয়। সুরমা নদীর ওপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকা এই ব্রিজ পথচারীদের জানান দেয় যুগ যুগান্তরের নানা রঙের ইতিহাস। এই ক্বীন ব্রিজ তৈরি করা হয় ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৬ সালে ব্রিজটি আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হয়। ব্রিজের নামকরণ করা হয় আসামের তৎকালীন গভর্ণর মাইকেল ক্বীনের নামে। ক্বীন একবার সিলেট সফরে আসেন। তার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই তার নামে এ ব্রিজের নামকরণ করা হয়। ব্রিজটি লোহা দিয়ে তৈরি। দেখতে ধনুকের ছিলার মত বাঁকানো। ব্রিজের দৈর্ঘ্য ১১৫০ ফুট। প্রস্থ ১৮ ফুট। ব্রীজটি তৈরী করতে তখনকার দিনে ৫৬ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী ডিনামাইট দিয়ে ব্রিজের একটি অংশ উড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর কাঠ ও বেইলি পার্টস দিয়ে বিধ্বস্ত অংশটি মেরামত করা হয়।

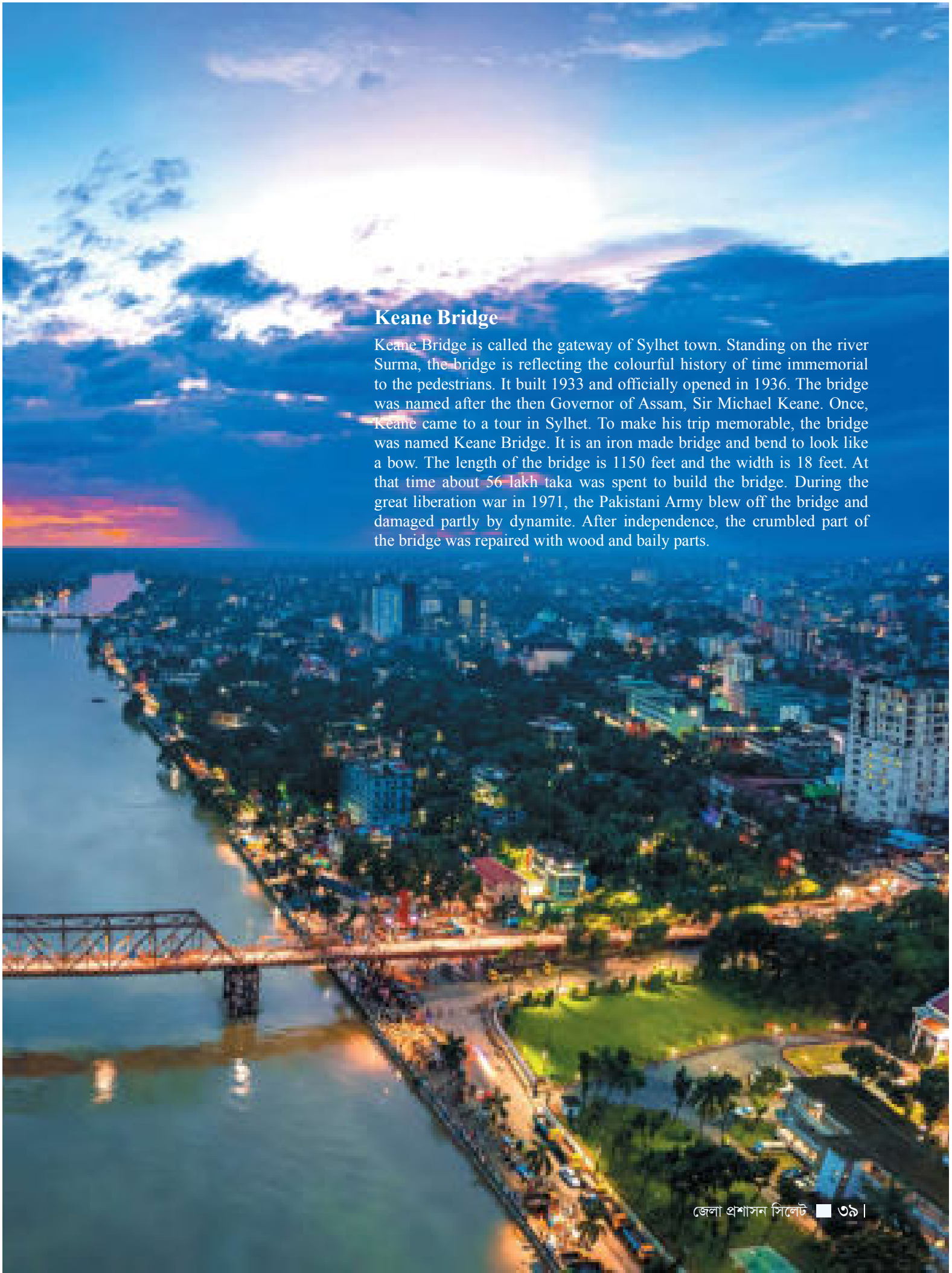

Keane Bridge

Keane Bridge is called the gateway of Sylhet town. Standing on the river Surma, the bridge is reflecting the colourful history of time immemorial to the pedestrians. It built 1933 and officially opened in 1936. The bridge was named after the then Governor of Assam, Sir Michael Keane. Once, Keane came to a tour in Sylhet. To make his trip memorable, the bridge was named Keane Bridge. It is an iron made bridge and bend to look like a bow. The length of the bridge is 1150 feet and the width is 18 feet. At that time about 56 lakh taka was spent to build the bridge. During the great liberation war in 1971, the Pakistani Army blew off the bridge and damaged partly by dynamite. After independence, the crumbled part of the bridge was repaired with wood and baily parts.

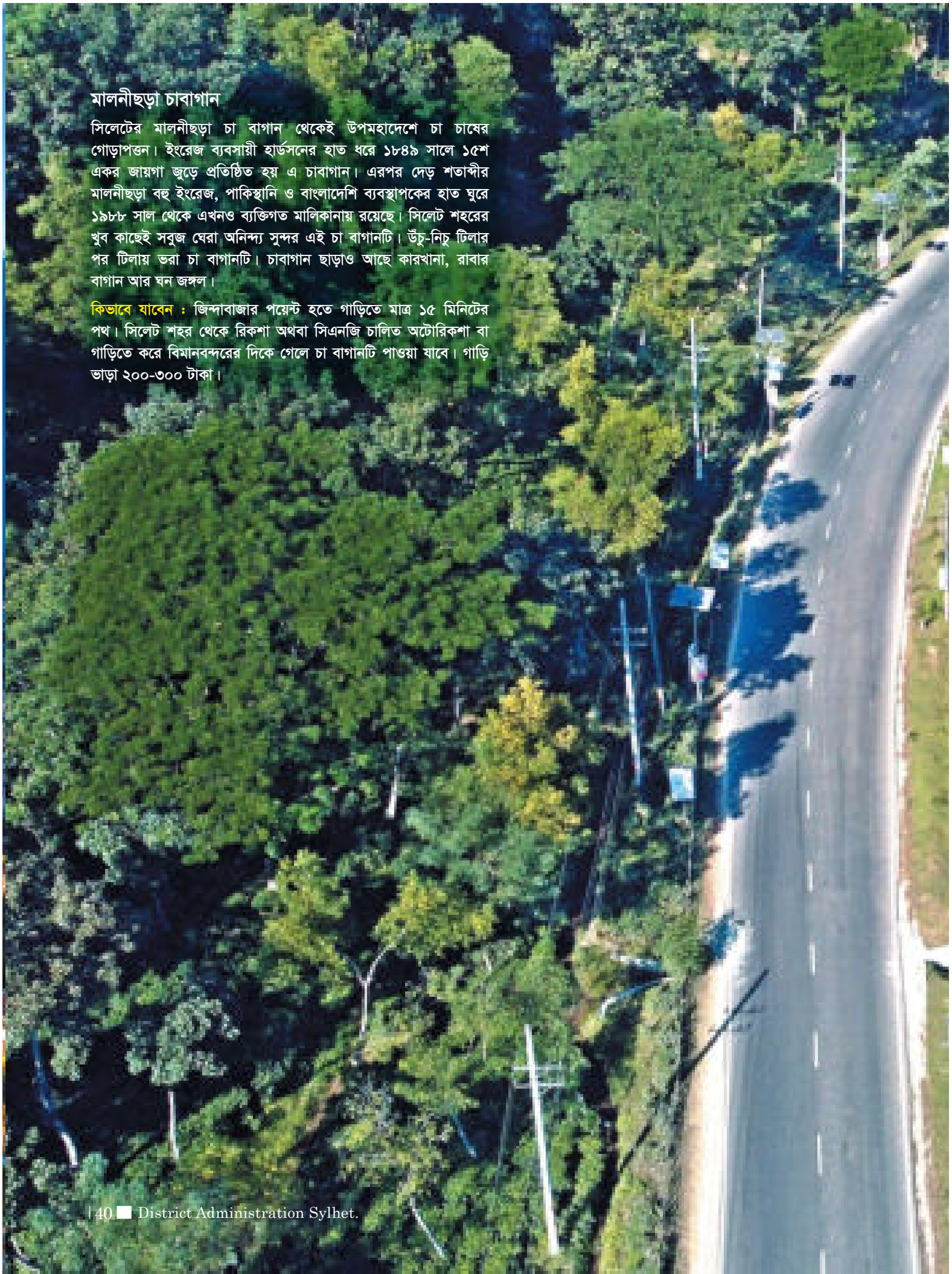

মালনীছড়া চাবাগান

সিলেটের মালনীছড়া চা বাগান থেকেই উপমহাদেশে চা চাষের গোড়াপত্তন। ইংরেজ ব্যবসায়ী হার্ডসনের হাত ধরে ১৮৪৯ সালে ১৫শ একর জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এ চাবাগান। এরপর দেড় শতাব্দীর মালনীছড়া বহু ইংরেজ, পাকিস্থানি ও বাংলাদেশি ব্যবস্থাপকের হাত ঘুরে ১৯৮৮ সাল থেকে এখনও ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। সিলেট শহরের খুব কাছেই সবুজ ঘেরা অনিন্দ্য সুন্দর এই চা বাগানটি। উঁচু-নিচু টিলার পর টিলায় ভরা চা বাগানটি। চাবাগান ছাড়াও আছে কারখানা, রাবার বাগান আর ঘন জঙ্গল।

কিভাবে যাবেন : জিন্দাবাজার পয়েন্ট হতে গাড়িতে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ। সিলেট শহর থেকে রিকশা অথবা সিএনজি চালিত অটোরিকশা বা গাড়িতে করে বিমানবন্দরের দিকে গেলে চা বাগানটি পাওয়া যাবে। গাড়ি ভাড়া ২০০-৩০০ টাকা।

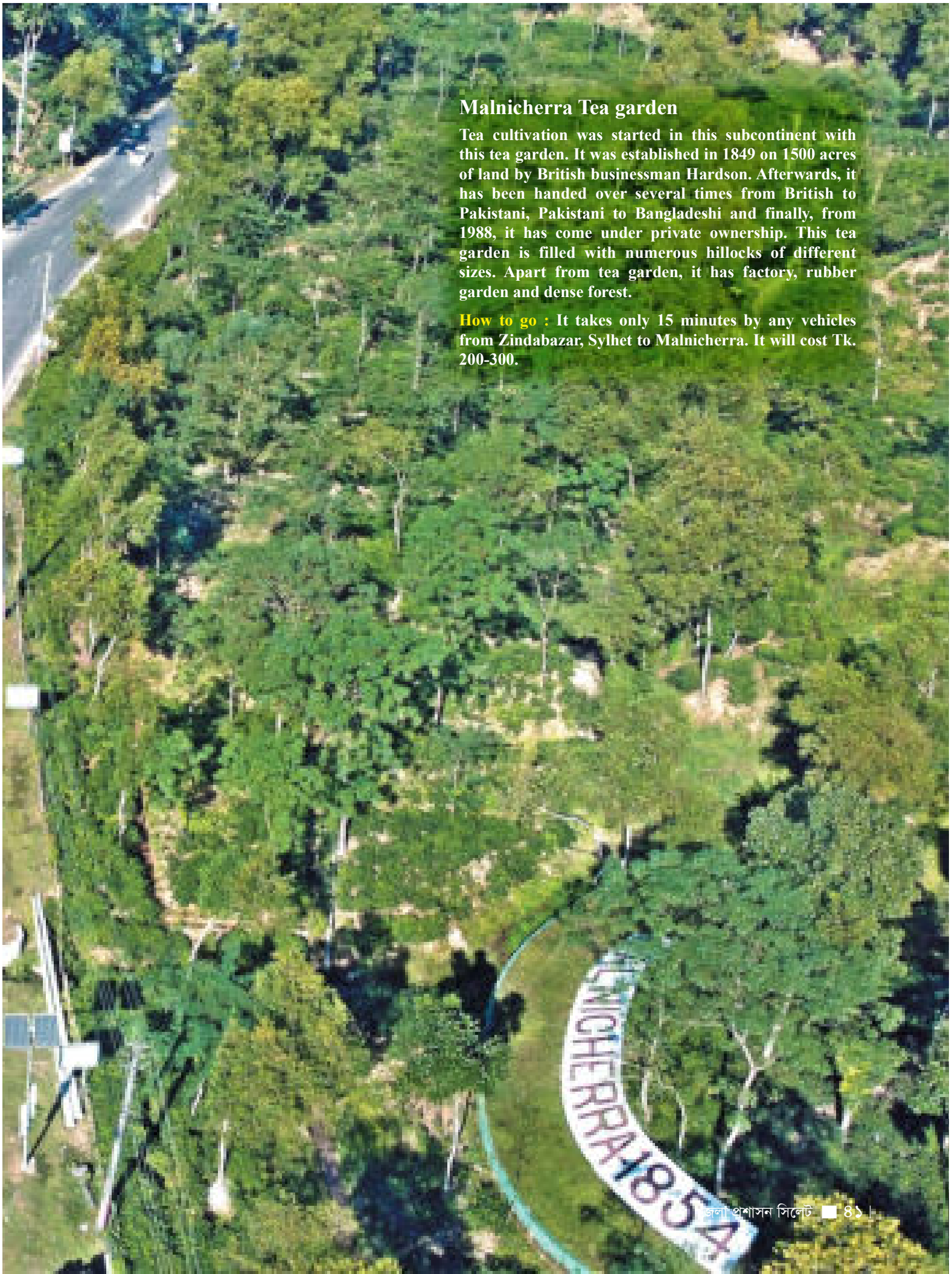

Malnicherra Tea garden

Tea cultivation was started in this subcontinent with this tea garden. It was established in 1849 on 1500 acres of land by British businessman Hardson. Afterwards, it has been handed over several times from British to Pakistani, Pakistani to Bangladeshi and finally, from 1988, it has come under private ownership. This tea garden is filled with numerous hillocks of different sizes. Apart from tea garden, it has factory, rubber garden and dense forest.

How to go : It takes only 15 minutes by any vehicles from Zindabazar, Sylhet to Malnicherra. It will cost Tk. 200-300.

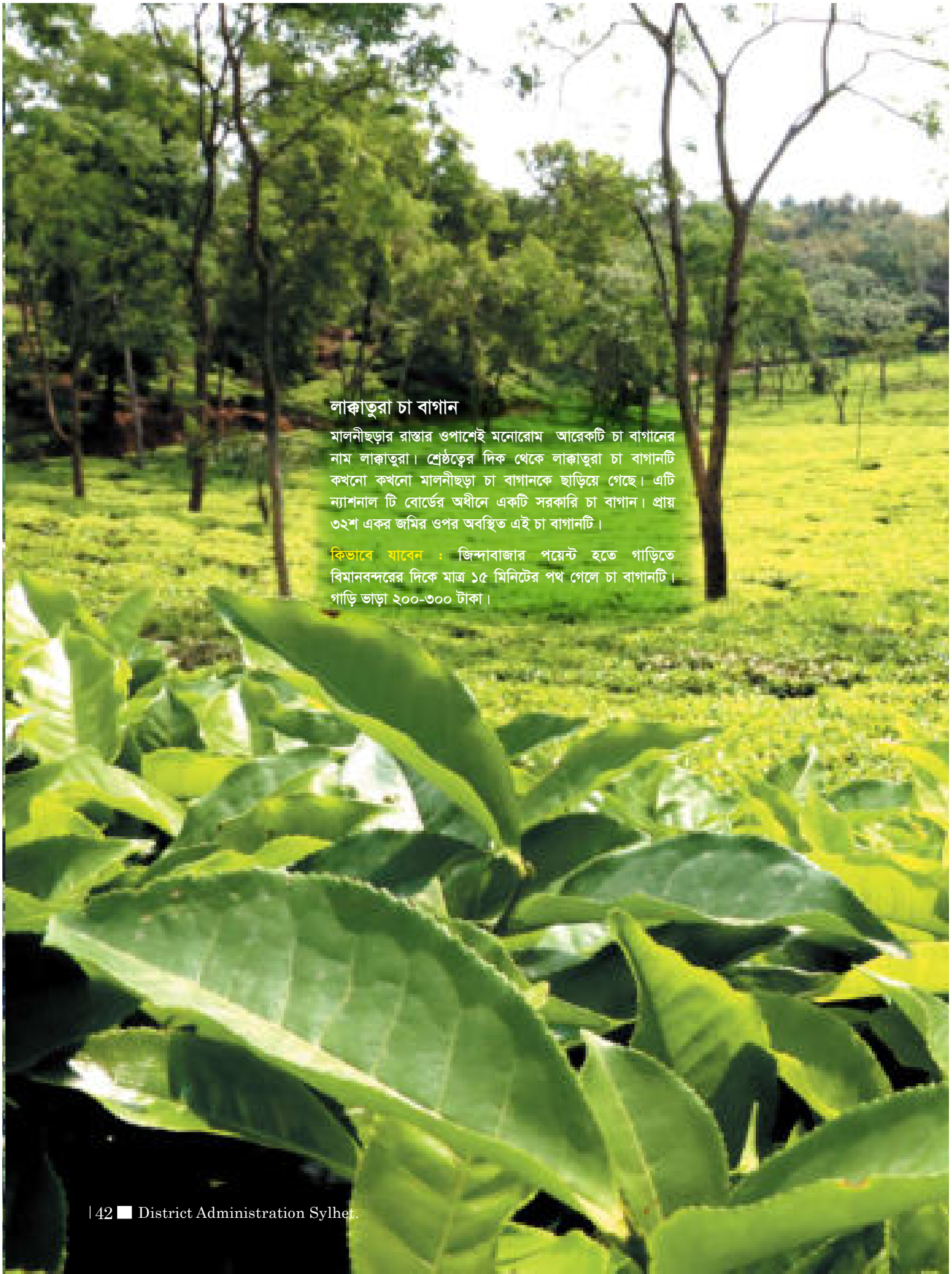

লাক্কাতুরা চা বাগান

মালনীছড়ার রাস্তার ওপাশেই মনোরোম আরেকটি চা বাগানের নাম লাক্কাতুরা। শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে লাক্কাতুরা চা বাগানটি কখনো কখনো মালনীছড়া চা বাগানকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি ন্যাশনাল টি বোর্ডের অধীনে একটি সরকারি চা বাগান। প্রায় ৩২শ একর জমির ওপর অবস্থিত এই চা বাগানটি।

কিভাবে যাবেন : জিন্দাবাজার পয়েন্ট হতে গাড়িতে বিমানবন্দরের দিকে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ গেলে চা বাগানটি। গাড়ি ভাড়া ২০০-৩০০ টাকা।

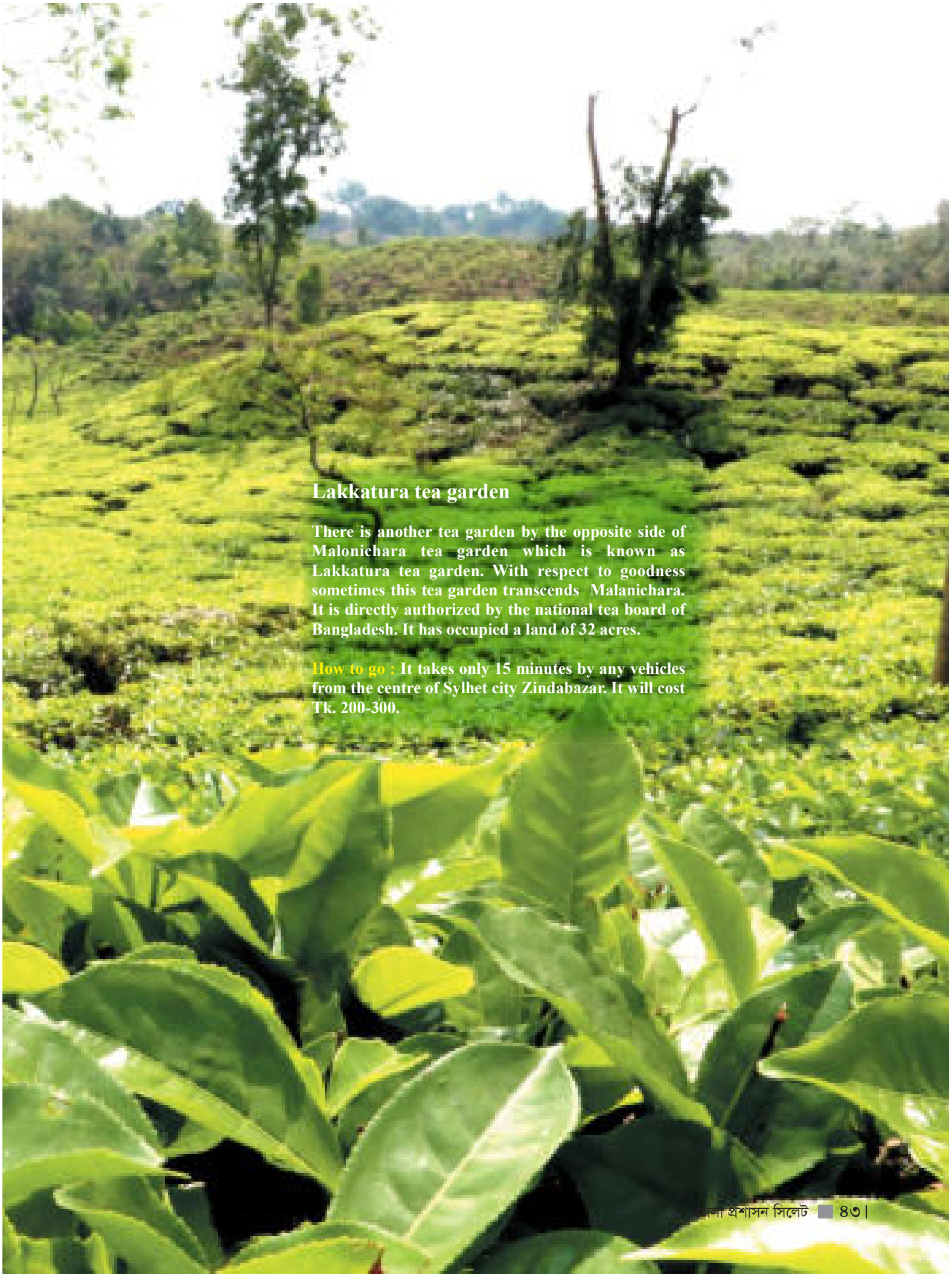

Lakkatura tea garden

There is another tea garden by the opposite side of Malonichara tea garden which is known as Lakkatura tea garden. With respect to goodness sometimes this tea garden transcends Malanichara. It is directly authorized by the national tea board of Bangladesh. It has occupied a land of 32 acres.

How to go : It takes only 15 minutes by any vehicles from the centre of Sylhet city Zindabazar. It will cost Tk. 200-300.

জৈন্তিয়া রাজবাড়ি

ভারতবর্ষের বেশিরভাগ এলাকা যখন মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল তখনও জৈন্তিয়াপুর রাজ্যে ছিল স্বতন্ত্র শাসন। শতবর্ষের ঐতিহ্য বুকে ধারন করে আজও দাড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক জৈন্তিয়া রাজবাড়ি। ১৫০০-১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ২৩ জন খাসিয়া রাজা জৈয়িন্তা শাসন করেন। একসময় সিলেট অঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকা জৈয়িন্তা রাজ্যের অধীনে ছিল।

১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চ, হ্যারি সাহেব নামক ইংরেজ চুনাপাথর ব্যবসায়ী জৈয়িন্তার রাজধানী নিজপাট শহরে এসে রাজা রাজেন্দ্র সিংহকে কূট-কৌশলে বিনাযুদ্ধে বন্দি করেন। জৈন্তিয়া রাজ্যের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। সেসময় বহু মূল্যবান সম্পদ লুট করে নিয়ে যায় ইংরেজেরা। তবে, রাজবাড়ি, জৈন্তিয়া রাজ্যের নানান স্থাপনা, মেঘাতিলক, কালা পাথর ও বিজয় সিংহ মহারাজার স্মৃতি মন্দিরসহ রাজ্যের পুরাতন নিদর্শনগুলো এখনও আছে।

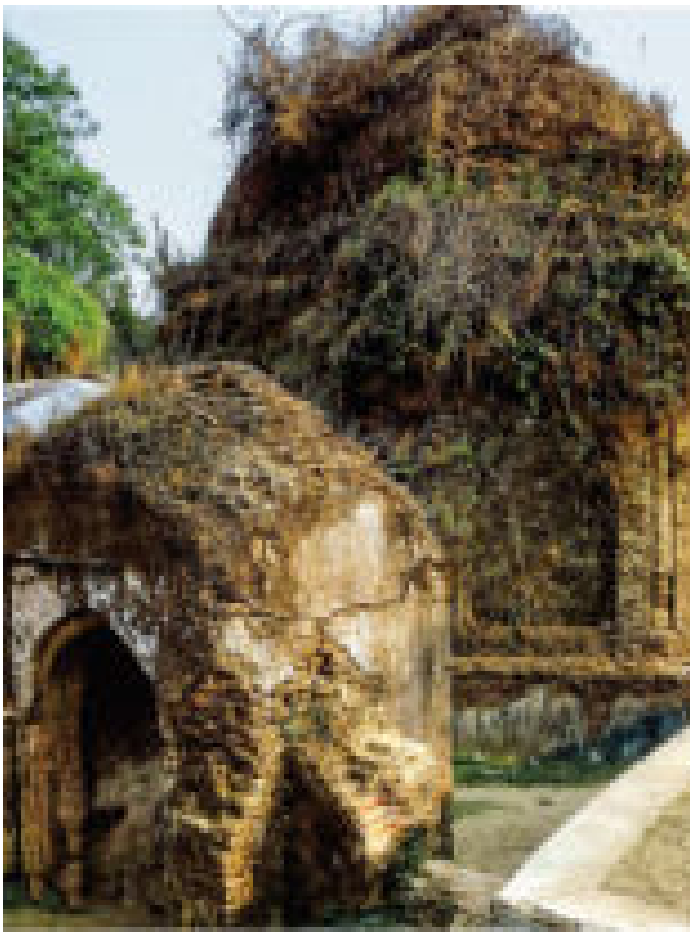

Jaintia Rajbari

When maximum areas of Indian subcontinent were under Mughal Empire, still then Jainta Kingdom had independent regime. Keeping the tradition of 100 years on its surface, still today historical Jaintia Rajbari exists. 23 Khasia king ruled Jaintia from 1500 to 1835. Once, maximum areas of Sylhet region were under Jaintia Kingdom.

On 16 March, 1835, Mr. Harry, British limestone businessman coming to Janitia capital- Nijpat city, imprisoned Raja Rajendra Singh in a diplomatic policy without any war. The sun of freedom was set out. At that time the British left looting many valuable assets. But still there are Rajbari, many installations of Jaintia Kingdom, Megathilak, Black stones and temple memorium of Bijoy Singh Moharaja including ancient patterns.

মণিপুরী রাজবাড়ি

সিলেটের মির্জাজাঙ্গালে অবস্থিত মণিপুরী রাজবাড়ি প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নির্দশন। রাজবাড়ির নির্মাণ শৈলী এ অঞ্চলের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাজা গম্ভীর সিংয়ের স্মৃতিধন্য এই বাড়িটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্বকীয়তা হারালেও আকর্ষণ হারায়নি। বাড়ির প্রধান ফটক, সীমানা দেয়াল, মনোহর কারুকাজের সিড়ি ও বালাখানার ধ্বংসাবশেষ বর্তমান মনীপুরী রাজবাড়ির স্মৃতিসম্বল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই রাজবাড়িটি তৈরি হয়। ১৮১৯-১৮২৬ সাল মণিপুরীদের কালো অধ্যায়। ১৮২২ সালে মণিপুরী রাজ্যের সাথে বার্মার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। যুদ্ধের পর তৎকালীন বৃটিশ উপনিবেশ শাসকদের আশ্রয়ে সিলেটেই তারা বসতি স্থাপন করেন।

Manipuri Rajbari

Manipuri Rajbari is one of the most ancient architectures situated in Mirzazangal, Sylhet. Rajbari's architectural design of construction is a part and parcel of this area's culture. Though the reminiscent house of Raja Gambhir Singh has lost it's singularity due to natural disaster and preservation, the attraction has not been lost yet. Main gate of the house, boundary wall, stairs of architectural design, old relics of house are present assets of memory. This house was established in 19th century. 1819-1826 was the black chapter of Manipuri communities. In 1822, a war between Manipuri kingdom and Myanmar was held. One third of the population died in the war. After the war, with the shelter of the then British colonial ruler, they set up their settlement in Sylhet.

নাগরী লিপি

সিলেটের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম দলিল নাগরী লিপি। গবেষক ও ভাষা বিজ্ঞানীদের কাছে এটি রীতিমতো বিস্ময়। এটি সিলেট অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। নাগরীর অক্ষর মাত্র ৩২টি। যুক্ত বর্ণ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। নাগরীতে রচিত পুঁথি পুস্তকের বিষয়বস্তু প্রধানত নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইসলামী ইতিহাস, ঐতিহ্য, কাহিনী এবং রাগ, বাউল ও মরমী সঙ্গীত। এই পর্যন্ত নাগরী হরফে মুদ্রিত ৮৮টি গ্রন্থসহ ১৪০টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

নাগরী সাহিত্যে ছাদেক আলী সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। তাছাড়া মুন্সী ইরপান আলী, দৈখুরা মুন্সী, আব্দুল ওহাব চৌধুরী, আমান উল্যা, ওয়াজি উল্যা, শাহ হরমুজ আলী, হাজী ইয়াছিনসহ ৫৬ জন লেখকের পরিচিতি পাওয়া গেছে। গোলাম হুসনের লিখিত 'তালিব হুসন'কে নাগরীলিপিতে রচিত প্রথম গ্রন্থ ধরা হয়।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, চতুর্দশ শতাব্দীকে নাগরী লিপির প্রচলন কাল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে মোঘলদের হাতে বিতারিত হয়ে সিলেটে আসা আফগান পাঠানদের হাতে এর সৃষ্টি।

বৃহত্তর সিলেট, কাছাড়, করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় নাগরী লিপি ও সাহিত্যের প্রচার ও সমাদর ছিল। এখন নাগরীর চর্চা কম হলেও তা একেবারে হারিয়ে যায়নি

Nagri Script

Nagri script is one of the most attractive documents of Sylhet's cultural tradition. It is generally a surprise for researchers and language scientists. It is a special own property of Sylhet region. Nagri has got 32 alphabets. Compound alphabets are no generally used.

The subject-matter of books written in Nagri are mainly Namaz, Fasting, Hajj, Zakat, Islamic History, Tradition, Story and anger, Baul and Mystic music. Till now 88 books including 140 books printed in Nagri are obtained. Sadek Ali is the most popular poet in Nagri literature. Besides, 56 writers including Munshi Irpan Ali, Dhaikhura Munshi, Abdul Wahab Chowdhury, Aman Ullah, Wazi Ullah, Shah Hormuj Ali, Haji Yasin Ali are famous and 'Talib Hussain' written in Nagri by Gulam Hussain is considered the first book.

Dr. Suniti Kumar Chattrapadhyay assumes, 14th century is called the commencing time for Nagri Script. Nagri script and literature were extended and appreciated in greater Sylhet, Kasar, Karimgonj, Mymensing and Kishoregonj area.

মণিপুরী শাড়ি

সিলেটের মণিপুরী সম্প্রদায়ের এক ঐতিহ্যের নাম 'মণিপুরী শাড়ি'। শাড়ির রঙ ও নকশাই বলে দেবে এটি মণিপুরী শাড়ি। এ শাড়ির মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিটি শাড়ির পাড়ে, জমিনে, আঁচলে থাকবে মাইরাংগ (টেম্পল) বা মন্দিরের প্রতিকৃতি। মণিপুরী শাড়ি বরাবরই তৈরি হয় উজ্জ্বল রঙের সুতায়। সিলেটের আম্বরখানা, শিবগঞ্জের মণিপুরী পাড়া, কুশিঘাট, লামাবাজার, খাদিমপাড়া, বাগবাড়ি, মির্জাজাঙ্গাল, কোম্পানিগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট এলাকায় তৈরি হয় এই শাড়ি।

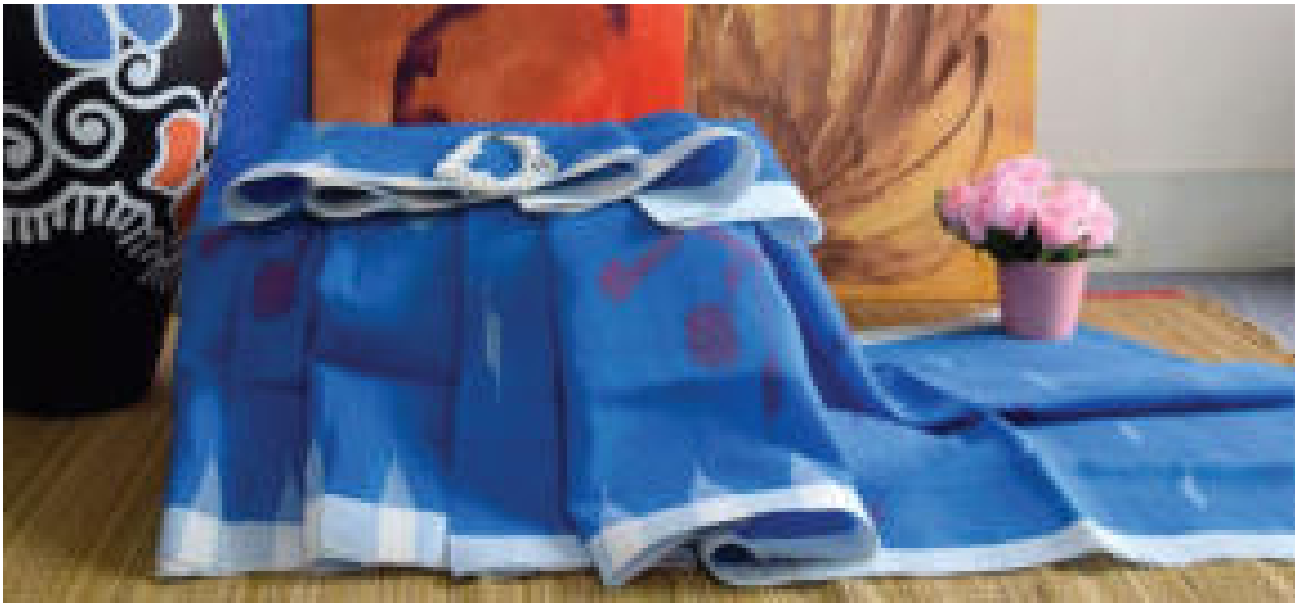

Manipuri Sharee

Monipuri Sharee is a traditional work of Sylhet Monipuri Communities. No need to describe, the color and design says it is Monipuri Sharee. The main feature of this sharee is its weaving and texture. The design of Mairang or tample is common in fringe of a Monipuri Sharee. It is colorful and cheery apparel that captures the essence of beauty and allure of a woman. This Sharee produce in Ambarkhana, Khushighat, Lamabazar, Khadimpara, Bagbari, Mirzazangal, Companyganj and Gowainghat.

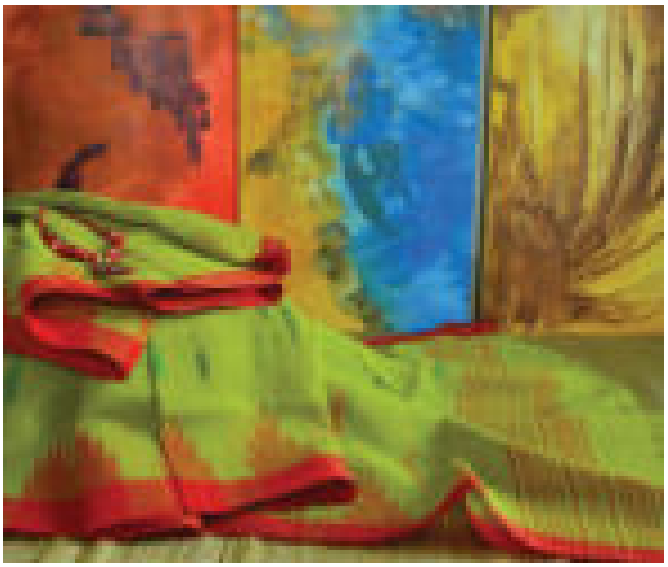

সিলেটের ঐতিহ্য 'বেত শিল্প'

ঐতিহ্যবাহী বেতশিল্পের জন্য বিখ্যাত সিলেটের ঘাসিটুলার 'বেতপল্লী'। দেশের বেতের তৈরি আসবাবপত্রের সিংহভাগই যোগান দেয় সিলেটের বেত শিল্প। এই বেতপল্লীতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বেতপণ্য তৈরি করে। প্রচলিত আছে, বেত শিল্পকে বাঁচাতে ঘাসিটুলার ছেলেমেয়েদেরকে অন্য গ্রামে বিয়ে দেওয়া হতো না। সিলেটের বনাঞ্চলে খুব ভালো মানের বেত উৎপাদিত হওয়ায় বেত শিল্পের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সিলেটে ১৮৮৫ সালে প্রথম বেত দিয়ে আসবাবপত্র বানানো শুরু হয়। এখন সিলেটে প্রায় ৫০ প্রকারের বেত জাতীয় পণ্য তৈরি হয়।

Cane Art A Tradition of Sylhet

Ghashitula's "Cane region" of Sylhet is famous for traditional cane art. Cane furniture of country's major part is supplied from Sylhet. About five thousand people knit cane product in this cane region. In common, Ghashitula's boys and girls would have not got married in another village in order save cane art. Due to the production of very good quality based cane in jungles of Sylhet, the possibility of cane art is bright. In 1885, at first furniture made of cane was started in Sylhet. Now in Sylhet about 50 types of cane products are manufactured.

সম্রাট আওরঙ্গজেব থেকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতিতে 'শীতলপাটি'

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী রুপালি বেতের বোনা শীতল পাটি উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন মুর্শিদ কুলি খাঁ। ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়ার রাজদরবারেও পৌঁছেছিল এই পাটি। সিলেটের শীতলপাটির আভিজাত্যের মুকুটে আরেকটি পালক গুঁজে দিল জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো)। সুক্ষ্ম বুনন আর দৃষ্টিনন্দন নকশার কারণে শীতলপাটিকে ইউনেস্কো নির্বস্তক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-২০১৭ (দ্য ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউমানিটি) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শীতলপাটির জন্য বিখ্যাত সিলেটের বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, ওসমানীনগর, গোয়াইনঘাট। মূলত 'মূর্তা বেত' দিয়ে তৈরি করা হয় শীতল পাটি। কারু কাজভেদে শীতলপাটির রয়েছে আকর্ষণীয় নাম, যেমন-পয়সা, সিকি, শাপলা, সোনামুড়ি, টিক্কা, লালগালিচা, আধুলি, মিহি, নয়নতারা ইত্যাদি।

'Shitalpati' (Cool Plate)
Acknowledged by UNESCO from The Emperor Aurangzeb

Murshid Quli Khan sent the traditional silver cane knitted Shitalpati of Sylhet as a gift to Mughal Emperor Aurangzeb. This pati also reached to the British Queen of Victoria. Sylhet's Shitalpati crowned by nobility is another feather in the United Nations, Education, Science and Culture Organization (UNESCO). Due to the fine knitting and eye-catching design, UNESCO recognized "Shitalpati" as The intangible Cultural Heritage of Humanity-2017.

Balaganj, Bishwanath,Osmaninagar and Gowainghat of Sylhet are famous for "ShitalPati". Actually, Shitalpati is made of Statue rattan. According to design, Shitalpati has got different interesting names like, Poisha, Shapla, Sunamuri, Tikka, Lalgalicha, Aduli, Mihi, Nayantara etc.

সিলেটের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

সিলেটের পাহাড় ও সমতলের অরণ্যকে উপজীব্য করে এখানকার জল-কাদার সঙ্গে একাত্ম হয়ে বংশ পরম্পরায় বাস করছে সিলেটের আদিবাসী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জনগোষ্ঠী।

The Ethnic Groups of Sylhet

Indigenous people and minor ethnic groups of Sylhet in lineage in the plain forests and hilly lands of Sylhet.

খাসিয়া

সিলেটের জাফলং এলাকায় বাস করে খাসিয়ারা। কমলা, তেজপাতা জুম চাষ, পান চাষ তাদের প্রধান পেশা। এরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী।

মণিপুরী

মণিপুরী সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বাস করে সিলেট সদরে। এই আদিবাসীর প্রধান পেশা কৃষি কাজ, তাঁত। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানা মণিপুরীদের সর্ববৃহৎ আবাসভূমি হলো অনেক মণিপুরীর বাস সিলেটেও আছে। মণিপুরী নাচ সিলেটের ঐতিহ্য।

পাত্র

সিলেট জেলার সদর, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জে পাত্র সম্প্রদায়ের বসবাস। তাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ, আবার কেউ কেউ কাঠ কয়লা বিক্রি করে থাকে। পাত্ররা সনাতন ধর্মাবলম্বী। সিলেটের প্রকৃত ভূমিসন্তান পাত্র সম্প্রদায়।

ওঁরাও

সিলেটের শমসেরনগর, জাফলং, চাঁদবাগ, শিলুয়া এবং হোসনাবাদে অল্প কিছু পরিবার ওঁরাও বাস করে। এরা সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতা ধরমেশ। হাড়িয়া তাদের প্রিয় পানীয়।

মুন্ডা

সিলেটের মুন্ডারা আলীনগর, শমসেরনগর, নারায়ণছড়া সহ বেশ কিছু গ্রামে বাস করে। সিলেটে এদের সংখ্যা কয়েক হাজার। মুন্ডাদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ। তারা পরজন্মে বিশ্বাসী এবং পূর্বপুরুদের আত্মাকে পূজা করে। মুন্ডাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব সহরাই।

The Khasia

The Khasia is one of the major matrilineal tribes in Bangladesh. Growing bananas, pineapples, oranges, cassia leaf, shifting cultivation and betel leaf cultivation are the main professions of Khasias. Most of the Khasias are Christians.

The Manipuri

The Manipuries are one of the major ethnic communities of Bangladesh. They live in Sylhet. The main occupation of the indigenous people is agriculture and weaving. Manipuri dance is one of the cultural heritages of Sylhet.

The Patra

The Patra community lives in Sylhet Sadar, Gowainghat, Jaintiapur and Companiganj of Sylhet district. Farming is their main occupation but some other Patras sell charcoal. The Patras are the followers of Hinduism. Patras are the real land children of Sylhet.

The Oraons

Some Oraon families also live in Samshernagar, Jaflong, Chandbagh, Shilua and Husnabad areas of Sylhet. They worship different natural objects like sun and moon. "Harai" is their favourite drink.

The Munda

Munda families of Sylhet live in some villages including Alinagar, Shamshernagar, Narayanchora of Sylhet Division. Several thousands of Mundas are living in Sylhet. Farming is the main occupation of Mundas. They believe on rebirth and they worship their ancestors' departed souls. "Shaharai" is the main religious festival of Mundas.

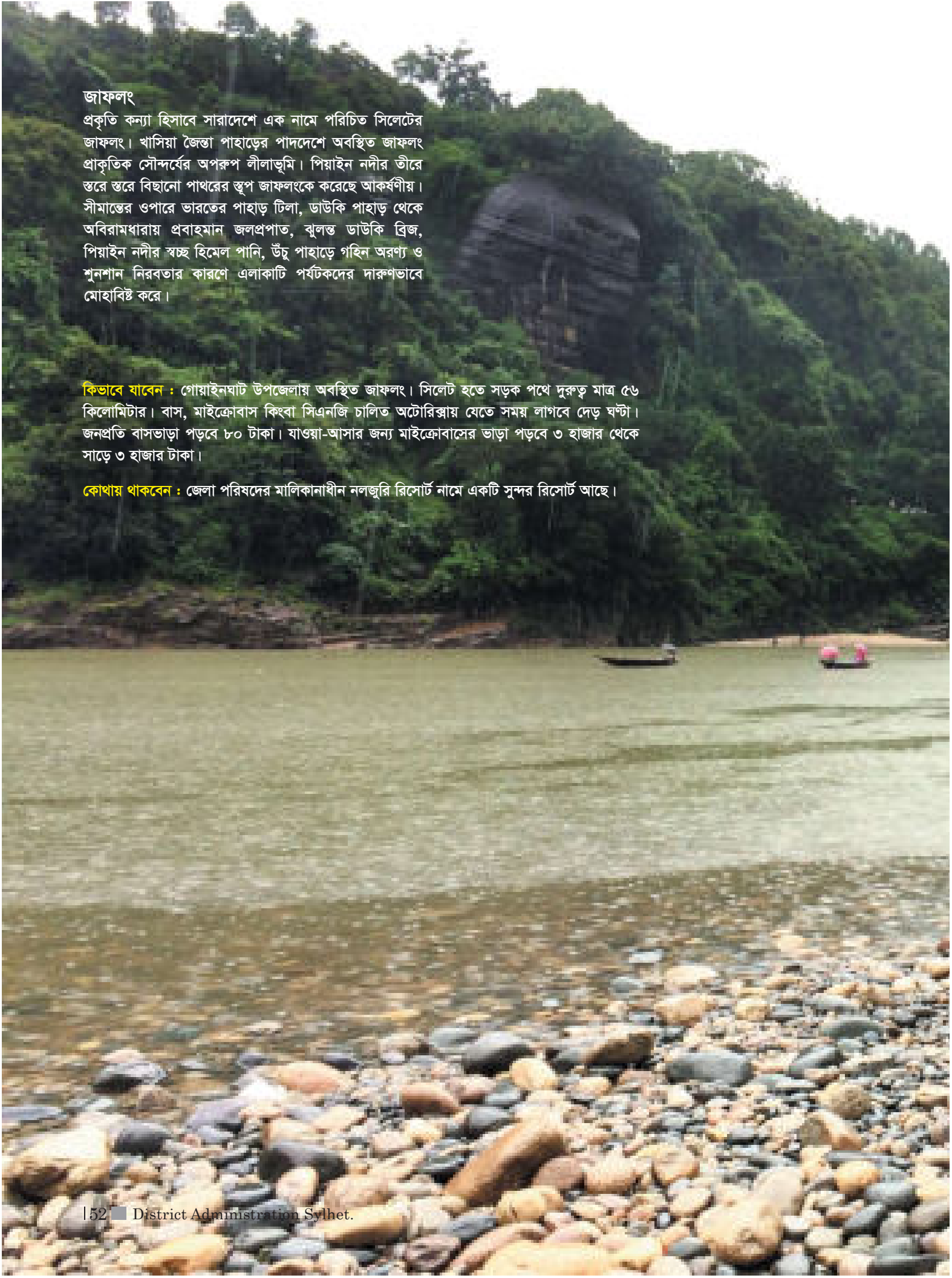

জাফলং

প্রকৃতি কন্যা হিসাবে সারাদেশে এক নামে পরিচিত সিলেটের জাফলং। খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত জাফলং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরুপ লীলাভূমি। পিয়াইন নদীর তীরে স্তরে স্তরে বিছানো পাথরের স্তূপ জাফলংকে করেছে আকর্ষণীয়। সীমান্তের ওপারে ভারতের পাহাড় টিলা, ডাউকি পাহাড় থেকে অবিরামধারায় প্রবাহমান জলপ্রপাত, ঝুলন্ত ডাউকি ব্রিজ, পিয়াইন নদীর স্বচ্ছ হিমেল পানি, উঁচু পাহাড়ে গহিন অরণ্য ও শুনশান নিরবতার কারণে এলাকাটি পর্যটকদের দারুণভাবে মোহাবিষ্ট করে।

কিভাবে যাবেন : গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত জাফলং। সিলেট হতে সড়ক পথে দুরুত্ব মাত্র ৫৬ কিলোমিটার। বাস, মাইক্রোবাস কিংবা সিএনজি চালিত অটোরিক্সায় যেতে সময় লাগবে দেড় ঘণ্টা। জনপ্রতি বাসভাড়া পড়বে ৮০ টাকা। যাওয়া-আসার জন্য মাইক্রোবাসের ভাড়া পড়বে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।

কোথায় থাকবেন : জেলা পরিষদের মালিকানাধীন নলজুরি রিসোর্ট নামে একটি সুন্দর রিসোর্ট আছে।

Jaflong

Jaflong is well-known as a darling child of nature which is situated at Sylhet. It is situated at the foot of Khasia-Jaintia hill which has a sigificant natural beauty. The heap of stones adorned in the bank of Piyain river added much attraction to Jallong The tourists are attracted to Jaflong because of hill tracks of India, incessant waterfall from Dawki hill, hanging bridge of Dawki, clear and cold water of Piyain riven dense forest in high hill and pin drop silence.

How to go : Jaflong is situated at Gowainghat Upazila of Sylhet. It is 56 km away from Sylhet city. It will take 1.5 hour by Micro-bus or CNG auto-rickshaw to reach Jaflong. About 80 Tk will be needed per head as fare by bus. About 3000-4000 taka will cost to go and return by Micro-bus.

Where to Stay : There is a beautiful Govt. resort owned by Zila Parishad named as Noljuri Resort.

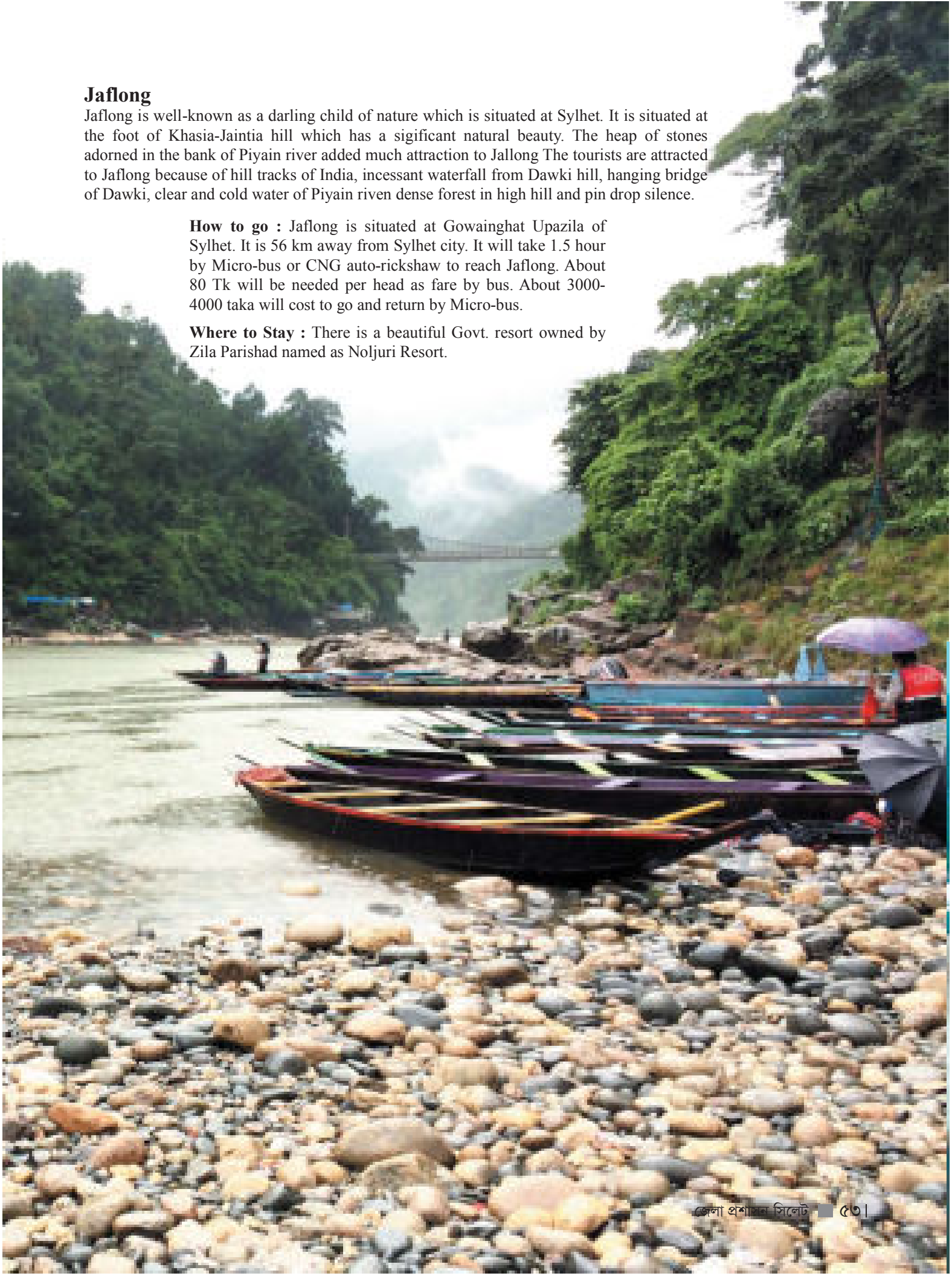

জাফলং
Jaflong

জাফলং
Jaflong

জাফলং
Jaflong

জাফলং
Jaflong

খাসিয়াপুঞ্জি

জাফলংয়ের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে খাসিয়াপুঞ্জি। ডাউকি বা জাফলং নদীর কিনারা বেয়ে একটু হাঁটলেই পাহাড়ের গায়ে দেখা যাবে ছোট ছোট ঘরবাড়ি। খাসিয়াদের এই এলাকা খাসিয়াপুঞ্জি নামে পরিচিত। খাসিয়াদের গ্রামকে বলা হয় পুঞ্জি। খাসিয়া প্রধানকে বলা হয় পুঞ্জিপ্রধান। মাতৃতান্ত্রিক খাসিয়া আদিবাসীরা এখানে বসবাস করছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে। খাসিয়াদের ঘরবাড়িও তৈরি করা হয়েছে সনাতন পদ্ধতিতে। তিন চার ফুট উঁচুতে বাঁশের মাচা দিয়ে তৈরি এসব বাড়ি। এখানে জীবিকার অন্যতম মাধ্যম পানচাষ। অনেকে আবার সুপারির চাষও করে। পানের বরজ ছাড়াও খাসিয়াপুঞ্জিতে আছে কমলাবাগান।

কিভাবে যাবেন : জাফলং নদীর পাশেই খাসিয়া পুঞ্জি। তাই জাফলং গেলেই ঘুরে আসা যাবে খাসিয়া পুঞ্জিতে।

Khasia Punji

Khasia Punji has enhanced the beauty of Jaflong significantly. Huts and cottages of the village will be visible just a few steps from the bank of river Dawki or Jaflong. This region is known as Khasiapunji. The village of Khasia is known as "Punji". The chief of Khasia is known as "Punji Prodhan". Matrilineal Khasia community have been living here for centuries. Their houses are also made following ancient ways. They make bamboo scaffolding three to four feet above the ground. They cultivate betel leaf as well as betel nut for their livelihood. Besides betel leaf, they also cultivate oranges.

How to go: Khasia Punji is near to Jaflong. So, one can go to Khasia Punji when he visit Jaflong.

তামাবিল স্থলবন্দর

সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা তামাবিল। সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। জাফলং যাওয়ার পথে পড়বে তামাবিল। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এখান থেকে সরাসরি ভারতের পাহাড়-পর্বত, ঝরনা আর জলপ্রপাত দেখা যায়। তামাবিলের ওপারে ভারতের মেঘালয় রাজ্য। ভারত থেকে বাংলাদেশে কয়লা আসে এই স্থলবন্দর দিয়ে।

কিভাবে যাবেন : সিলেট শহরের কদমতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে জাফলং এর বাসে করে যেতে হবে।

Tamabil Landport

Tamabil is located at Bangladesh-India border area of Gowainghat Upazila of Sylhet district. It is 62km away from Sylhet city in its north-eastern part. Tamabil landport is in Sylhet-Jaflong road on the way to Jaflong. As it is a border area, Indian hills, mountains, fountains and waterfalls are seen from here. Indias's Meghalaya is situated on the other side of Tamabil. Coal is imported from India to Bangladesh through this landport.

How to go : One can go there from Kadamtoli bus stand of Sylhet city by bus.

মায়াবী ঝরনা

জাফলংয়ের জিরো পয়েন্ট থেকেই দেখা যায় সংগ্রামপুঞ্জি ঝরনা। এটি কয়েক ধাপ বিশিষ্ট পাথুরে ঝরনা। ধাপ দেওয়া এরকম ঝরনা বাংলাদেশে তেমন একটা নেই। যদিও এটি ভারতের সীমান্তে, তবে বিএসএফের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশীরা এ ঝরনার চূড়া পর্যন্ত উঠতে পারে। এই ঝরনাকে সংগ্রামপুঞ্জি বা সেনগ্রামপুঞ্জি ঝরনা বা মায়াবী ঝরনা নানা নামেই ডাকা হয়। এর খানিক দূরেই রয়েছে মেঘালয় পাহাড়। জিরো পয়েন্ট থেকে তপ্ত বালু হেঁটে পার হয়ে যেতে হবে এই ঝরনায়।

কিভাবে যাবেন : সড়কপথে সিলেট সদর থেকে জাফলং-এর দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। জাফলংগামী বাস ছাড়ে নগরীর শিবগঞ্জ থেকে। এক ঘন্টা পর পর বাস পাওয়া যায়। জাফলং জিরো পয়েন্টে অবস্থিত পিয়াইন নদী নৌকায় করে পাড়ি দিয়ে যেতে হয় সংগ্রামপুঞ্জিতে। সেখান থেকে ১০/১৫ মিনিট হাঁটলেই পাওয়া যাবে সংগ্রামপুঞ্জি জলপ্রপাত। রিজার্ভ যাওয়া-আসার জন্য মাইক্রোবাসের ভাড়া পড়বে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা।

Mayabi Fountain

A multi-step stony fount named Songrampunji fount can be seen from Jaflong Zero point. There are hardly any multi-step fountains in Bangladesh likewise. It is located at Indian territory. Despite this, Bangladeshi people can ride on the apex of this fountain by taking permission from BSF. It is called in different names like Songrampunji or Sengram punji or Mayabi fountain. Meghalaya hill is located very close to it. One can go there on foot crossing the heated sand from zero point.

How to go : Jaflong is 56 km far away from Sylhet. Busses are available in every one hour interval from Shibganj, Sylhet. After reaching Jaflong zero point, one has to cross Piyan river by boat. From there it will take 10 minutes to go towards Songrampunji waterfall by walk. If one reserves a micro bus for up and down, it will cost near about Tk. 3000-3500.

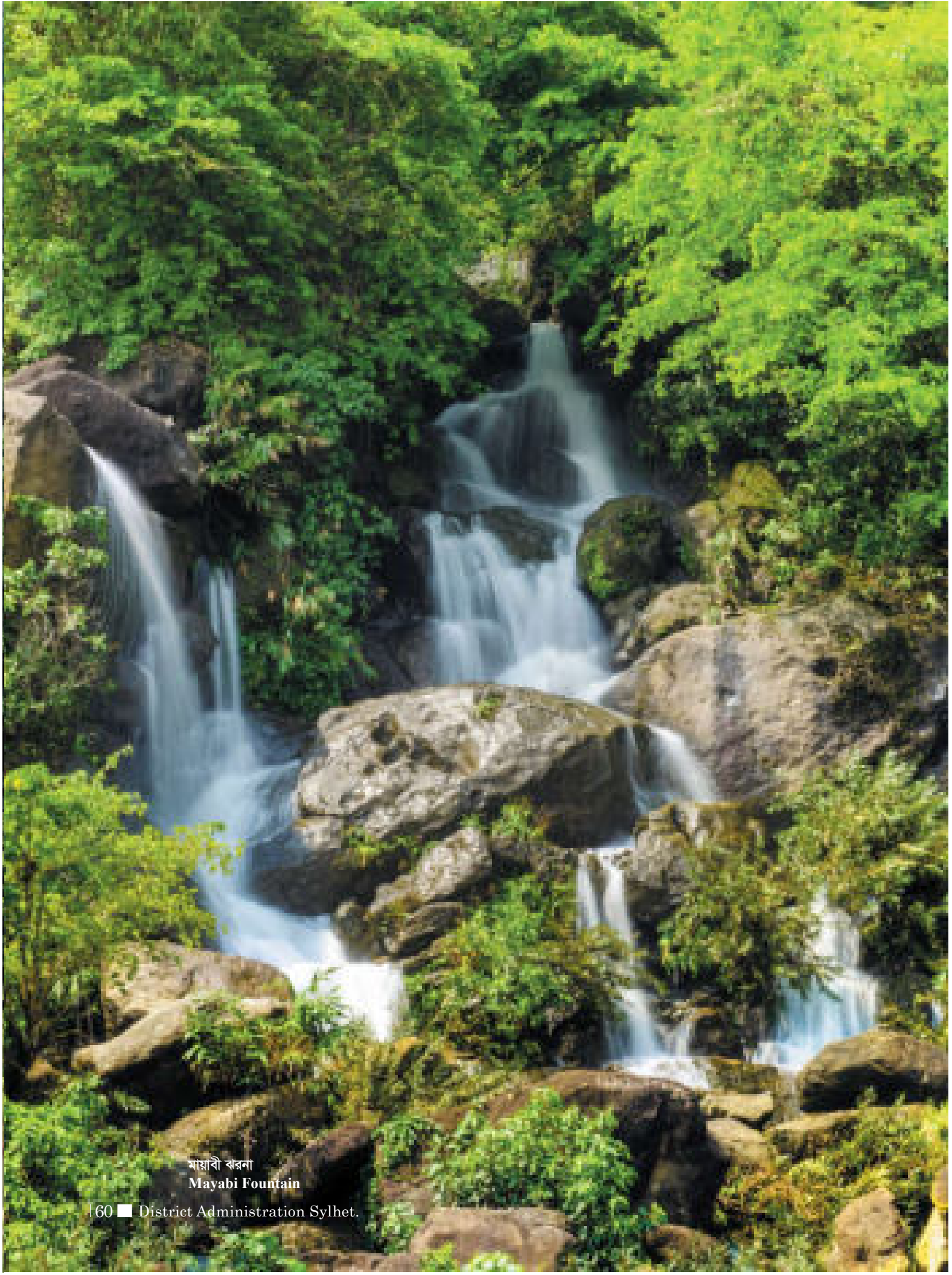

মায়াবী ঝরনা
Mayabi Fountain

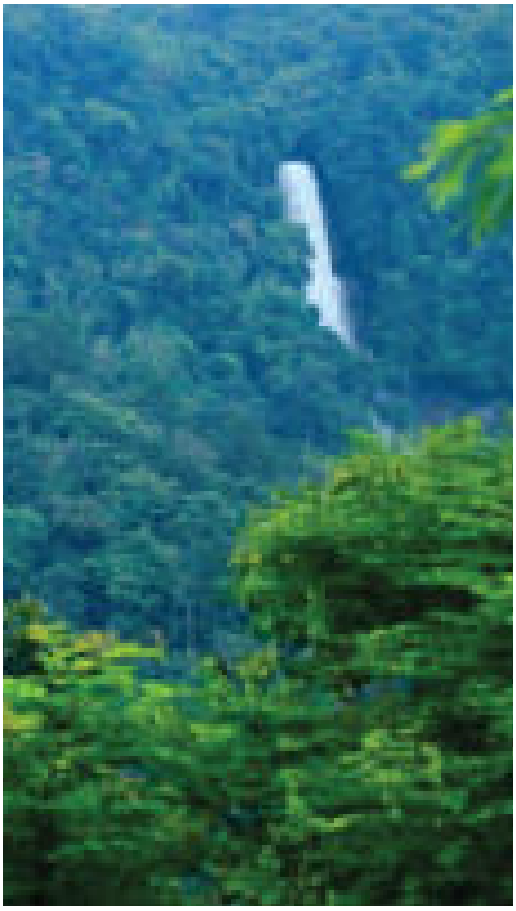

নলজুড়ি ঝরনা

জাফলংয়ে পৌঁছার পাঁচ কিলোমিটার পূর্বেই পড়বে নলজুড়ি। এ জায়গা থেকেই উপভোগ করা যায় ভারতের মেঘালয়ের পাহাড়ি ঝরনা আর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। পাহাড়ের সৌন্দর্য আর নির্জনতা উপভোগ করতে চাইলে নলজুড়ি ডাকবাংলোয় রাত্রিযাপনের তুলনা নেই। নলজুড়ির জেলা পরিষদের ডাকবাংলো থেকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি ঝরনা অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়।

কিভাবে যাবেন : এটি গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। জাফলংগামী বাসে উঠে পৌঁছে যাওয়া যাবে নলজুড়িতে। নলজুড়িতে সরকারি রেস্ট হাউস আছে। ভাড়া ৫০০-১৫০০ টাকা।

Noljuri Waterfall

Noljuri waterfall is just five kilometer away from Jaflong. From there one can enjoy the beauty of fountains and natural beauty of Meghalaya hill. There is no other alternative of passing a night in Noljuri rest house to enjoy the beauty of nature. From this rest house, the fountains of Meghalaya hill are clearly visible.

How to go : It is located at Gowainghat Upazila. One can reach Noljuri by public transport on Jaflong road. There is a Govt. rest house which will cost Tk. 500-1000 for per night staying.

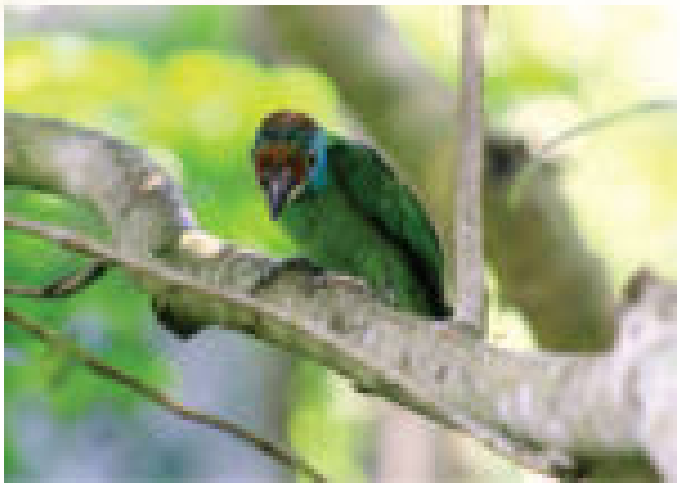

টিলাগড় ইকোপার্ক

দেশের তৃতীয় ইকোপার্ক সিলেটের টিলাগড় ইকোপার্ক। এই ইকোপার্কটির চারিদিকে রয়েছে গাছ-গাছালি ও পাখির কলকাকলি। ছোট-বড় টিলার ফাঁক দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছড়া। ছড়ার ছল ছল শব্দের সাথে রয়েছে শিয়াল, বানর, খরগোশ, বনমোরগ, হনুমান আর ময়না, টিয়া, ঘুঘু, হরিডাস, সাত ভাই চম্পা পাখির কলকাকলি। আছে নানান জাতের গাছ।

২০০৬ সালে টিলাগড় রিজার্ভ ফরেস্টের ১১২ একর জায়গা জুড়ে এই ইকো পার্ক গঠন করা হয়। পার্কটি প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং জায়গাটি বন বিভাগের অধীনে।

কিভাবে যাবেন : সিলেট থেকে সিএনজি বা অটোরিক্সাযোগে সহজে যাওয়া যায় টিলাগড় ইকোপার্কে।

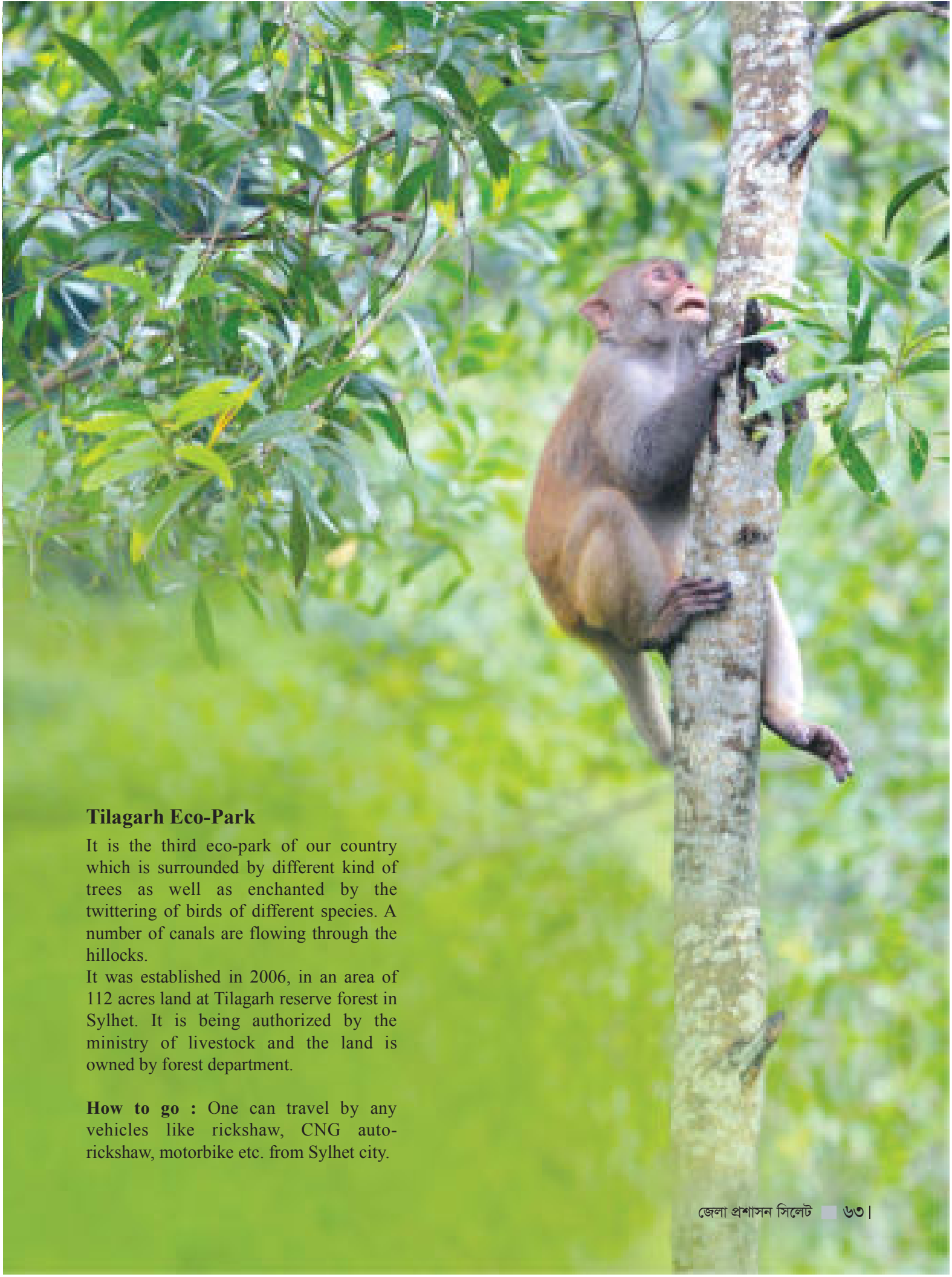

Tilagarh Eco-Park

It is the third eco-park of our country which is surrounded by different kind of trees as well as enchanted by the twittering of birds of different species. A number of canals are flowing through the hillocks.

It was established in 2006, in an area of 112 acres land at Tilagarh reserve forest in Sylhet. It is being authorized by the ministry of livestock and the land is owned by forest department.

How to go : One can travel by any vehicles like rickshaw, CNG auto-rickshaw, motorbike etc. from Sylhet city.

খাদিম নগর জাতীয় উদ্যান

এটি গোয়াইনঘাট উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। ২০০৬ সালে খাদিমনগরকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ৬টি চা বাগানে পরিবেষ্টিত উঁচু-নিচু পাহাড়ি এলাকা বিশিষ্ট খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানের আয়তন ১ হাজার ৬৭৬ দশমিক ৭৩ একর। জীববৈচিত্র্যে ভরপুর খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানে প্রায় ২১৭ প্রজাতির গাছ এবং ৮৩ প্রজাতির প্রাণি রয়েছে।

কিভাবে যাবেন : সিলেট থেকে জাফলংয়ে যাওয়ার যে কোন বাসে যাওয়া যায়। সিএনজি চালিত অটোরিক্সা ভাড়া করেও যাওয়া যায়।

National Parkland of Khadimnagar

It is located at Fatehpur Union of Gowainghat Upazila. It has been announced as the National Parkland in 2006. Surrounded by 6 tea gardens with hilly tracks, it has an area of 1676.73 acres. About 217 species of different trees and 83 kinds of animals are available in this forest.

How to go : One can take bus to Khadimnagar which is on the way to Jaflong from Sylhet city. Moreover, you can hire a CNG driven auto-rikshaw to reach there.

খাদিম নগর দড়ি পথ
Khadim Nagar Rope Way

অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পার্ক

অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ড পার্কটি সিলেট শহর থেকে অদূরে এয়ারপোর্ট রোডে অবস্থিত। এখানে ২৫টি ভিন্ন রাইড রয়েছে। ১৩ একর জমির উপর স্থাপিত এই পার্কটি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সিলেট শহর থেকে সিএনজি চালিত অটো রিকশায় করে এই পার্কে যাওয়া যাবে। ভাড়া পড়বে ১৫০-২০০ টাকা।

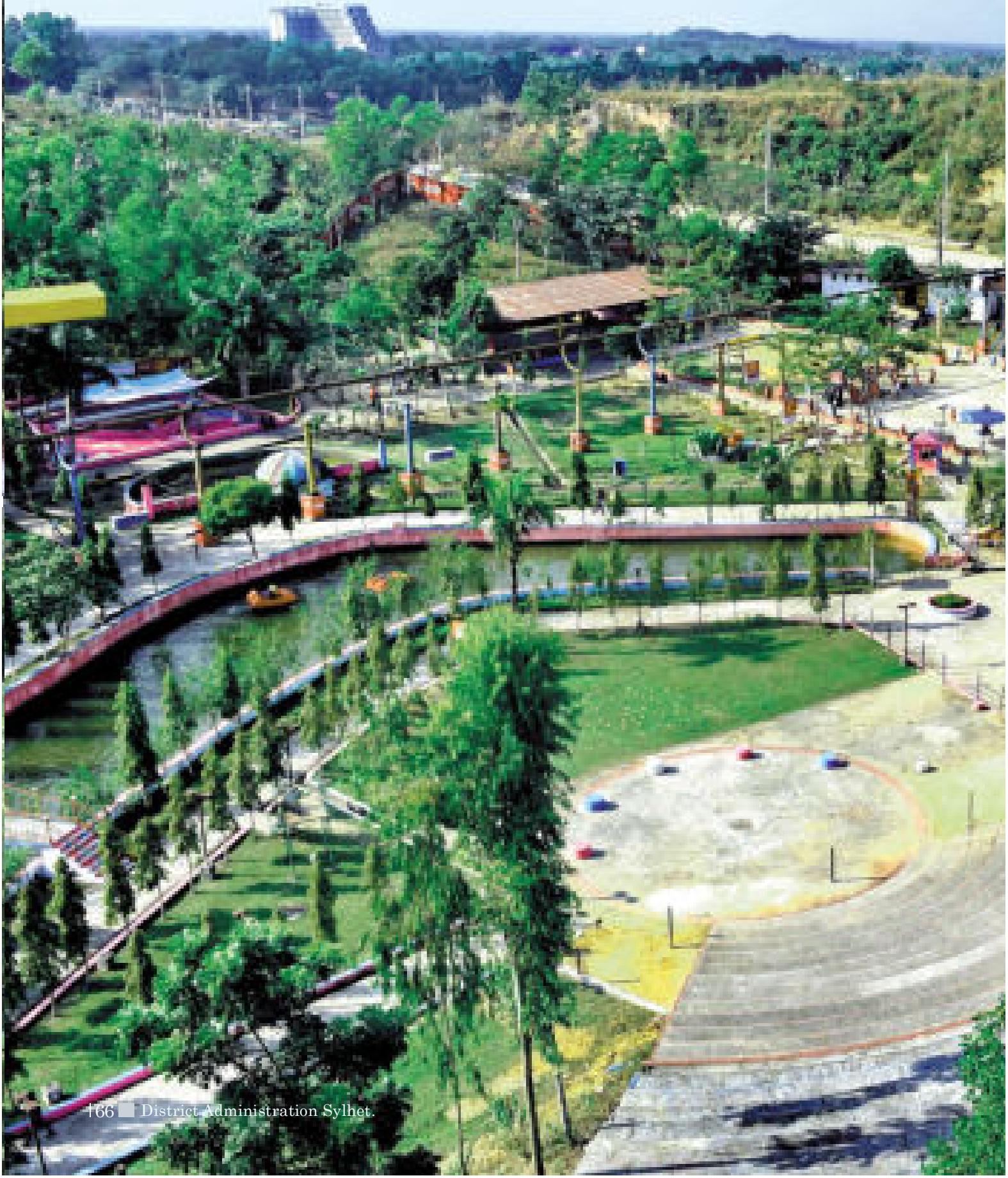

Adventure World Park

Adventure World Park is located at Airport road of Sylhet. There are twenty five different rides here in this park. The park is situated on 13 acres of land which has an impeccable natural and artificial beauty. One can go there by CNG driven auto-rickshaw which will take taka 150-200 from Sylhet city.

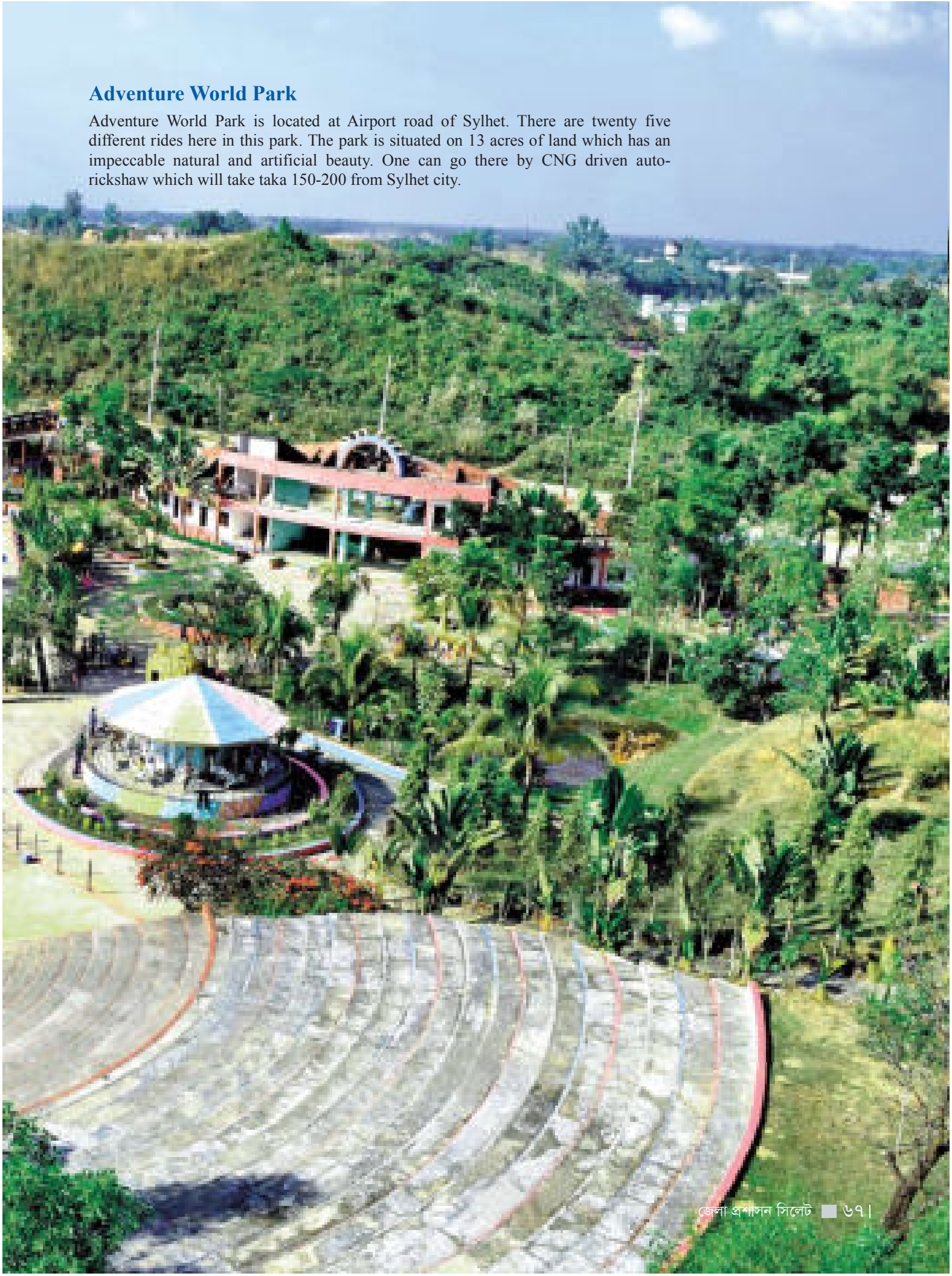

ট্রিটপ অ্যাডভেঞ্চার ফার্ম

ট্রিটপ অ্যাডভেঞ্চার ফার্মটি সিলেট শহর থেকে অদূরে সিলেট সদর উপজেলায় অবস্থিত। এটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অদূরে ধোপাগুল থেকে রাতারগুল সড়ক ধরে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় চোখে পড়বে। ট্রিটপ অ্যাডভেঞ্চার ফার্মের মূল কর্মকাণ্ড ও আকর্ষণ হিসেবে ট্রিটপ অ্যাডভেঞ্চার, জিপলাইন (রোপওয়ে) কর্মকান্ড, ঝুলন্ত সেতু, রাত্রীযাপনের জন্য কটেজের ব্যবস্থা, বাচ্চাদের খেলার জায়গা ও অবস্ট্যাকল গেমস্, মাছ ধরার ব্যবস্থা, নৌকা ভ্রমণের ব্যবস্থা, ডাইনিং ব্যবস্থা, বিশ্রাম নেয়ার জন্য ঝুলন্ত হ্যামকসমৃদ্ধ জায়গা, মিটিং বা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য টিলার মাথায় খোলা পরিবেশে কাঠের কারুকাজসমৃদ্ধ অডিটরিয়াম, ফিল্ড ক্যাম্পিং ইত্যাদি রয়েছে।

Treetop Adventure Farm

Treetop Adventure Farm is located at Sylhet Sadar Upazila. It is near to Sylhet Osmani International Airport and can be found alongside theRatargul Road from Dhopagul point. The main activities and attractions of Treetop Adventure Farm are treetop adventure, zipline (ropeway) activities, hanging bridge, cottage arrangements for overnight stays, children's play area and obstacle games, fishing arrangements, boat trips, dining facilities, resting areas, wood-crafted auditorium for meetings or events, field camping, etc.

ওসমানী জাদুঘর

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর রয়েছে অনন্য অবদান। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড স্মরণীয় করে রাখতে সিলেট নগরীর ধোপাদিঘীর পাড়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ওসমানী জাদুঘর। ১৯৮৭ সালের ৪ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে জাদুঘরটির যাত্রা শুরু হয়। ২ বিঘা জমির উপর মনোরম পরিবেশে করা বাড়িটি ওসমানীর স্মৃতিগাঁথায় ভরপুর। জেনারেল এমএজি ওসমানীর ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনার বহু দলিল, দুর্লভ ছবি, চিত্রকর্ম রয়েছে এখানে। জাদুঘরটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যায় কোন ফি ছাড়াই।

কিভাবে যাবেন : কদমতলী বাসস্ট্যান্ড থেকে অটোরিক্সায় যেতে লাগবে ১০০-১৫০ টাকা।

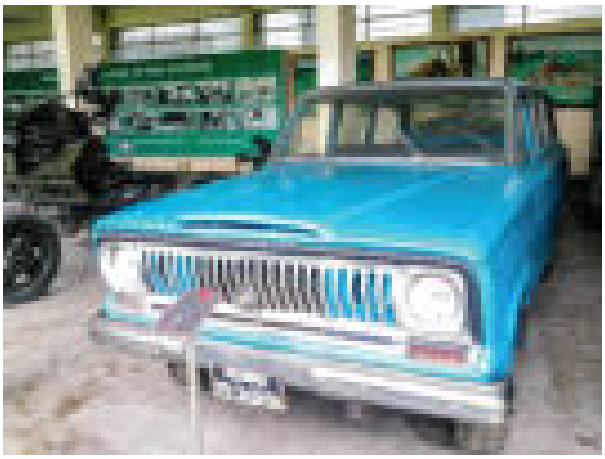

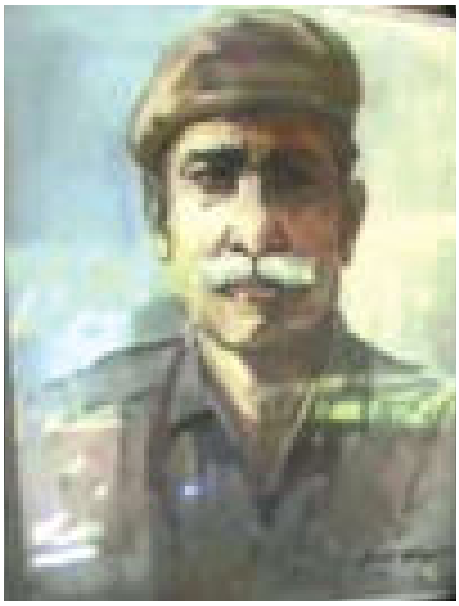

Osmani Museum

Bangabir General Muhammad Ataul Gani Osmani, the then Commander-in-Chief of Bangladesh has glorious history in our liberation war. His house has been transformed into today's famous "Osmani Museum". It is situated at the Dhopadighirpar Sylhet. This museum has been established to pay tribute to the great hero of Bangladesh for his outstanding accomplishments. It was inaugurated on 4 March 1987. The house, filled with memories of M. A. G. Osmani, was built on a tranquil place covering two bighas of land. Various materials used by Osmani, many documents of the historical events of the war of liberation, rare pictures, paintings are preserved in the museum. The museum can be visited from 9 am to 6 pm everyday and from 3 pm to 8 pm on Friday, without any fees.

How to go : From Kadamtali bus stand it will cost Tk. 100-150 by CNG autorickshaw.

বঙ্গবীর ওসমানী শিশু পার্ক

সিলেট নগরীর প্রাণকেন্দ্র ধোপাদিঘীর পাড়ে অবস্থিত বিনোদন কেন্দ্র বঙ্গবীর ওসমানী শিশুপার্ক। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানীর নামে তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী ২০০০ সালে স্থাপিত হয় এটি। প্রায় ৮ একর আয়তনের এই পার্ক। প্রতিদিন প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে এই পার্কে।

Bangabir Osmami Children Park

Bangabir Osmani Children Park is located at Dhupadighirpar in the heart of Sylhet city. It is an entertainment center. According to the last desire of M.A.G. Osmani, the then commander-in-chief of the Bangladesh Armed Forces during the liberation war of Bangladesh, the children park was established in the year of 2000. The total area of the park is about 8 acres. Many visitors gather here everyday for amusement.

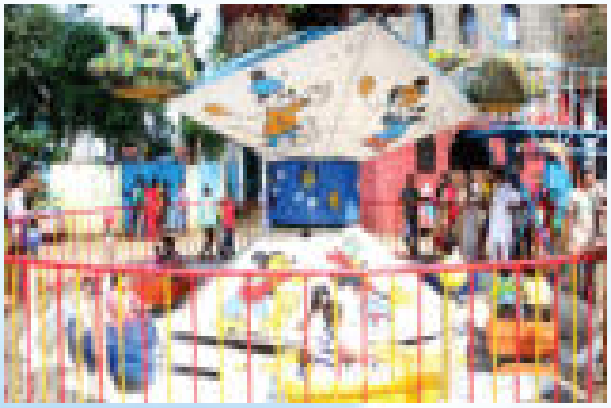

ভাষাসৈনিক মতিন উদ্‌দীন আহমদ জাদুঘর

স্বর্গের সিঁড়ি, মানুষ বিক্রির দলিল, প্রাচীন নাগরিলিপি কিংবা দুইমণ ওজনের হাতির দাঁত, সভ্যতার বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য স্মৃতি বহন করে চলেছে সিলেটের ভাষাসৈনিক মতিন উদ্‌দীন আহমদ জাদুঘর। এখানে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি, ১৩শ' শতাব্দির কালো পাথরে তৈরি তৈজসপত্র ও কামান। ভাষাসৈনিক মতিন উদ্‌দীন আহমদের জীবদ্দশায় সংগৃহীত বিভিন্ন নির্দশন দিয়ে গড়ে তোলা হয় এই জাদুঘর। বর্তমানে জাদুঘরের নিদর্শনের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এখানে রয়েছে প্রাচীন ঘড়ির গ্যালারি, সাটানো রয়েছে ১৭শ' শতাব্দির মসলিন শাড়ি, প্রাচীন দলিল, ১৭১৯ শতাব্দির সংস্কৃত শিলালিপি, প্রাচীন যুগে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র, নেপালি ছুরি-খাপসহ তলোয়ার ও গুপ্তি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত কামানের গোলার ক্যাপসুল, বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মুদ্রা, ১৯৪৬ সালের ওরিয়েন্ট প্রেসসহ ইতিহাসের নানা অজানা উপকরণ। এই জাদুঘরের অবস্থান শাহজালাল (র.) দরগাহ গেইট সংলগ্ন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ (কেমুসাস)-এর ৫ম তলায়।

Language Fighter Matin Uddin Ahmed Museum

The Matin Uddin Ahmed Museum in Sylhet carries innumerable memories lost in the evolution of civilization, the stairs of heaven, documents of human trafficking, ancient inscriptions or ivory of two tons of weight. There are various relics of World War II, 13th century black stone utensils and cannons here in this museum. The museum was built with various artifacts collected during the lifetime of linguist Matin Uddin Ahmed. At present, the number of museum specimens exceeds four thousand. There is a gallery of antique clocks, a 17th century muslin sari, ancient documents, Sanskrit inscriptions of 1819, various weapons used in past, swords and guptis with Nepali knives and shells, cannon ball capsules used in World War II, ancient coins of different countries, various unknown materials of history, orient press of 1946 etc. The museum is located on the 5th floor of the Central Muslim Sahitya Sangsad (Kemusas) adjacent to the Dargah Gate of Shahjalal (R).

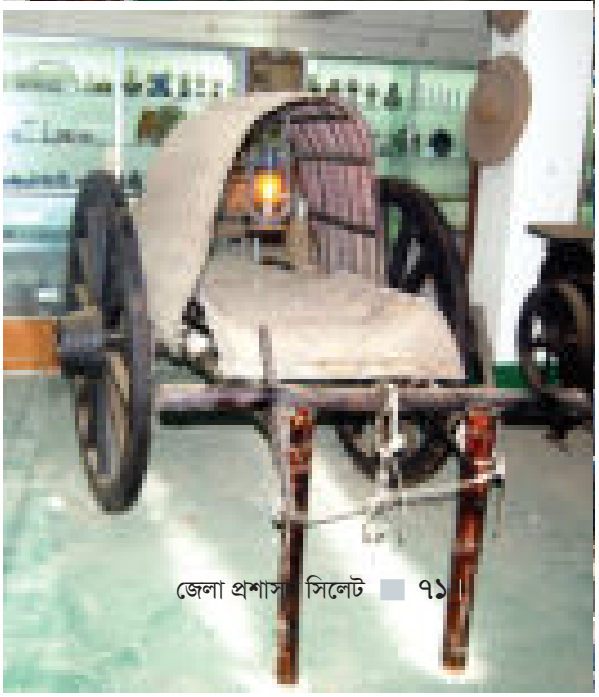

বিছনাকান্দি

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মেঘালয়ের কোল ঘেঁষে প্রকৃতি যেন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজ হাতে সাজিয়েছে বিছনাকান্দিকে। পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা মনোমুগ্ধকর ঝরনা, পাথরের বিছানার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া স্রোত মনকে টেনে নেয় প্রকৃতির গহীনে। বিছনাকান্দি সিলেট শহর থেকে ৬৪ কিলোমিটার দূরে গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত। শুকনো মৌসুমে বিছনাকান্দির আসল সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। বর্ষাকালে পানির ঢল জায়গাটিকে মায়াময় করে তোলে।

কিভাবে যাবেন : সিলেটের আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে সিএনজিচালিত অটোরিক্সা করে গোয়াইনঘাট হয়ে হাদার বাজার যাওয়া যায়। রিজার্ভ খরচ পড়বে ১,০০০-১,৫০০ টাকা। হাদার বাজার থেকে নৌকায় বিছনাকান্দি। ভাড়া পড়বে ১,২০০-২,৫০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন : বিছনাকান্দিতে থাকার তেমন ভাল হোটেল/রিসোর্ট নেই। কেউ থাকতে চাইলে সিলেট শহরে ফিরে আসতে হবে।

Bisnakandi

Nature has adorned Bisnakandi at the arms of Meghalaya at the border of Bangladesh-India with her own hands. The scenic beauty of the waterfall and tide flowing through the bed of pebbles and stones leads the heart towards the deepest part of the wonder of nature. It is located at Gowainghat which about 64 kilometers away from Sylhet city. But, it doesn't attract people in dry season. Rather, it gets enchanted in the rainy season.

How to go : One can go Hadar Bazar from the Amberkhana (Sylhet) by CNG-Auto rickshaw. It will cost Tk. 1000-1500. Then, from Hadar Bazar, one can hire boat. It will cost Tk. 1200-2000 as fare.

Where to stay : There is no quality hotel/resort to stay at Bisnakandi. One has to return to Sylhet city for staying.

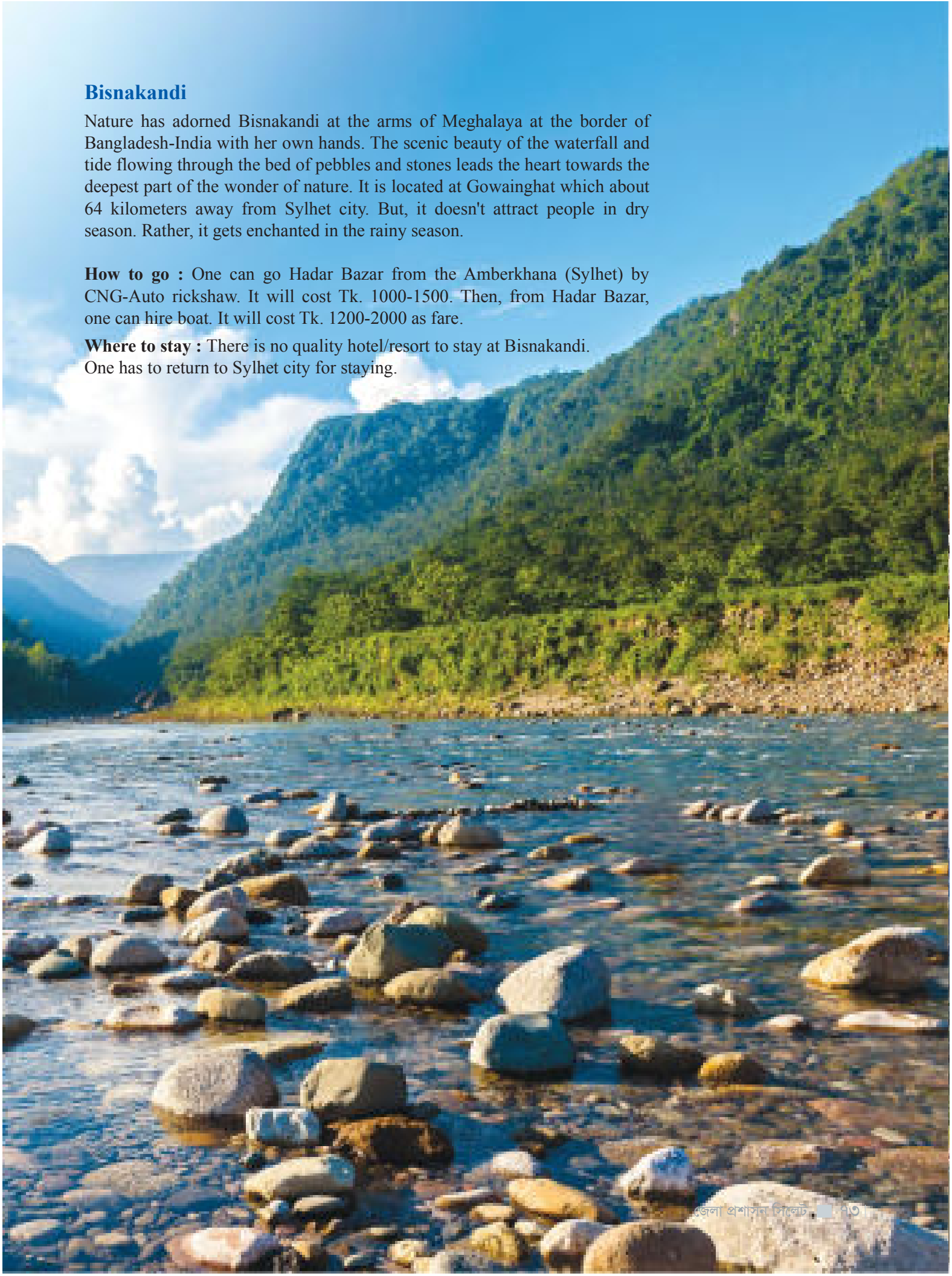

বিছনাকান্দি
Bisnakandi

বিছনাকান্দি
Bisnakandi

উতমাছড়া

প্রকৃতির অসাধারণ রূপ-লাবণ্যে ঘেরা এই জায়গাটি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উত্তর রণিখাই ইউনিয়নে অবস্থিত। পুরো এলাকা হচ্ছে পাথরে ভরা। পানিতে বিছানো রয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য পাথর। সেসব পাথরের কোনও কোনটাতে রয়েছে মোটা ঘাসের আস্তরণ। আবার কোন কোনটা ধবধবে সাদা। সারি সারি নীল পাহাড়ের কোলে পাথর বিছানো বিস্তৃত এলাকায় জলের ছোটাছুটি। পাহাড়ের বুক চিরে বের হয়ে আসে ঠাণ্ডা পানির স্রোত।

কিভাবে যাবেন : সিলেটের আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে সরাসরি সিএনজিচালিত অটোরিক্সা নিয়ে যাওয়া যায় দয়ার বাজারে। ৩৫ কিলোমিটার দূরের এই জায়গার ভাড়া জনপ্রতি ১৬০-১৮০ টাকা। আর দয়ারবাজার থেকে আবার সিএনজি অটোরিক্সাযোগে যেতে হবে চড়ারবাজারে। চড়ারবাজার থেকে হেঁটে উতমাছড়া মূল স্পটে যেতে সময় লাগবে ১০ থেকে ১৫ মিনিট।

Utmachara

Utmachara is surrounded by the unique scenic beauty of nature. This place is located at North Ranikhai union under Companiganj Upazila of Sylhet. The whole area is covered with different types of colourful stones. Some of those stones are wrapped with thick grasses and some are fully white. Water is flowing from the lap of blue hills and sprawling over the vast stone covered land area. The stream of cold water is flowing from the core of the mountains.

How to go : One can hire a CNG operated auto rickshaw directly from Ambarkhana point of Sylhet City to reach Doyarbazar. For this, one has to pay Tk. 160-180 to cover the distance of 35 kilometers. Then, from Doyarbazar, one has to reach Chorarbazar by auto rickshaw, and from there one can reach to Utmachara main spot on foot by 10 to 15 minutes.

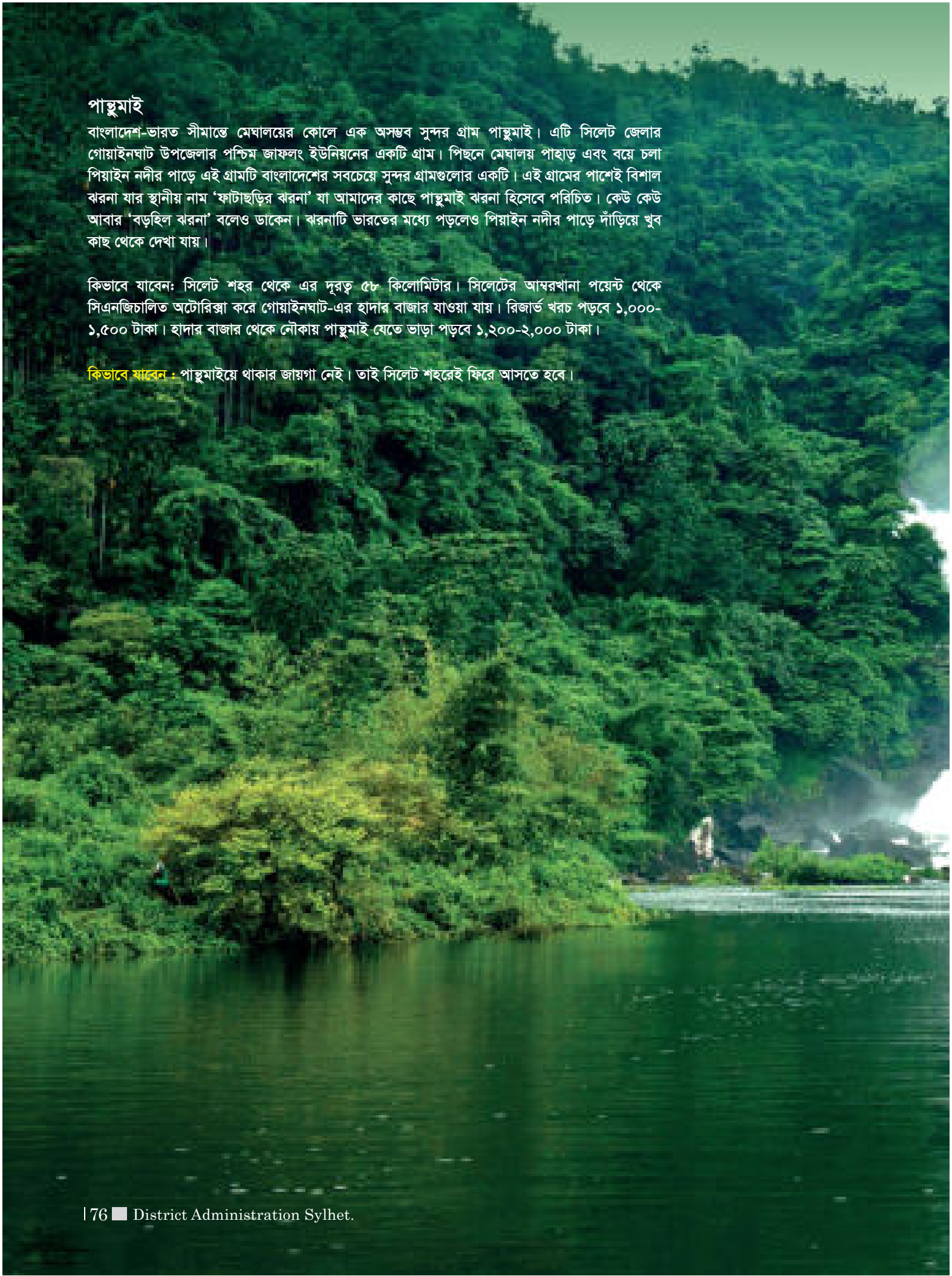

পান্থুমাই

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মেঘালয়ের কোলে এক অসম্ভব সুন্দর গ্রাম পান্থুমাই। এটি সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের একটি গ্রাম। পিছনে মেঘালয় পাহাড় এবং বয়ে চলা পিয়াইন নদীর পাড়ে এই গ্রামটি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর গ্রামগুলোর একটি। এই গ্রামের পাশেই বিশাল ঝরনা যার স্থানীয় নাম 'ফাটাছড়ির ঝরনা' যা আমাদের কাছে পান্থুমাই ঝরনা হিসেবে পরিচিত। কেউ কেউ আবার 'বড়হিল ঝরনা' বলেও ডাকেন। ঝরনাটি ভারতের মধ্যে পড়লেও পিয়াইন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খুব কাছ থেকে দেখা যায়।

কিভাবে যাবেন: সিলেট শহর থেকে এর দূরত্ব ৫৮ কিলোমিটার। সিলেটের আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে সিএনজিচালিত অটোরিক্সা করে গোয়াইনঘাট-এর হাদার বাজার যাওয়া যায়। রিজার্ভ খরচ পড়বে ১,০০০-১,৫০০ টাকা। হাদার বাজার থেকে নৌকায় পান্থুমাই যেতে ভাড়া পড়বে ১,২০০-২,০০০ টাকা।

কিভাবে যাবেন : পান্থুমাইয়ে থাকার জায়গা নেই। তাই সিলেট শহরেই ফিরে আসতে হবে।

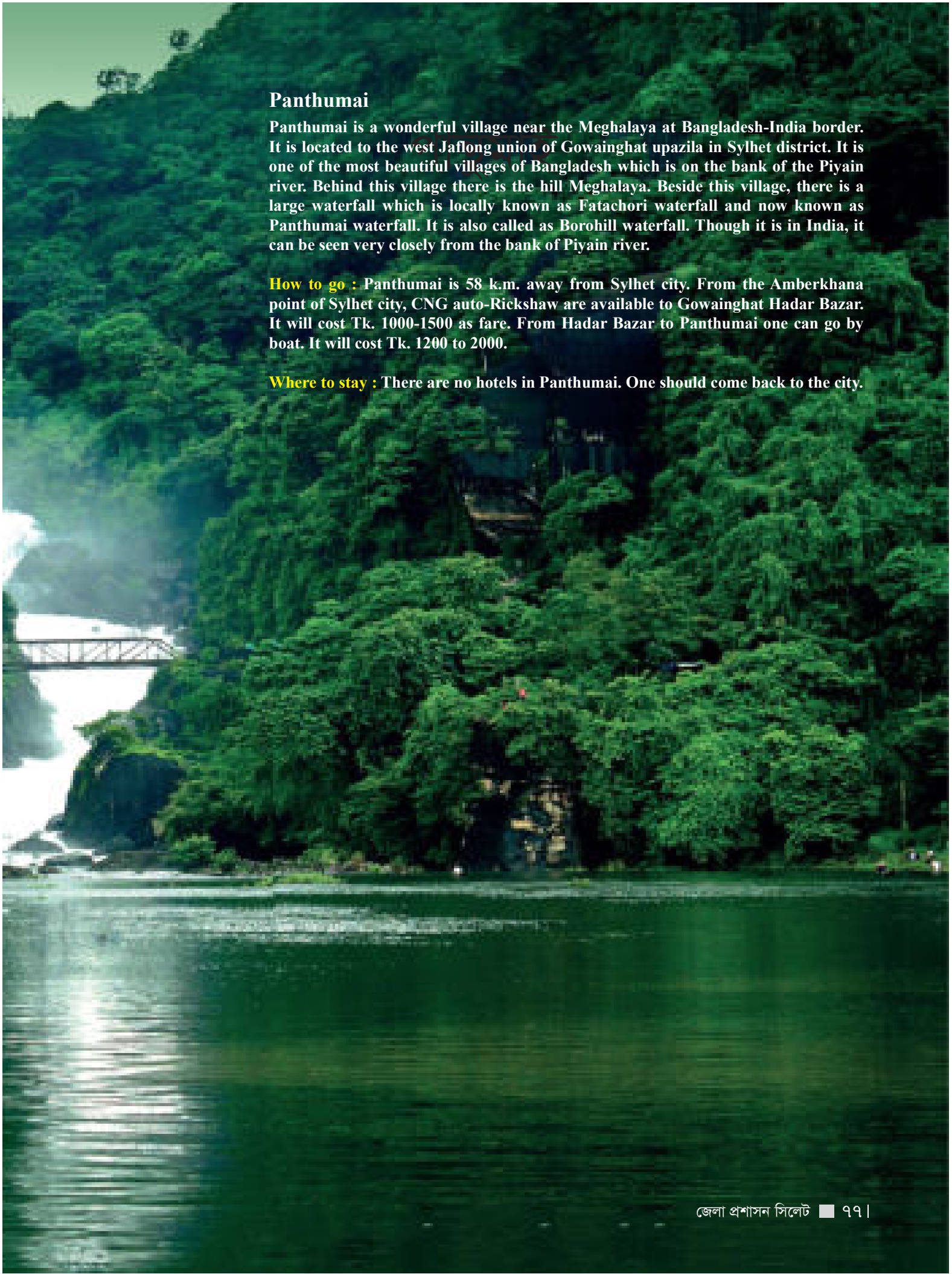

Panthumai

Panthumai is a wonderful village near the Meghalaya at Bangladesh-India border. It is located to the west Jaflong union of Gowainghat upazila in Sylhet district. It is one of the most beautiful villages of Bangladesh which is on the bank of the Piyain river. Behind this village there is the hill Meghalaya. Beside this village, there is a large waterfall which is locally known as Fatachori waterfall and now known as Panthumai waterfall. It is also called as Borohill waterfall. Though it is in India, it can be seen very closely from the bank of Piyain river.

How to go : Panthumai is 58 k.m. away from Sylhet city. From the Amberkhana point of Sylhet city, CNG auto-Rickshaw are available to Gowainghat Hadar Bazar. It will cost Tk. 1000-1500 as fare. From Hadar Bazar to Panthumai one can go by boat. It will cost Tk. 1200 to 2000.

Where to stay : There are no hotels in Panthumai. One should come back to the city.

চেঙ্গের খাল

সিলেটে স্থানীয়রা টাকি মাছকে ‘চেঙ্গ’ মাছ বলে। সকাল হতে না হতেই ছেলে-বুড়োরা ‘চেঙ্গ’ মাছ ধরার জন্য এই খালে চলে আসতো। এই ‘চেঙ্গ’ মাছের আধিক্য দেখে স্থানীয় অধিবাসীরা এর নামকরণ করেন ‘চেঙ্গের খাল’। সেই থেকে নামটি এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি সিলেট সদর উপজেলার হাটখোলা ইউনিয়নে পড়েছে। একসময় এটি খুব সরু একটি খাল ছিলো। এপার থেকে ওপার লাফ দিয়ে অনায়াসেই যাওয়া যেতো। এ খালে সে সময় পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে টাকি মাছ।

Chenger Khal

Local people of Sylhet call snake head fish as 'Cheng' fish. The abundance of 'Cheng' fishes entitled it as Chenger Khal. People of all ages used to gather in this place to catch 'Cheng' fish. Since then, the name has been being used. It is located at Hatkhola Union of Sylhet Sadar Upazila. Once 'Chenger Khal' was a very narrow canal. People could easily cross by jumping from one side to another side. At that time, people would find a lot of snake head fishes.

চেঙ্গের খালে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা
Boat Race in Chenger Khal

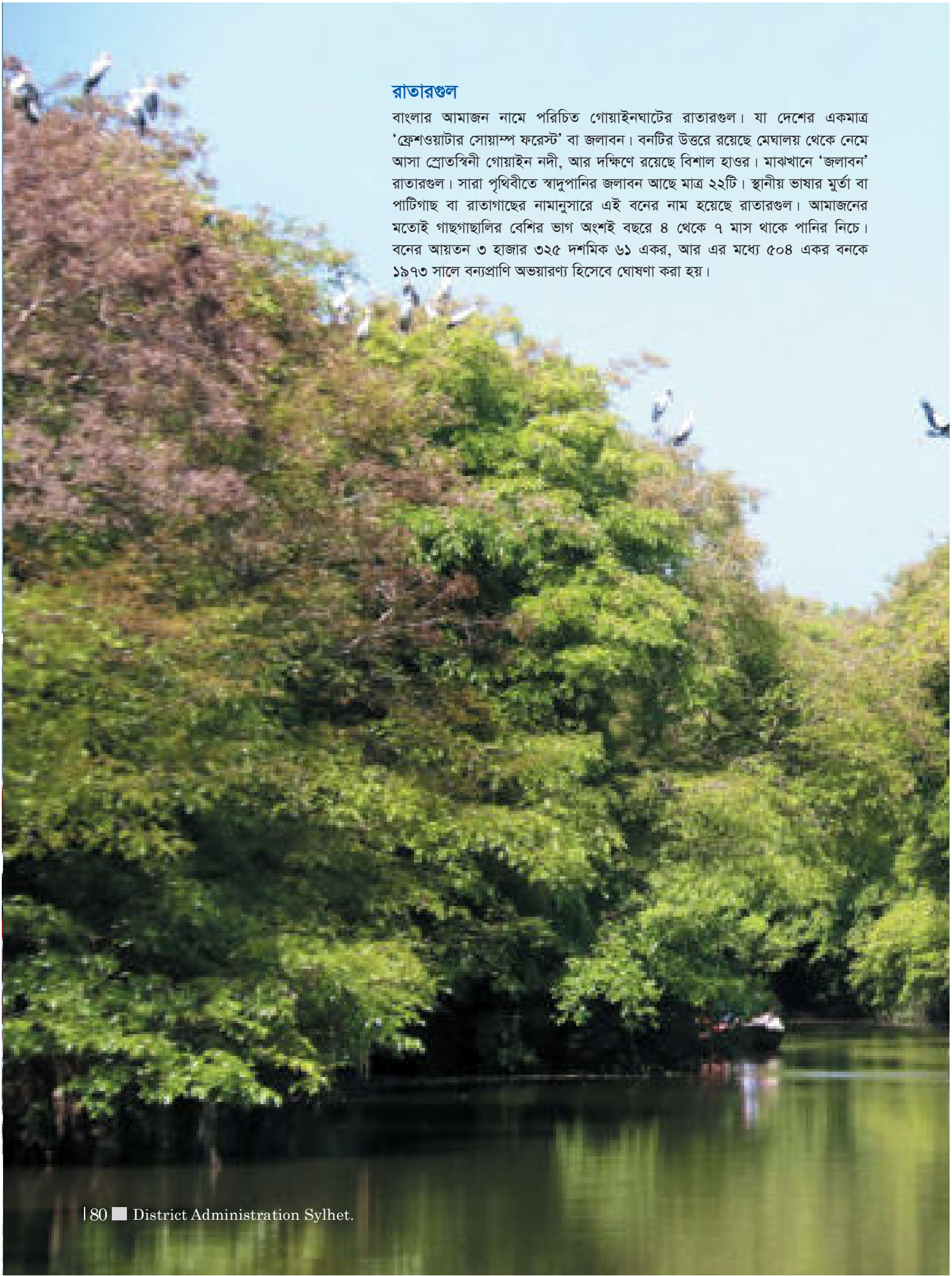

রাতারগুল

বাংলার আমাজন নামে পরিচিত গোয়াইনঘাটের রাতারগুল। যা দেশের একমাত্র 'ফ্রেশওয়াটার সোয়াম্প ফরেস্ট' বা জলাবন। বনটির উত্তরে রয়েছে মেঘালয় থেকে নেমে আসা স্রোতস্বিনী গোয়াইন নদী, আর দক্ষিণে রয়েছে বিশাল হাওর। মাঝখানে 'জলাবন' রাতারগুল। সারা পৃথিবীতে স্বাদুপানির জলাবন আছে মাত্র ২২টি। স্থানীয় ভাষার মুর্তা বা পাটিগাছ বা রাতাগাছের নামানুসারে এই বনের নাম হয়েছে রাতারগুল। আমাজনের মতোই গাছগাছালির বেশির ভাগ অংশই বছরে ৪ থেকে ৭ মাস থাকে পানির নিচে। বনের আয়তন ৩ হাজার ৩২৫ দশমিক ৬১ একর, আর এর মধ্যে ৫০৪ একর বনকে ১৯৭৩ সালে বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

Ratargul

Ratargul of Gowainghat, is also known as the Amazon of Bangladesh. It is the only fresh water swamp forest of the country. It is surrounded by the river Gowain to the north and a vast ‘haor’ to the south. The name ‘Ratargul’ came from a local plant's name 'rata' or 'murta'. The major parts of the plants are submerged under water for around 4 to 7 months in a year like Amazon. The forest covers 3325.61 acres and 504 acres of it has been declared as 'Reserved Area' for wild animals in 1973. Till now, 73 species of plants are discovered here.

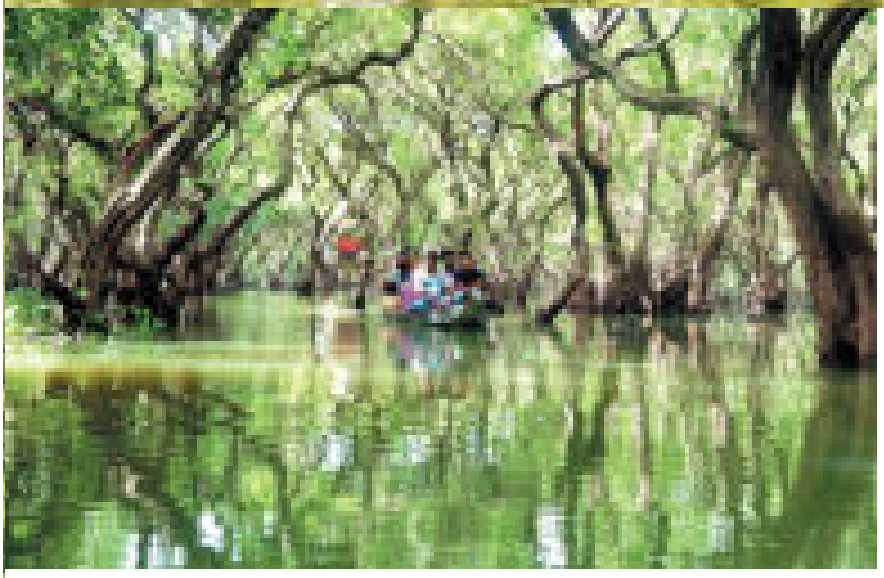

কিভাবে যাবেন : সিলেট শহর থেকে এর দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। সিলেটের আম্বরখানা থেকে একটা সিএনজিচালিত অটোরিক্সা রিজার্ভ করে মোটরঘাট (শ্রিংগি ব্রিজ) যেতে লাগবে ৫০০-৬০০ টাকা। ব্রিজ থেকে ছোট ডিঙি নৌকা ভাড়া করতে হবে। ভাড়া নিবে সাড়ে ৩০০-৬০০ টাকা। বিট অফিস এর অফিসারকে জানিয়ে প্রবেশ করবেন বনের নিঃশব্দে।

How to go : It is 26 km from Sylhet City. One can reach Ratargul by CNG auto-rickshaw from Amberkhana point which will cost Tk. 500-600. Small boat can be hired from Shringi bridge to enter into the deep forest. It will cost another Tk. 300-600.

রাতারগুল
Ratargul

রাতারগুল
Ratargul

লোভাছড়া

খাসিয়া- জৈন্তিয়া পাহাড়ের পাদদেশে বয়ে চলছে স্বচ্ছ পানির লোভাছড়া নদী। ব্রিটিশ আমলে চালু হওয়া চা বাগান আর প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্যে ঘেরা লোভাছড়া গ্রাম। এ গ্রাম থেকে খাসিয়া জৈন্তিয়া পাহাড় খুব কাছ থেকে দেখা যায়। লোভাছড়া চা বাগানটিও হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম। এখানে রয়েছে সুবিশাল পাথরের খনি। এখানে আসার পথে অনেক দৃশ্যই পর্যটকদের মন কেড়ে নেয়।

কিভাবে যাবেন : সিলেট থেকে যেতে হবে কানাইঘাট। সিএনজিচালিত অটোরিক্সা ভাড়া নেবে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। সময় লাগবে দেড় থেকে দুই ঘন্টা। কানাইঘাট থেকে নৌকা নিয়ে যেতে হবে লোভাছড়া চা-বাগান আর লোভাছড়া জাতীয় উদ্যান। নৌকা ভাড়া পড়বে ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা।

Luvachora

The clear water of the river Luvachora flows beside the Khasia-Jaintia hill at the north-east border of Bangladesh. The Khasia-Jaintia hills are easily seen from the naturally enriched village "Luvachora" and the tea garden of British regime. The tea garden of Luvachora turns into a sanctuary for the wildlife. At the east of the river Surma, there lies a vast mine of stone. There are many places which will fascinate the heart of tourist on the way here.

How to go : One can go Kanaighat from Sylhet. It will take Tk. 500-700 by CNG auto rickshaw as fare. The journey will take 1.5 hours to 2 hours. Then, one has to hire a boat from Kanaighat to go to Luvachora and Luvachora national forest. About Tk. 500 will be the fare by boat.

এস ও এস শিশু পল্লী

সিলেটের প্রাণকেন্দ্র থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে দয়ামীরে এস ও এস শিশু পল্লী, সিলেট-এর অবস্থান। জায়গাটির চারপাশ মনোহর চা-বাগান এবং সবুজ গাছ-গাছালি পরিবেষ্টিত। এস ও এস শিশু পল্লী স্থানীয় অসহায় পরিবারগুলোকে নিয়ে কাজ করে বেওং তাদেরকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহায়তা, সুষম খাদ্য এবং কর্মমুখী শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে সকল পরিবারে বাচ্চাদের বেড়ে উঠার সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে, সেখানেই রয়েছে এস ও এস শিশু পল্লী। এখানে শিশুরা অন্যান্য শিশুদের মাঝে ভাই-বোনের মত করে বেড়ে উঠে এবং পাশ্ববর্তী বিদ্যালয়সমূহে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পড়ালেখার সুযোগ পায়।

SOS Children's Village

SOS Children's Village Sylhet is located in Dayamir, about 23 km from the centre of the city of Sylhet. It is known for its beautiful surroundings which includes terraced tea gardens and tropical forests. SOS Children's Villages works closely with the local uvlnerable families and supports them with education, health care, balanced diets and training and tools for income-generating activities. When children can no longer stay with their families they can find a loving home in SOS village. The children grow up alongside their brothers and sisters, attending the nearby school and making friends with children from the neighbourhood.

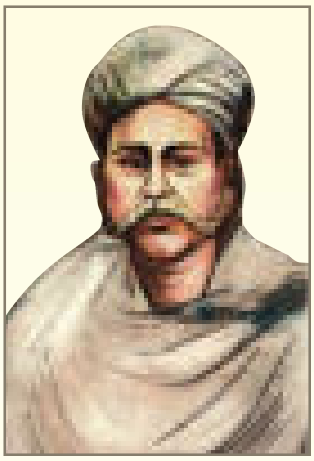

হাসন রাজার বাড়ি

মরমী কবি হাসন রাজা চৌধুরী ১৮৫৪ সালের ২১ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে হাসন রাজার পূর্বপুরুষের পৈত্রিক বাড়ি ছিল সিলেটের বিশ্বনাথে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বনাথের রামপাশা বাজারে তাঁর পূর্বপুরুষ বিজয় সিং বসবাস শুরু করেন। দোতলা দালানের এই বাড়িটিতে জড়িয়ে আছে হাসন রাজার অনেক স্মৃতি।

House of Hason Raja

Mystic poet Hason Raja Chowdhury was born in 21 December 1854 in Sunamganj district. But his ancestral house was in Bishwanath upazila of Sylhet. At the end of 16th century Hason Raja's ancestor Bijoy Sing started to live at Rampasha village at Bishwanath. This two storied building bears the memory of Hason Raja.

হাসন রাজা মিউজিয়াম

মরমী কবি হাসন রাজার স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে সিলেটে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মিউজিয়াম অব রাজাস। দেওয়ান তালেবুর রাজা ট্রাস্ট ২০০৬ সালে সিলেট নগরীর জিন্দাবাজারে মিউজিয়াম অব রাজাস চালু করে। এই ট্রাস্টের দায়িত্বে আছেন হাসন রাজার নাতি। হাসন রাজার পরিবারের ছবি, শ্বেত পাথরের তৈজসপত্র, হাসন রাজার ব্যবহৃত খড়ম, হুক্কা, হাসন রাজার ছবি, লোকবাদ্য যন্ত্র-ঢোলক, একতারা, তুম্বিরা, সারিন্দা, দোতারা ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। আছে হাসন রাজা ও লোকসঙ্গীত বিষয়ক ৩২টি বই। চোখে পড়বে হাসন রাজার ব্যবহৃত লোহার সিন্দুক। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত মিউজিয়ামটি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

Museum of Rajas

Museum of Rajas has been built to keep memory of mystic poet Hason Raja. In 2006, Dewan Talebur Raja Trust started Museum of Rajas at Zindabazar in Sylhet city. The grandson of Hason Raja is in charge of the Trust. Family picture of Hason Raja, white stone's utensils, Raja's used clog, pictures and folklore tools-drums, one string, tumbi, sarinda and two string etc. are preserved here. There are 32 books about Hason Raja and folk music. Everyday, he museum is kept open for all from 9.00 am to 5.00 pm.

মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের বাড়ী

বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রী চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষের বাড়ি তাঁরই নামে খ্যাত মন্দির। তেরো ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে মন্দিরপ্রাঙ্গণ। প্রথমেই সিংহদ্বার। বামদিকে পাশাপাশি পাঁচটি ছোট মন্দির। এগুলোর নাম হল-নাট মন্দির, দোল মন্দির, রাম মন্দির, শ্রীমন্দির আর ভোগ মন্দির। এখানে দোল মন্দিরই মূল মন্দির। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রী চৈতন্য ছিলেন বাংলার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। তিনি ২৫ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন। ৮৯১ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

Mahaprabhu Sri Chaitannaya Dev Temple

The founder of Vaishnavism Sri Chaitannaya Dev's ancestral house is a famous temple which was named after his name. The terrace of the temple can be found after stepping thirteen steps of the stairs. At the front, there is the main gate of the temple, and on the left side, there are five small temples side by side. They are, 'Dool Mandir', 'Ram Mandir', Sri Mandir' and 'Vug Mandir'. Among those temples, 'Dool Mandir' is the main temple. Sri Chaitannaya Dev was one of the greatest reformers of Bengal in the fifteenth century. At the age of twenty-five, he became a monk after leaving home. He protested against caste system. He was born in a Falgun Purnima Thithi in the year 891 BC.

ধামাইল গান ও ধামাইল নৃত্য

সিলেট অঞ্চলে প্রচলিত এক ধরণের কাহিনী সম্বলিত নাচকে বলে ধামাইল নাচ। এটি এ অঞ্চলের লোকসাহিত্যের একটি অংশ। যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেই এই গীত-নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সাধারণত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিয়ের অনুষ্ঠানে এই নাচের আয়োজন বেশি হয়। রাধারমন দত্তের হাত ধরে এ গান সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ও প্রচলিত হওয়ায় তাকেই এ গানের স্রষ্টা বলা হয়।

'ধামা' শব্দটি থেকে 'ধামাইল' শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ আবেশ বা ভাব। আবার, আঞ্চলিকভাবে এর অর্থ উঠোন। ধারণা করা হয়, বাড়ির উঠোনে এই গান-নাচের আয়োজন করা হয় বলে একে 'ধামাইল গান/নাচ' বলে।

Dhamail Songs and Dhamail Dance

Dhamail is a form of folk music and dance originated in Sylhet. This lyric-dance is performed at any of the Mangalic ceremony. Generally, this ceremony is organized on the occasion of Hindu wedding. Folk music composer Radha Romon has been cited as the founder of the Dhamail dance tradition in Sylhet region. The word "Dhamail" is derived from the word "Dhama". It means feelings or mood. Locally, it means yard. It is assumed that this lyric-dance is called Dhamail as it is arranged in the house yard.

মণিপুরী নৃত্য

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৭৭৯ সালে মনিপুরের মহারাজা ভাগ্য চন্দ্র স্বপ্ন দৃষ্ট হয়ে যে নৃত্যগীতের প্রবর্তন করেছিলেন তাহাই রাসোৎসব। ভাগ্য চন্দ্রের পরবর্তী রাজাগনের বেশরিভাগই ছিলেন নৃত্যগীতে পারদর্শী এবং তারা নিজেরাও রাসনৃত্যে অংশগ্রহণ করতেন। এর ফলে মণিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ কৃষ্টির ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়েনি। অতীতের সেই ধারাবাহিকতার সূত্র ধরেই কোন রূপ বিকৃতি ছাড়াই উদযাপিত হয়ে আসছে মণিপুরী সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শ্রী কৃষ্ণের মহা রাসলীলা। রাখাল নৃত্য আর বাতাসা ছিটিয়ে শুরু হওয়া রাসোৎসব শেষ হয় মধুর রাসের নৃত্যের মধ্যদিয়ে। ১৯২৬ সালের সিলেটের মাছিমপুরে মনিপুরী মেয়েদের পরিবেষ্টিত রাস নৃত্য উপভোগ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে কবিগুরু কমলগঞ্জের নৃত্য শিক্ষক নীলেশ্বর মুখার্জীকে শান্তি নিকেতনে নিয়ে প্রবর্তন করেছিলেন মণিপুরী নৃত্য শিক্ষা।

Manipuri Dance

It has been known from history that in 1779, king Vaggo Chandro of Manipur dreamt of a lyric dance and established Ras festival. The following kings of Vaggo Chandra were expert in lyric dance and they also participated in dance of Ras festival. And chronologically Manipuri communities have also been maintaining the culture. Without any deviation from the past, the main religious festival of Manipuri communities, the Maha Rasalila of Sree Krishna has been being celebrated. Ras festival usually begins with Rakhal dance and a sprinkling of "Batasha" a local sweet of Bangladesh. The festival ends with sweet Ras dance. In 1926, Rabindranath Tagore was enchanted with Ras dance by the Manipuri girls in Machimpur of Sylhet. After that, he established Manipuri dance school in Shanti Niketan with the help of a dance teacher named Nileshwar Mukherjee of Komolganj.

পলো বাওয়া উৎসব

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার গোয়াহরি গ্রামের শত বছরের পুরনো ঐতিহ্য হচ্ছে পলো বাওয়া উৎসব। প্রতি বছর মাঘ মাসের প্রথম দিনে এ উৎসব হয়ে থাকে। এ উৎসব ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে প্রস্তুতি। গ্রামের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ভাদ্র মাস থেকে বিলে সব ধরনের মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এরপর পাঁচ মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে। মাঘ মাসের প্রথম দিনে প্রথা অনুসারে মাছ ধরার উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল থেকেই গ্রামের ছোট-বড় সবাই দলবেঁধে মাঘের কনকনে শীত উপেক্ষা করে পলো, বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় হাতজাল নিয়ে গ্রামের দক্ষিণের বড় বিলে পাড়ে জড়ো হতে থাকেন। এ দৃশ্য দেখতে সেখানে ভিড় করেন দূরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা দর্শনার্থীরাও। নির্ধারিত সময়ে সকলে একসঙ্গে মাছ শিকারে ঝাঁপ দেন। এ সময় তাদের হৈ-হুল্লোড়ে অন্যরকম আমেজ সৃষ্টি হয়।

Polo Bawa Festival

Polo Bawa festival is a hundred years old tradition of the village Goahori of Bishwanath Upazila of Sylhet district. This festival is held on the first day of Magh every year. Preparation for the festival goes for a long time. The village Panchayet forbids fishing from the month of Bhadra anf fishing stops for 5 months. According to the tradition, the fish festival is arranged at the first day of Magh. On this day, village people come together ignoring the pinching cold of the winter with different small and big hand nets towards the beel at the south side. Visitors from other villages gather there to see the event. The festival begins at a specific time. At that time, an enchanting mood is created with their hustle and bustle.

ঘোড়দৌড়

বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার দারুণ এক বিনোদন হচ্ছে ঘোড়দৌড়। প্রতি বছর সিলেটের গোয়াইনঘাট, বিয়ানীবাজার, বালাগঞ্জ ও বিশ্বনাথের হাওরাঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে মেলা আর ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। দিনে ঘোড়দৌড় আর রাতে মেলা। একই সাথে চলে গান এবং যাত্রাপালা। খেলা দেখতে আসা সকল বয়সের মানুষের এক জমজমাট আসর বসে গ্রামের ধানক্ষেতে। ২০১১ সাল থেকে প্রতিবছর ফাল্গুন মাস থেকে বৈশাখের যে কোনো সময়ে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার আলীরগাঁও ইউনিয়নের সাতটি গ্রামের উদ্যোগে ঘোড়দৌড়-এর আয়োজন করা হয়ে আসছে। কখনো বছরে দুই কিংবা তিনবারও এই আয়োজন হয়।

Horse Race

Horse race is a great entertainment in the rural areas of Bangladesh. Every year fairs and horse races are organized in the dry season of the wetland areas of Gowainghat, Beanibazar, Balaganj and Bishwanath of Sylhet district. Horse races are organized at day and fair starts at night. People of all ages gather at the paddz fields in order to watch the game. Every year since 2011, horse races have been organized in seven villages of Alirgaon Union of Gowainghat Upazila of Sylhet at any time between Falgun to Boishakh. Sometimes this is organized two or three times a year.

কাঠি নৃত্য

ফাগুয়া চা শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান উৎসব। প্রতি বছর বসন্তে বিপুল উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব চা-শ্রমিকরা পালন করে । এই ফাগুয়া উৎসব অন্যদের কাছে হোলি নামে পরিচিত। চা বাগানগুলোতে ফাগুয়াকে কেন্দ্র করে যার যার সামর্থ অনুযায়ী এক সপ্তাহ আগে থেকে সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন ধরনের রং। তরুণ-তরুণীরা নাচের দল নিয়ে সমবেত কণ্ঠে জনপ্রিয় পাহাড়ি গান গেয়ে ছুটে চলেন এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। এসময় চলে ঐতিহ্যবাহী কাঠি নৃত্য।

Stick Dance

Fagua is one of the main festivals of tea workers. Every year in the spring, the tea workers celebrate this festival with great enthusiasm. This Fagua festival is known to others as Holi. In the tea gardens, a variety of colors are collected from a week in advance according to one's ability. The youngsters with the dance team sang popular hill songs and ran from house to house. At this time the traditional stick dance goes on.

সাদা পাথরের ভোলাগঞ্জ

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সাদা পাথরের ভোলাগঞ্জের অবস্থান। জাফলং, বিছনাকান্দির পর প্রকৃতি প্রেমীদের মূল আকর্ষণ এখন ভোলাগঞ্জের সাদা পাথর। ধলাই নদীর উজানে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের জিরো লাইনে এলাকাটির অবস্থান। এখানকার স্বচ্ছ জলরাশি, সবুজ পাহাড় আর নির্জনতা কাছে টেনে প্রকৃতিপ্রেমীদের। দূরের পাহাড়গুলোর ওপর মেঘের ছড়াছড়ি, সাথে একটা-দুটো ঝরনা। নদীর টলমলে হাঁটু পানির তলায় বালির গালিচা। চিকমিক বালু আর ছোট-বড় পাথর মিলে এখানে তৈরি হয়েছে যেন পাথরের রাজ্য। ভোলাগঞ্জের স্বচ্ছ জলরাশির সাথে সাদা পাথর ও সবুজ অরণ্য পরিবেশকে এক নান্দনিক রূপ দিয়েছে।

Bholaganj of White Stone

Bholaganj of white stone is located at Companiganj Upazila of Sylhet District. After Jaflong and Bisnakandi, nature lover's first attraction is Bholaganj now. It is located at the upper area of Dholai River in the zero line of Bangladesh-India. Its clear water, green hills and tranquility attracts the nature lovers. Scattered clouds can be seen over the far away hills. Below the knee level of water of the river, river bed is like sand carpet. Shiny sand and small & big hills have adorned it as if it is a kingdom of stone. The clear water of Bholaganj of white stone and the green jungle have given a captivating shape.

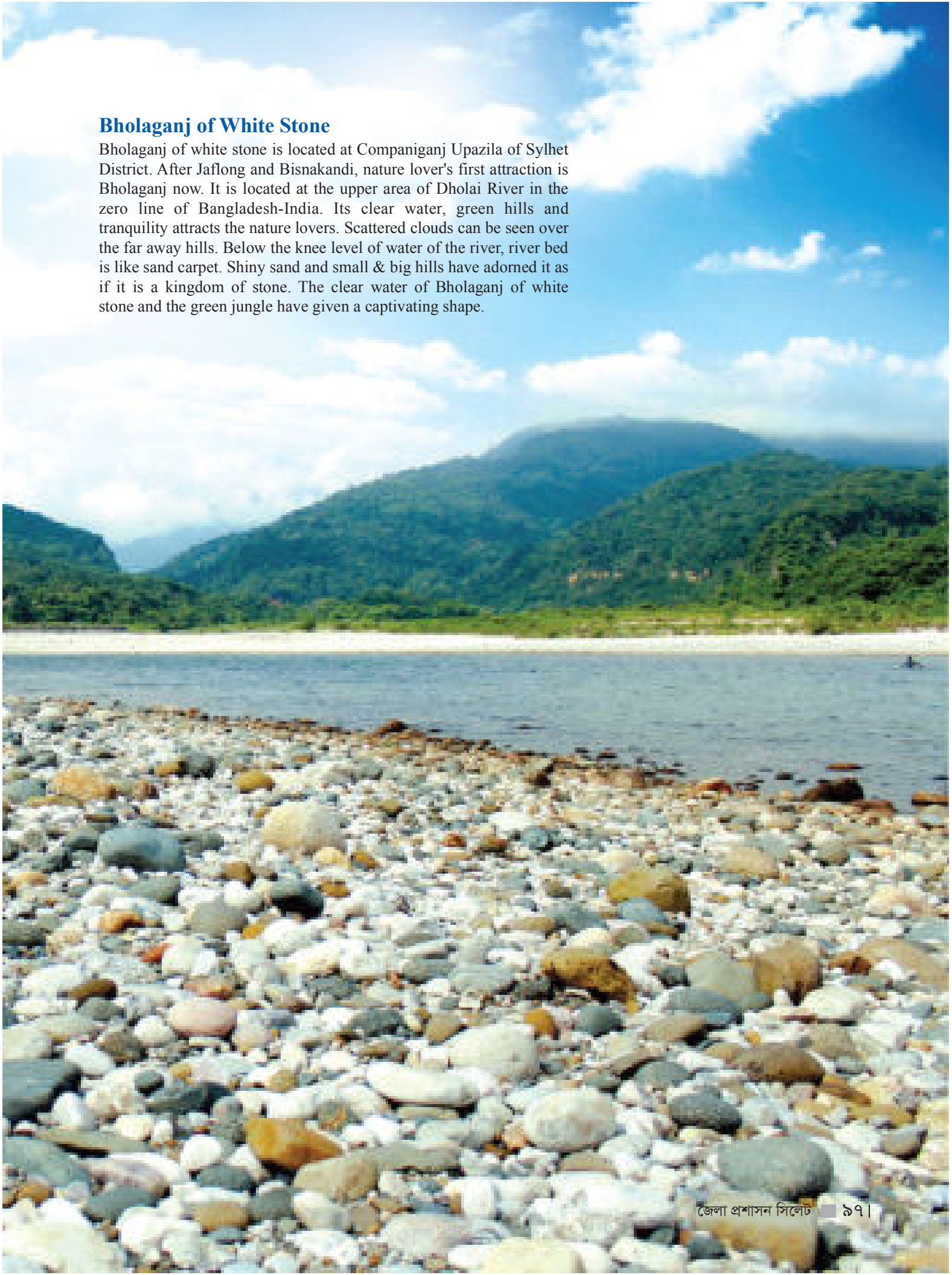

কিভাবে যাবেন : সিলেট থেকে ৩৩ কিলোমিটার দূরে ভোলাগঞ্জের অবস্থান। সরাসরি যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। সিলেট থেকে পাবলিক বাসে করে যেতে হবে টুকের বাজার। সেখান থেকে সিএনজি চালিত অটোরিকশা করে যেতে হবে ভোলাগঞ্জ। নৌকার ভাড়া পড়বে ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা।

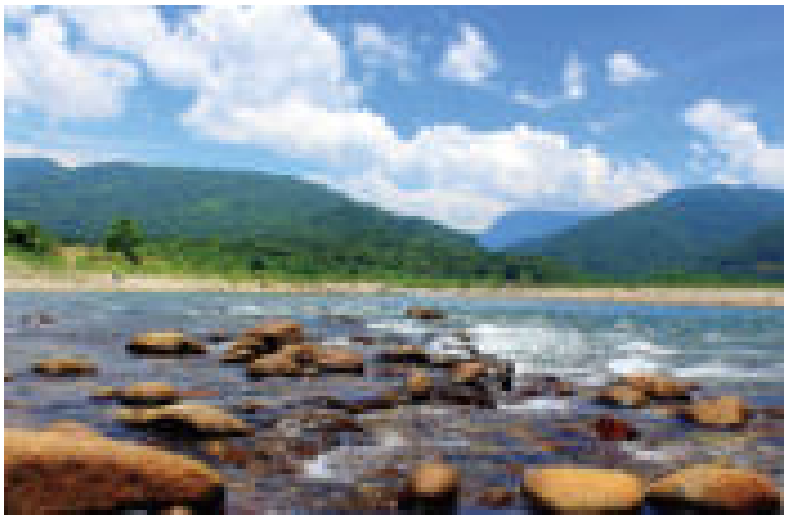

How to go : Bholaganj is located about 33 kilometers far away from Sylhet. There is no direct transport system to go over there. One has to go to Tuker Bazar by public bus. From there, one needs to take CNG auto rickshaw to go to Bholaganj. Boat fare will cost about Tk. 1500 - 2000.

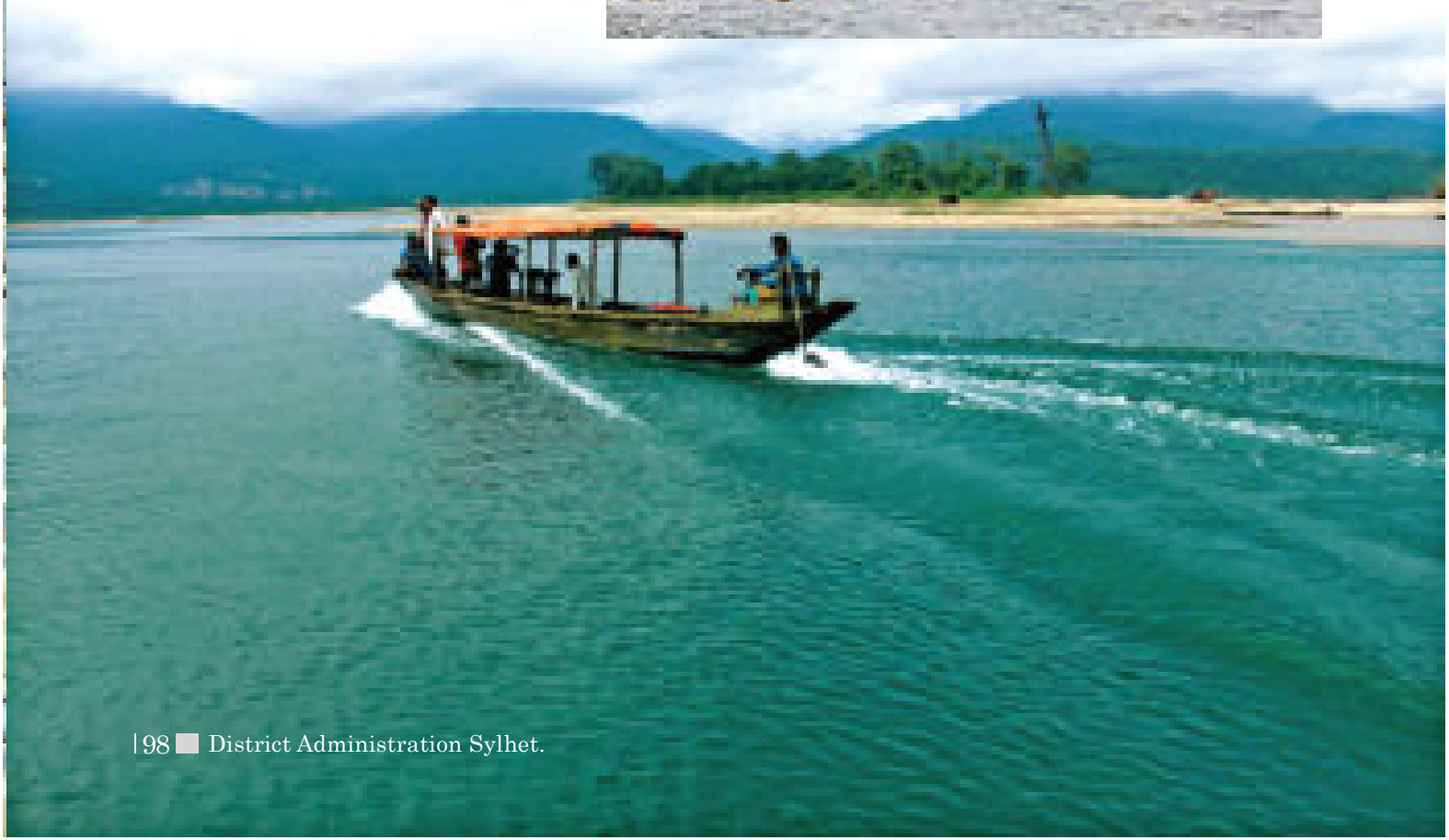

শাপলার রাজ্য ডিবি হাওর

সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার ডিবির হাওর। সিলেট থেকে ৪২ কিলোমিটার রাস্তা পেরুলেই বিজিবি ক্যাম্পের পাশে এই হাওরে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে খরচ পড়বে ৩০০-৪০০ টাকা।

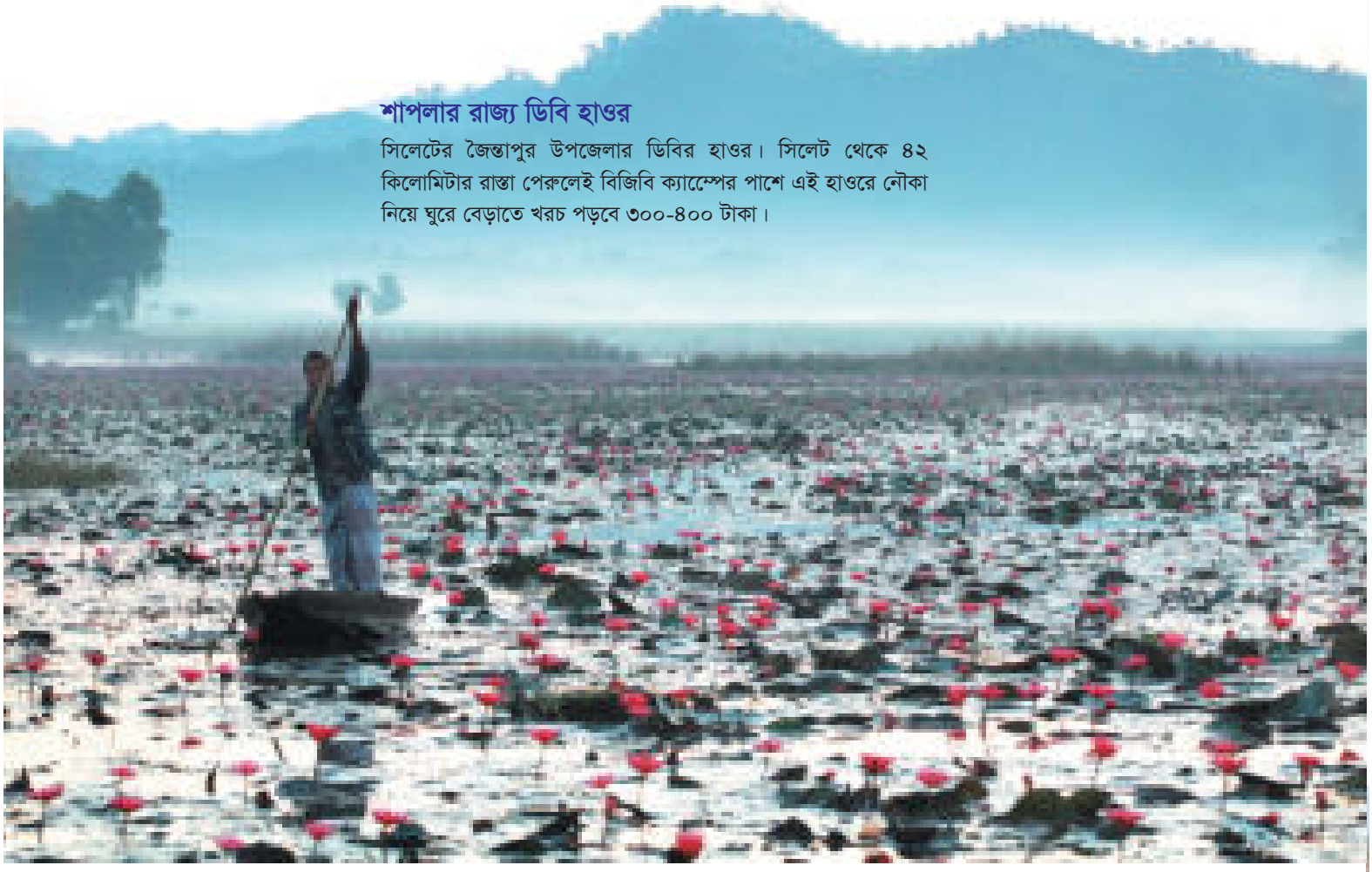

Dibi Haor Full of Water Lily

Thousands of red water lily bloom in Dibir Haor of Jaintiapur Upazila. It is 42km away from Sylhet near BGB camp. It will cost about Tk. 300-400 for boat riding in the Haor.

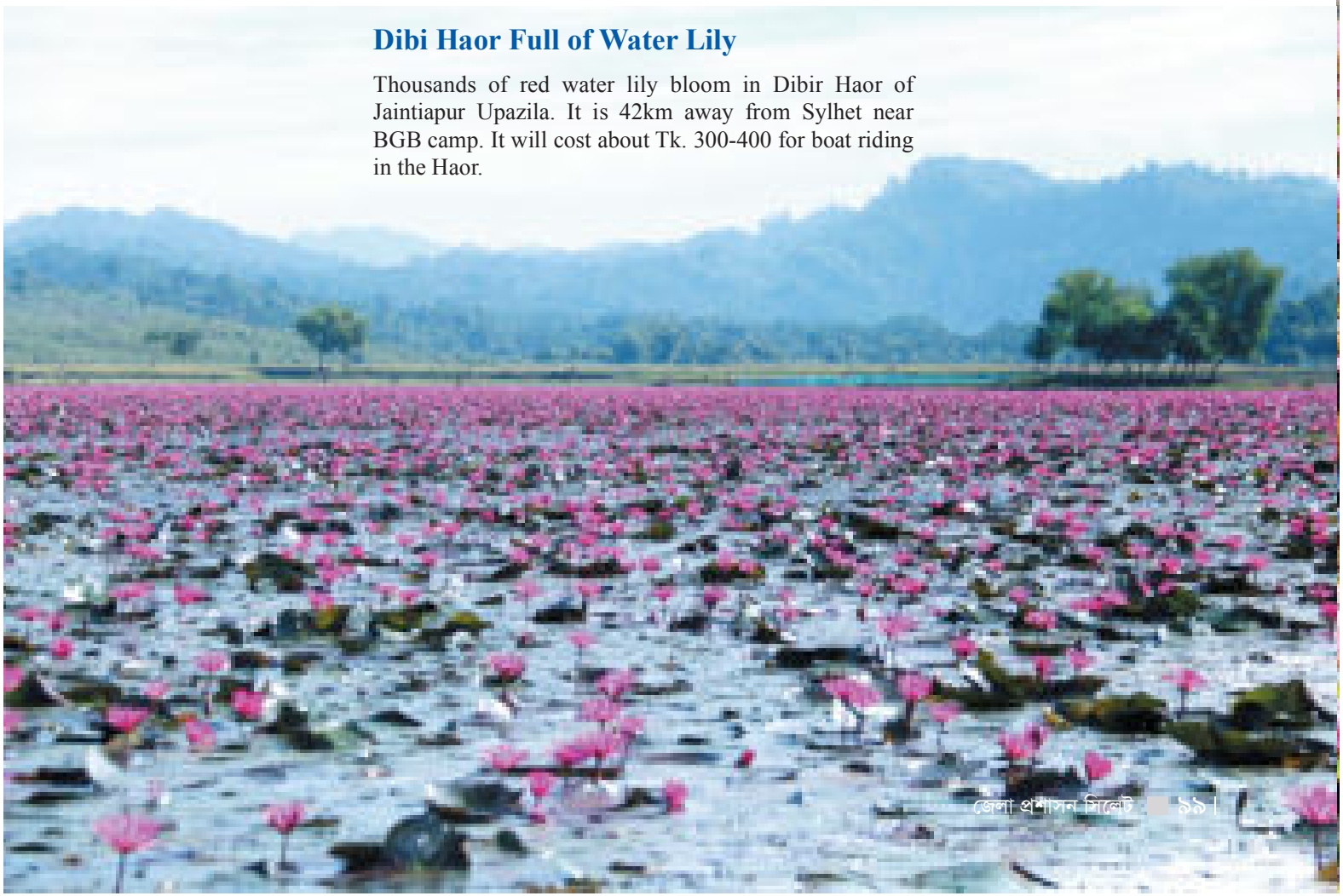

শাপলার রাজ্য ডিবি হাওর
Dibi Haor Full of Water Lily

নীল পানির লালাখাল

নীরব পরিবেশ আর প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য লালাখালকে দিয়েছে ভিন্নমাত্রা। চারিদিকে সারিবদ্ধ সবুজ পাহাড় তার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত সারি নদীর অপরূপ জলরাশি সহজেই মুগ্ধ করে পর্যটকদের। কুয়াশার মতো মেঘ সবসময়ই ভর করে থাকে পাহাড়ের মাথায়। সারি নদীর পানির রং নীল। নীল পানির দুপাশে সবুজ টিলার গায়ে চা বাগান। ভারতের চেরাপুঞ্জির পাশেই লালাখাল। জোৎস্না রাতে লালাখালকে লাগে রহস্যময়ীর মতো।

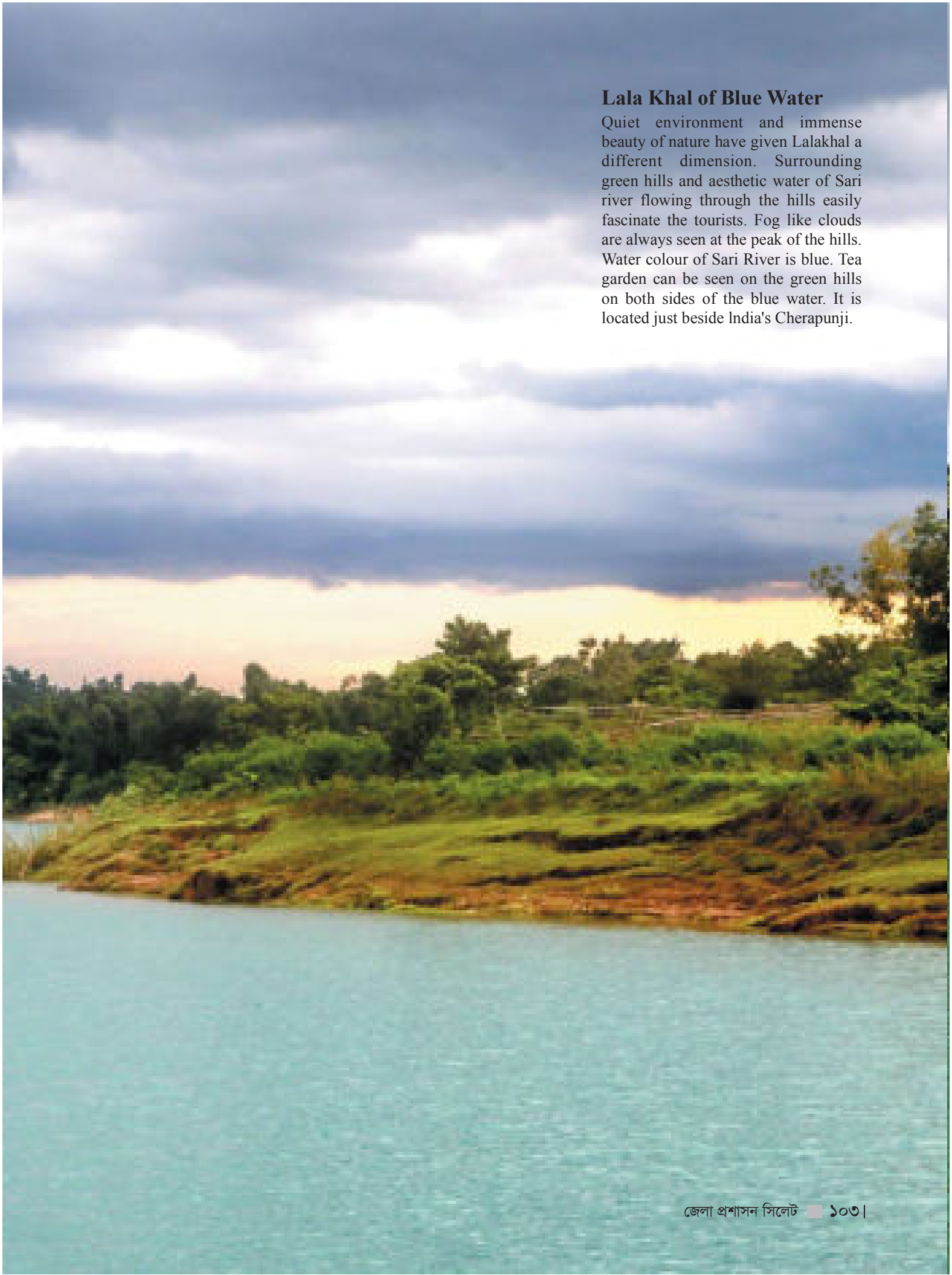

Lala Khal of Blue Water

Quiet environment and immense beauty of nature have given Lalakhal a different dimension. Surrounding green hills and aesthetic water of Sari river flowing through the hills easily fascinate the tourists. Fog like clouds are always seen at the peak of the hills. Water colour of Sari River is blue. Tea garden can be seen on the green hills on both sides of the blue water. It is located just beside lndia's Cherapunji.

নীল পানির লালাখাল
Lala Khal of Blue Water

নীল পানির লালাখাল
Lala Khal of Blue Water

কিভাবে যাবেন : সিলেট শহর থেকে জাফলং রোডে জৈন্তাপুর উপজেলায় এর অবস্থান। সন্ধ্যার দিকে নদীতে কোন নৌকা থাকে না, তাই ভ্রমণ বা ঘোরাঘুরি সন্ধ্যার মধ্যেই শেষ করতে হয়। সিলেট থেকে জাফলংয়ের বাসে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গেলেই সারিঘাট পড়বে। মাইক্রো রিজার্ভ করে যেতে ভাড়া পড়বে ২৫০০-৩০০০ টাকা। নদীতে নৌকা ভ্রমণ করা যাবে ঘন্টায় ৬০০ টাকায়।

How to go : It is located at Jaintiapur upazila which is on the way to Jaflong. As boata are not available in the evening, the visit has to be completed before evening. One has to go by Bus towards Jaflong from Sylhet to reach Sarighat. So, one has to cross 35 kilometer road. It will cost Tk. 2,500-3,000 for reserved microbus and Tk. 600 will cost as boat fair.

নীল পানির লালাখাল
Lala Khal of Blue Water

সারি নদী

সিলেটের একটি উচ্ছল নদী হচ্ছে সারি। সাপের মতো এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে সিলেটের বুকে। দৈর্ঘ্য ৮৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১১৯ মিটার। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের জৈন্তা পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে সারি নদী। কথিত আছে, এই নদী দিয়েই পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। সারি নদী এতোটাই স্বচ্ছ যে এর বুকে সাঁতার কাটা কিংবা নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ তুলনাহীন। দুই পাশের টিলা, পাহাড়, সবুজ বনানী, এঁকেবেঁকে চলা স্বচ্ছ জলের সারি নদী মনে-প্রাণে প্রশান্তি এনে দেয়।

Sari River

Sari is one of the most beautiful rivers of Sylhet which has been flowing like a Zigzag. It is nearly about 85 km long and 119 m wide. It has originated from the Jaintia hill of Meghalaya state of India. It is said that Ibne Batuta, a world-famous traveler entered into Bangladesh via this river. Its water is so clear that swimming and travelling by boat in this river is a matter of tremendous pleasure. It brings tranquility and composure for the tourist through its natural beauty.

শ্রীপুর

মেঘ পাহাড়ের দেশ নামে খ্যাত জৈন্তাপুর উপজেলায় অবস্থিত শ্রীপুর পিকনিক স্পট। নীরবতায় আচ্ছাদিত এই স্থানটির পরিবেশ যেকোন পর্যটককে দেয় অনাবিল আনন্দ। সিলেট-তামাবিল সড়কের দু'পাশের প্রকৃতি অসাধারণ বৈচিত্র্যপূর্ণ। দূর পাহাড়ের বুকে চিরে ঝরে পড়া ঝরনার দেখা মিলবে শ্রীপুর যাওয়ার পথে। শ্রীপুরের লেকের স্বচ্ছ জলরাশির মধ্যে ইচ্ছে করলেই নৌ ভ্রমণ সেরে নেয়া যায়।

Sripur

Sripur picnic spot is located at Jaintiapur Upazila which is welknown for clouds and hills. Calm and quiet environment of this spot, offers boundless pleasure to any visitor. Natural beauty of both sides of Sylhet-Tamabil road is full of exceptional diversity. On the way to Sripur, one can see fountains of far away hills. One can enjoy boat journey on clear water of Sripur Lake.

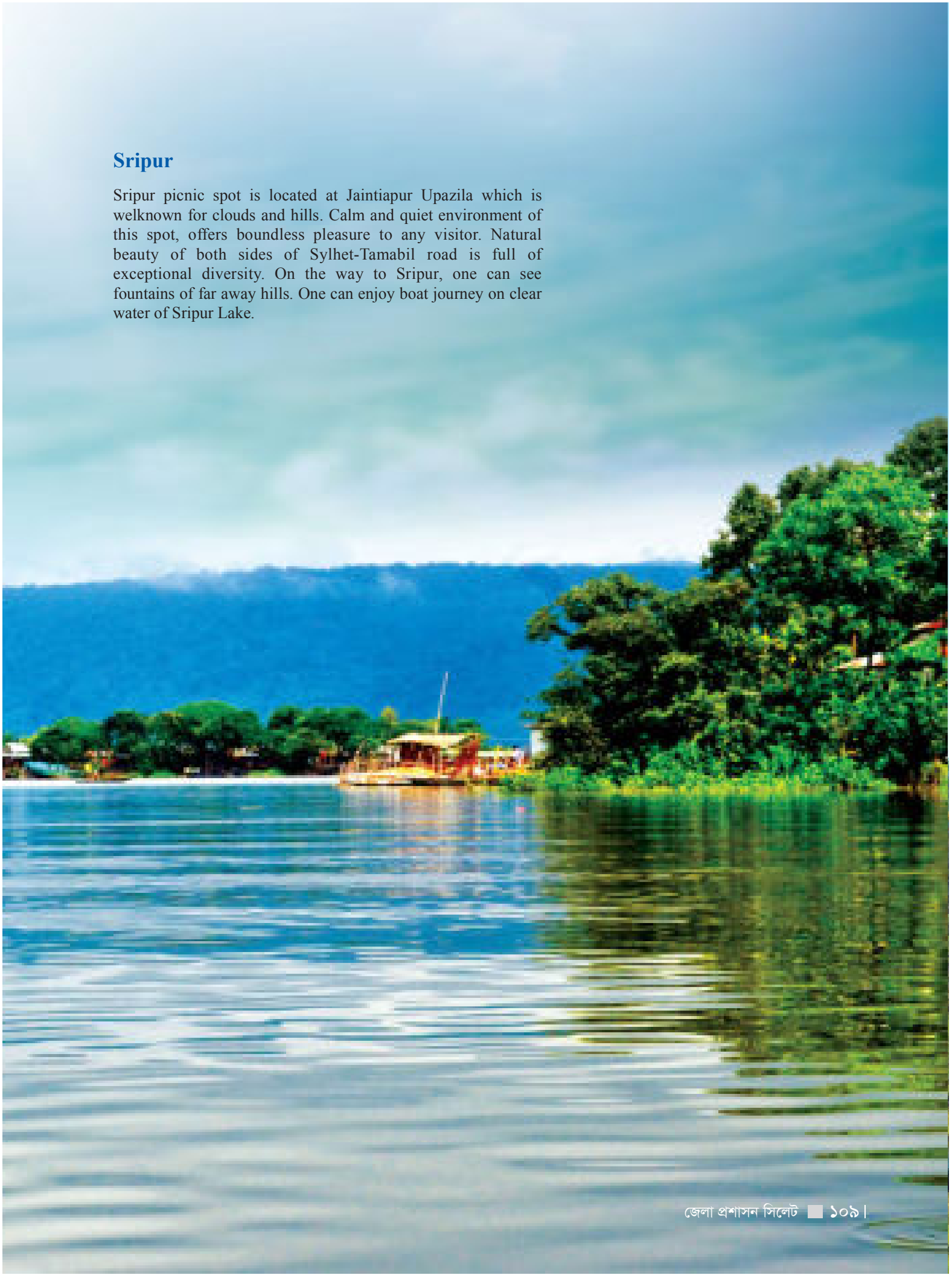

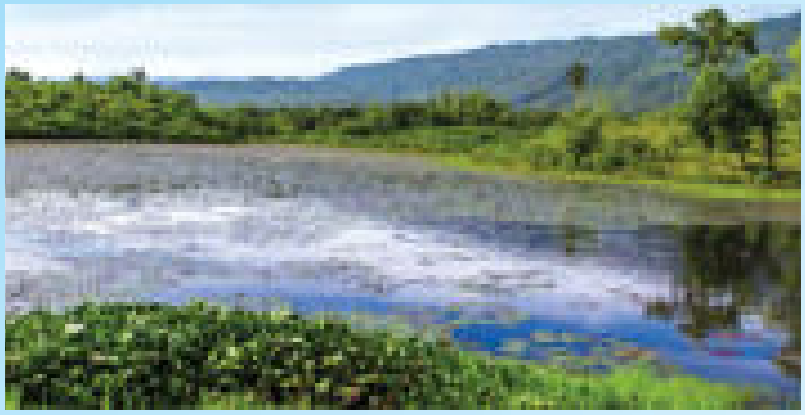

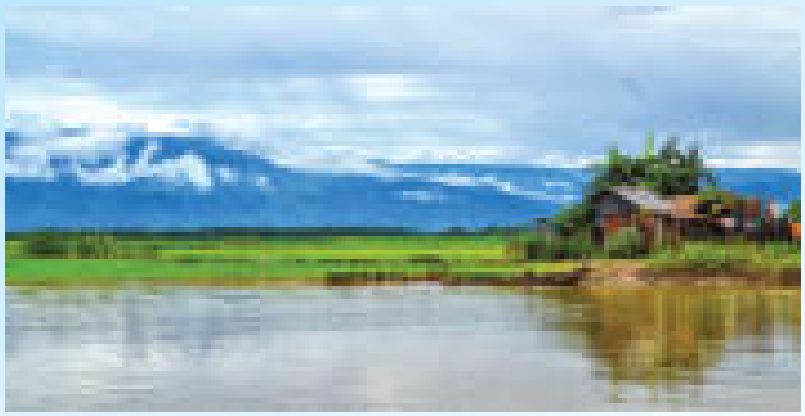

কিভাবে যাবেন : সিলেট শহর থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে শ্রীপুরের অবস্থান। শ্রীপুরে যাতায়াত সুবিধা ভালো। বাসে অথবা রিজার্ভ গাড়ি এই দুই মাধ্যমেই পৌঁছানো যায় শ্রীপুরে। ভাড়া লাগবে ১৫০০-২০০০ টাকা।

How to Go : It is located 62 kilometer away from Sylhet city. Transportation facility towards Sripur is reasonable. One can reach there by bus or reserve car. It will cost Tk. 1500-2000.

সারিঘাট

সিলেট থেকে জাফলং যাওয়ার পথেই পড়বে সারিঘাট। গোয়াইনঘাটে এই নদীর অবস্থান। নদীর ঘাটে এলেই চোখে পড়বে বালু তোলার দৃশ্য। সারি নদীর বালু এ এলাকায় প্রসিদ্ধ। এই ঘাট থেকে একই সাথে সারি নদী আর মেঘালয়ের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। সারি নদীর পানি এতটাই নীল যেন মনে হবে আকাশের সব নীল আছড়ে পড়েছে সারির বুকে। সারি নদীর দুই পাড়ে তরমুজ ও চায়ের চাষ চোখে পড়ার মতো।

কিভাবে যাবেন: বাসে করে সিলেট থেকে গোয়াইনঘাটের সারিঘাট যেতে হবে।

Sarighat

On the way to Jaflong from Sylhet city, Sarighat will be found. It is situated in Gowainghat Upazila. From river bank, you can see the scenery of sand collection. Sand of Sari River is well-known. From the bank of Sarighat, one can enjoy the beauty of both Sari River and Meghalaya. The water of Sari is so blue that it seems the whole blue of sky is bestowed upon the surface of Sari. The cultivation of tea and watermelon on the both side of Sari river is very significant.

How to go: One can go there by bus from Sylhet to Sarighat area of Gowainghat.

হাকালুকি হাওর

Hakaluki Haor

হাকালুকি হাওর
Hakaluki Haor

হাকালুকি হাওর
Hakaluki Haor

হাকালুকি হাওর

বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর হাকালুকি। এশিয়ার অন্যতম একটি মিঠা পানির এ হাওর এর বিস্তৃতি সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা ছাড়াও মৌলভীবাজারের কুলাউড়া ও বড়লেখায়। হাকালুকি হাওরের বিশাল জলরাশির মূল প্রবাহ জুড়ি ও পানাই নদী। ২৫ হাজার হেক্টরের এ হাওরে রয়েছে ১৭০ প্রজাতির মাছ, ১২০ প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ। হাওরের মোট ২৩৮টি বিলের মধ্যে ২০টি বিলকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। শীতে হাকালুকি হাওরে বসে অতিথি পাখির মেলা। প্রায় ১৫০ প্রজাতির অতিথি পাখি আসে এ হাওরে।

কিভাবে যাবেন: সিলেট বাসস্টেশন হতে বাস বা মাইক্রোবাসে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় যেতে সময় লাগবে ১ ঘন্টা। সেখান থেকে অটোরিকশায় করে ঘিলাছড়া জিরো পয়েন্টে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে হাওর। সিলেট থেকে সরাসরি মাইক্রোবাস নিলে খরচ পড়বে ২০০০ থেকে ৫০০০ টাকা। দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার। হাওরে ভ্রমণের উপযুক্ত সময় এপ্রিল-অক্টোবর পর্যন্ত।

Hakaluki Haor

Hakaluki is one of largest haors in Bangladesh and one of Asia's larger marshes. The area is comprised of Golapganj and Fenchuganj of Sylhet District and Kulaura and Barlekha of Moulvibazar district. The total area of the haor is about 25000 hectre with a total of 170 species of fish, 120 species of plant. There are more than 238 beels in the haor of which 20 beels have been declared as fish sanctuary. In winter season, Hakaluki haor appears with different beauty. In every winter, thousands of migratory birds of about 150 species from Suberia and other cold countries flock to the haors.

How to go: Hakaluki Haor is situated about 28 kilometers far away from Sylhet. By bus or microbus, one can go to Fenchuganj. It will take one hour. Then by auto rikshaw, one needs to go to Ghilachara zeropoint. Total fare will be about Tk. 2000-5000. April-October is perfect time for visiting Hakaluki haor.

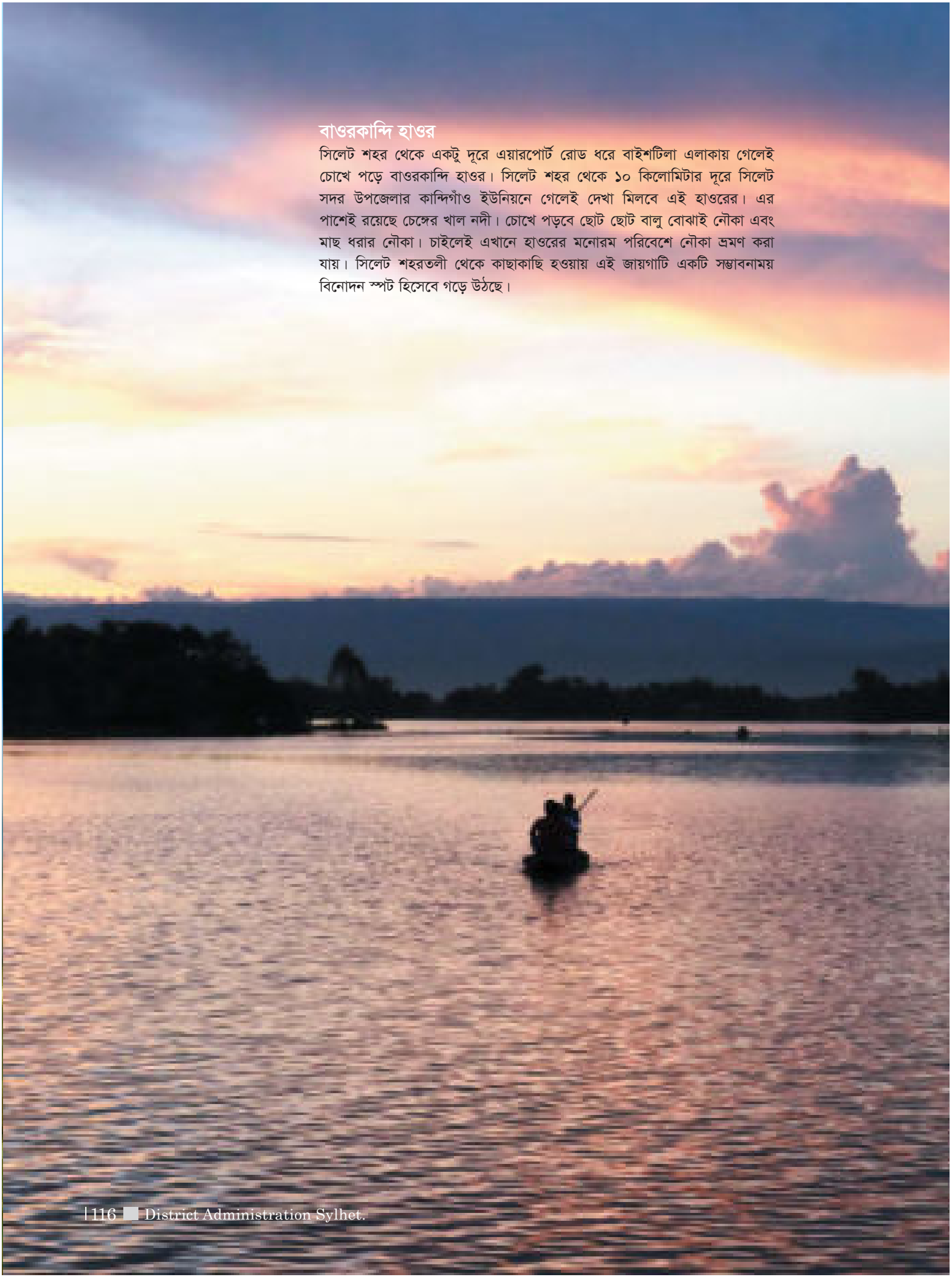

বাওরকান্দি হাওর

সিলেট শহর থেকে একটু দূরে এয়ারপোর্ট রোড ধরে বাইশটিলা এলাকায় গেলেই চোখে পড়ে বাওরকান্দি হাওর। সিলেট শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সিলেট সদর উপজেলার কান্দিগাঁও ইউনিয়নে গেলেই দেখা মিলবে এই হাওরের। এর পাশেই রয়েছে চেঙ্গের খাল নদী। চোখে পড়বে ছোট ছোট বালু বোঝাই নৌকা এবং মাছ ধরার নৌকা। চাইলেই এখানে হাওরের মনোরম পরিবেশে নৌকা ভ্রমণ করা যায়। সিলেট শহরতলী থেকে কাছাকাছি হওয়ায় এই জায়গাটি একটি সম্ভাবনাময় বিনোদন স্পট হিসেবে গড়ে উঠছে।

Baorkandi Haor

Baorkandi Haor is not very far from Sylhet city which is located at Baishtila area near the airport road. It is located at Kandigaon Union of Sylhet Sadar Upazila which is about 10 km far away from Sylhet city. Beside the haor, we will see Chenger Khal river. Small boats carrying sand and fishes can be seen there. If anyone wants, he can have a boat trip in this serene environment of haor. As the place is not so far away from Sylhet city, it is becoming a potential recreational spot day by day.

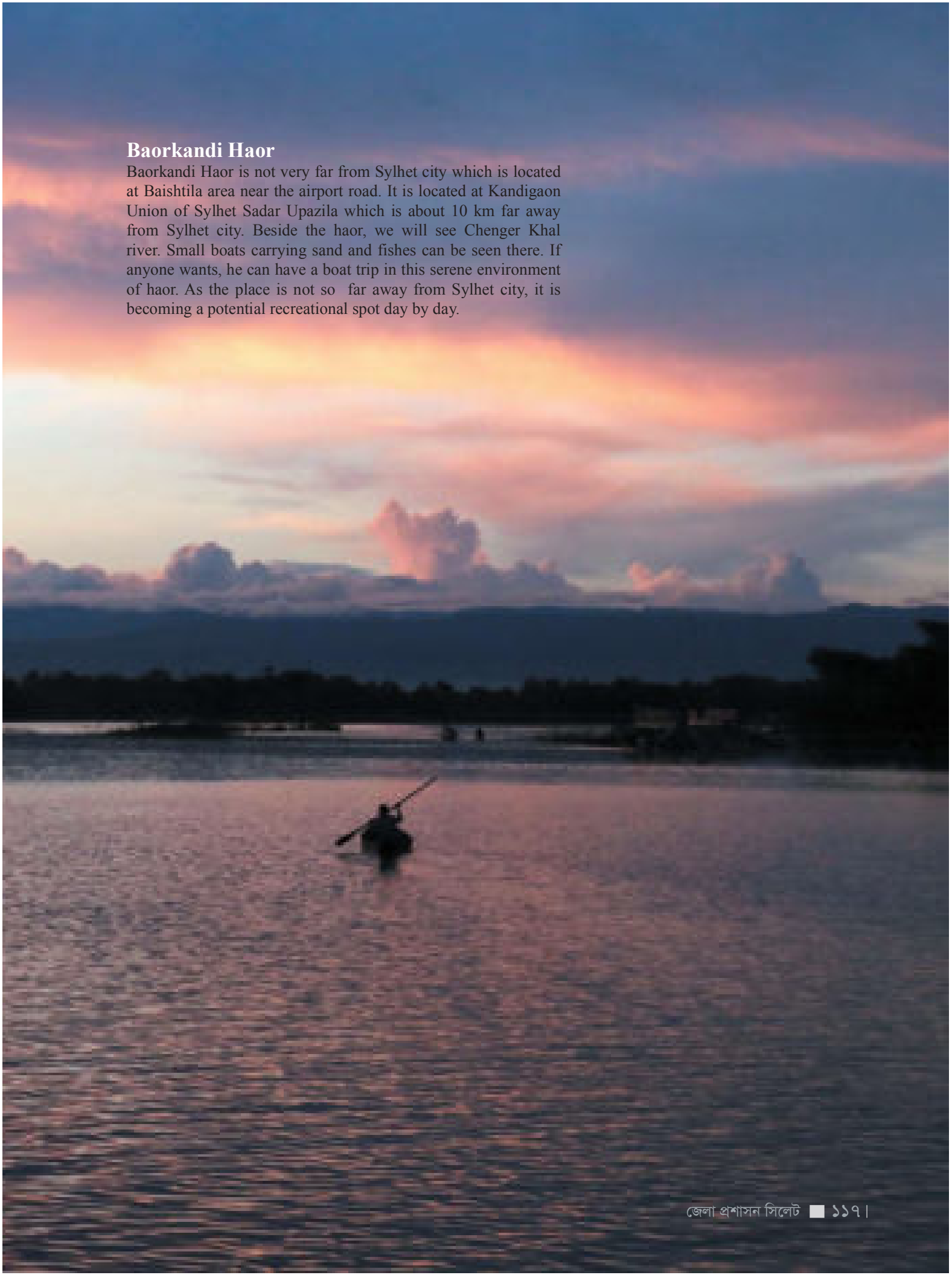

যেভাবে যাবেন: সিলেট শহরতলী থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে বাওরকান্দি হাওরে যেতে অটোরিক্সাযোগে ৩০-৪০ মিনিট সময় লাগে। রিজার্ভ অটোরিক্সা ভাড়া পড়বে ৪০০-৫০০ টাকা এবং হাওর ভ্রমণে নৌকা ভাড়া পড়বে ৩০০-৪০০ টাকা।

How to go: It will take 30-40 minutes to go to Baorkandi haor by auto-rickshaw which is 10 km away from Sylhet city. If the auto-rickshaw is reserved, then it will cost 400-500 Tk and a boat trip in haor will cost 300-400 Tk.

কুশিয়ারা নদী

কুশিয়ারা নদীর উৎস হচ্ছে মণিপুর পাহাড়ের বরাক নদী। মণিপুর পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে মণিপুর হয়ে কাছাড় জেলার ভেতর দিয়ে সিলেটে প্রবেশ করেছে কুশিয়ারা। সিলেটে এসে বরাক নদী দুই শাখায় দুটি আলাদা নামে প্রবাহিত হচ্ছে। উত্তরে প্রবাহিত স্রোতধারাকে সুরমা এবং দক্ষিণে প্রবাহিত স্রোতধারাকে কুশিয়ারা নামে ডাকা হয়। কুশিয়ারার দৈর্ঘ্য ১২০ মাইল। এ নদী মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে।

কুশিয়ারা বেশ কয়েকটি শাখায় সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে। এগুলোর নাম বিবিয়ানা, ধলেশ্বরী, খোয়াই ও কালনী।

Kushiara River

Kushiara has originated from Barak of Manipur hill which has entered into Sylhet through the Kachar District via Manipur. Barak River has divdied into two branches in Sylhet. The flowing stream of the east is called Surma and the flowing stream of the south is called Kushiara. lt is nearly about 120 km long which has coincided with Meghna. It has also different branches which are known as Bibiana, Dholeshwari, Khowai, Kalni etc.

সুরমা নদী

সিলেটকে সুরমা নদী মায়ের মত জড়িয়ে রেখেছে। সুরমা বাংলাদেশ-ভারতের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। এর উৎপত্তি মণিপুর পাহাড়ে মাও সংসাং এর নিকট বরাক নদী থেকে। আসামের নাগা-মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে এসে নদীটি দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উত্তরের শাখাটি সুরমা নামে পশ্চিম দিকে বিশ্বনাথ উপজেলা হয়ে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আজমেরিগঞ্জের কাছে উত্তরের শাখা সুরমা, আর দক্ষিণের শাখা সিলেটের কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে হবিগঞ্জে কালনী নদীতে গিয়ে মিশেছে। এরপর সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা ভৈরব বাজারে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

Surma River

Surma has embraced Sylhet like Mother. It is a cross-border river of Bangladesh-India. It has originated from Barak River in the Manipur Hills near Mao Songsang. After being originated from the Naga-Monipur region of Asam, it has been flowing into two branches dividing at Bangladesh border. The northern branch named 'Surma' is flowing over Chatak upazila of Sunamganj district via Bishwanath upazila of Sylhet. The northern branch Surma and southern branch Kushiara of Sylhet have coincided near Ajmerigonj of Habiganj which is named as Kalni there. Then Kalni, the coinciding flow of Surma and Kushiara hold the name “Meghna” immediately after flowing a little distance away towards southward. The Meghna has fallen into the Bay of Bengal coinciding with Old Brahmaputra at Bhoirab Bazar and Padma at Chandpur.

সুরমা নদী
Surma River

সুরমা নদী
Surma River

গোয়াইন নদী

গোয়াইন নদীর একপাশে ঘন পাহাড়। পাহাড়ে ঘেরা এই নদীর অপার সৌন্দর্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের। ভারতের মেঘালয় পার্বত্য এলাকা থেকে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার উত্তরাংশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে গোয়াইন নদী। এটি ছাতক উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক বাজারের কাছে সুরমা নদীতে পড়েছে। গোয়াইন একটি খরস্রোতা পাহাড়ি নদী। বর্ষা মৌসুমে এ নদী বিপুল পরিমাণ পলি বহন করে আনে। নদীটি ১০০ মিটার প্রশস্থ। গোয়াইন নদী থেকে প্রতিদিন শত শত শ্রমিক পাথর ও বালি সংগ্রহ করে। জাফলং এলাকার মানুষের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে এই নদীর ওপর নির্ভরশীল।

Gowain River

The river Gowain fascinates tourists with its serene beauty surrounded by green hill tracks. It has entered into Bangladesh from the hilly area of Meghalaya of India via northward part of Jaintiapur Upazila of Sylhet. It has fallen into Surma river near the Chatak Bazar in Sunamganj flowing over Chatak upazila. It is a river with heavy current which carries huge amount of sediment during the rainy season. It is nearly about 100 meter wide. Hundreds of day labourer search their livelihood by extracting sand and stone from this river. The people of Jaflong are completely dependent on this river for their livelihood.

পিয়াইন নদী

সিলেটের একটি খরস্রোতা নদী হচ্ছে পিয়াইন। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৪৫ কিলোমিটার। এ নদীতে আছে অসংখ্য বাঁক। পাহাড়ি এ নদীটিতে বর্ষায় নামে পাহাড়ি ঢল। নদীটি আগাম বন্যা নিয়ে আসে সিলেটে। সে সাথে আসে প্রচুর পাথর। পিয়াইন নদী ভারতের আসামের ওম বা উমগট নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি ছাতক উপজেলায় এসে সুরমার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রবেশ পথেই উমগট নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। যার একটি শাখার নাম পিয়াইন নদী এবং অপর শাখাটি ডাউকি বা জাফলং নদী নামে সিলেটে প্রবাহিত হচ্ছে।

Piyain River

Piyain is a river with a strong surrent. It has a length of 145 km. It has numerous turns. During the rainy season, heavy hilly rainfall here brings flood inadvance as well as huge amount of stones. The river has orginated from the Ohm or Ohmget river of Assam state of India. It has coincided with Surma in Chhatak upazila of Sylhet. In the very threshold point of entrance, the Ohm river has divided into two branches. One of them is Piyain and another is Dawki or Jaflong.

দামারি হাওর

দামারি হাওরের অবস্থান সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দীরগাঁও ইউনিয়নের সালুটিকরে। গোয়াইন এবং সারি নদীর পাশেই এর অবস্থান। প্রতিদিন প্রচুর পর্যটক এই হাওরের পাড় ঘেঁষে চলে যান বিছনাকান্দি ও ভোলাগঞ্জের পথে। চলন্ত গাড়ি থেকে দামারিকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হন। হাওরটি যেন রাতারগুলের এক প্রতিরূপ। হিজল-করচ অর্ধডুবো হয়ে থাকে হাওরের পানিতে। দূর থেকে প্রাকৃতিক হ্রদের মতো দেখায় একে। পানি এতই স্বচ্ছ যে পানির নীল আর আকাশের নীল একাকার হয়ে যায়। হাওরের অদূরেই দেখা মিলবে মেঘালয়ের পাহাড়। পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসা ঝরনাধারাও দৃষ্টি কেড়ে নেবে পর্যটকদের। সড়কপথে সিলেট শহর থেকে এর দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার।

Damari haor

Damari haor is located at Salutikor of Nandirgaon Union of Gowainghat Upazila. It is located beside the river Goawain and Sari. Many tourists cross this spot while visiting Bisnakandi and Bholaganj spot. They are mesmerized by the beauty of Damari. It has quite the similar scenic beauty of Ratargul swamp forest. Hizal and Koroch trees are seen partially submerged in the water. It looks like a natural lake from far away. The water is so clear that the blue colour of sky and water just become one at the horizon. The hills of Meghalaya can be seen from here which are not very far away from here. The sight of fountains will catch the eyes of the tourists. The spot is 15 km away from Sylhet city.

শহীদ মিনার

চা বাগানের ফাঁকে ভোরের সূর্যের রক্তিম আলোকছটা, সাথে আবহমান বাংলার সংগ্রামী চেতনা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সিলেট শহীদ মিনার। নান্দনিক শিল্পকর্মের এই স্থাপত্যে রয়েছে তিনটি স্তম্ভ। মাঝের স্তম্ভের উচ্চতা ৪৫ ফুট। তাতে বসানো হয়েছে রক্তিম সূর্য। মূল স্তম্ভের পাশাপাশি শহীদ মিনারকে ঘিরে মুক্তমঞ্চ, মহাসড়ক ও প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। শহীদ মিনারের ডান দিকে মাটির নিচে তিন হাজার স্কয়ার ফুটের একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। এখানে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক, স্মৃতিচিহ্ন, বই ও আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়। ১৯৮৮ সালে এ অঞ্চলের ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার চৌহাট্টা এলাকায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি নির্মিত হয়।

Shaheed Minar

Sylhet Shaheed Minar is standing tall with crimson glow of morning sun through tea garden accompanying the striving spirit of Bangla. This aesthetic work of art has three columns. The central column is 45 feet high, implanted in with crimson sun. ln addition to the orginal pillars, Muktamoncho, rehearsal room and exhibition center have been built surrounding the Shaheed Minar. There is an underground museum of three thousand square feet to the right of the Shaheed Minar. Tokens, books and photographs of language movement and liberation war are exhibited here. In 1988, the Shaheed Minar was established in chowhatta, the nursery house of language movement and great liberation war in this region.

শহীদ মিনার

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

Shaheed Minar

Shahjalal University of Science & Technology Campus

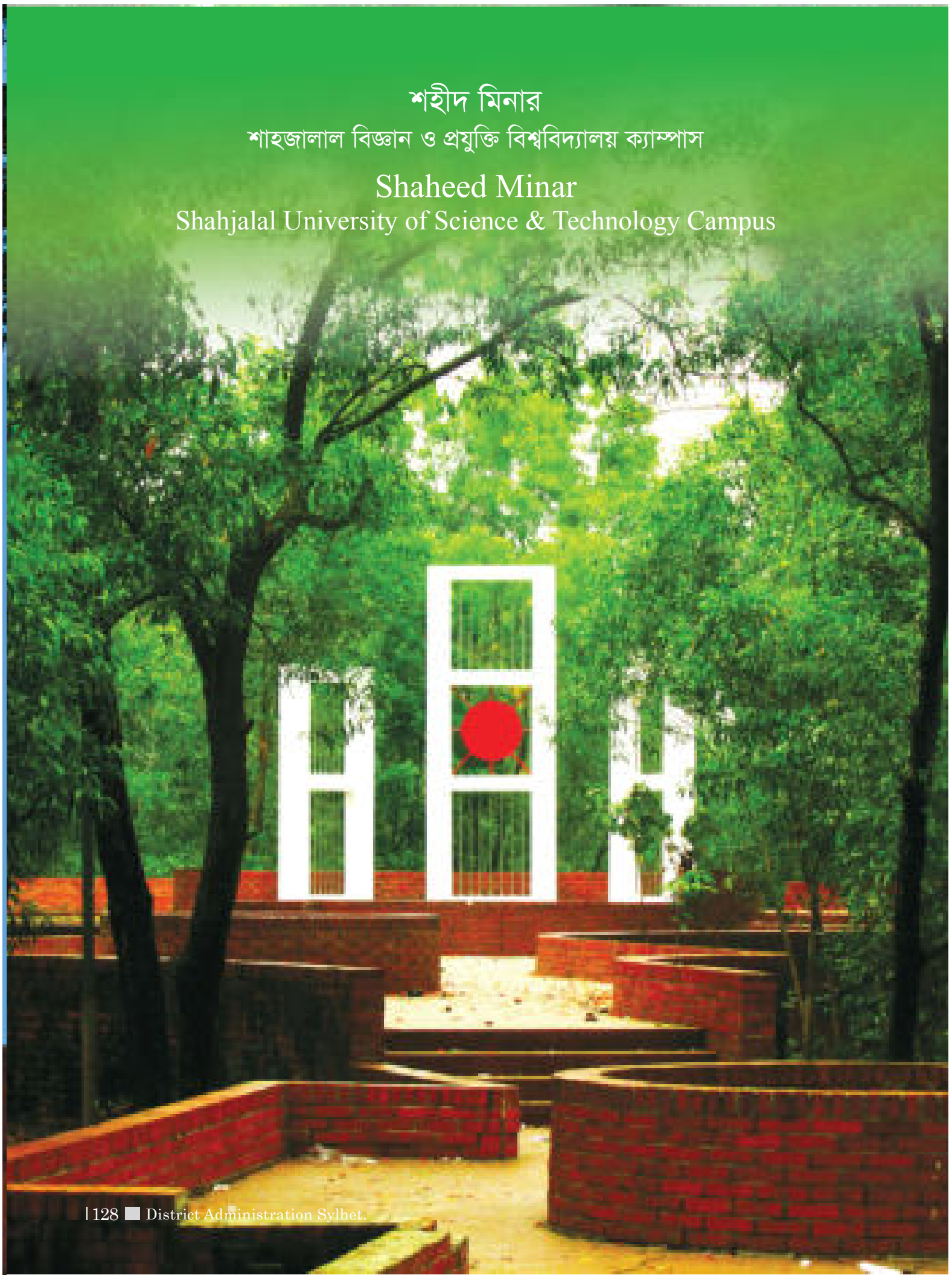

আলোচিত গণকবর ও বধ্যভূমি

মালনীছড়া চা বাগান : বাগানের তখনকার ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক শওকত নাওয়াজ ও অন্য ৯ জনকে একই জায়গায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে পাক সেনারা। বাগানের স্টাফ কোয়ার্টারের কাছেই এই বধ্যভূমি।

খাদিমনগর শ্রমিক হত্যা : সিলেট সদর উপজেলার খাদিমনগর চা বাগানে ১৯৭১ সালের ১৯ এপ্রিল ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা। চা বাগানের শ্রমিকদেরকে কাজ দেয়ার কথা বলে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এতে শহীদ হন ৬৪ জন শ্রমিক। নিহত শ্রমিকদের সবার পরিচয়ও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাগান কর্তৃপক্ষ এই শহীদদের স্মরণে বাগানের প্রবেশপথে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।

সিলেট আবহাওয়া অফিস : একাত্তরের ৫ এপ্রিল সিলেট নগরীর শাহী ঈদগাহ এলাকায় অবস্থিত আবহাওয়া অফিসে হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি সৈন্যরা। সকাল ৮টায় আবহাওয়া অফিসে ঢুকেই তারা ৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে হত্যা করে। স্বাধীনতার পর এখানে তাদের কবরের জায়গাটিতে একটি দেয়াল নির্মাণ করা হয়।

সিলেট সদর হাসপাতাল : ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল। সিলেট শহরে তখন ১৪৪ ধারা। সমগ্র শহরজুড়ে চললো বিমান হামলা। হামলায় আহতরা আশ্রয় নেয় হাসপাতালে। এদের চিকিৎসা করেন ডা. শামসুদ্দিন আহমদ। তার সাথে ছিলেন ডা. শ্যামলকান্তি লালসহ অন্য কর্মচারীরা। বেলা ১১টার দিকে হাসপাতালের চারদিক ঘেরাও করে গুলিবর্ষণ শুরু করে পাকসেনারা। ডা. শামসুদ্দিন আহমদ, ডা. শ্যামলকান্তি লালসহ ৭ জন রোগীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হয় তাদের। এ শহীদদের স্মৃতি অমর করে রাখতে শহীদ মিনারের পাশে তৈরি করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ।

Cemetery and Graveyard

Malnicherra Tea Garden : Pakistani military force killed the acting managing director Showkat Newaj along with his 9 fellow personnels simultaneously in this place. The graveyard is very near to the staff quarter of the garden.

KhadimNagar Labour Killing : It represents the terrible incident of 19 April, 1971. All the tea laborers were called for giving job but shot dead by getting them stand in a row. At that time, 64 laborers were martyred. Many of the deceased were unidentified. In the post liberation time, the authority made a monument at the entrance of the garden.

Sylhet Weather Office : It was 5 April 1971 when Pakistani military force started to make a massacre in Sylhet weather office at Shahi Eidgah. At around 8 am, they killed 9 staffs by entering into Sylhet weather office. A wall was built there after liberation war as for their commemoration.

Sylhet Sadar Hospital : On 9 April 1971. Section 144 was issued in Sylhet city. The whole city was under air attack. Wounded persons took shelter in Sylhet sadar hospital. At that moment, Dr. Shamsuddin Ahmad was acting there. He was accompanied by Dr Shamol Kanti along with other workers. At around 11 am, Pakistani military force surrounded the Hospital from all sides and started firing. Dr Shamsuddin Ahamd, Dr Shamol Kanti and 7 patients were killed in the East-Southward of the hospital. A monument was made after the liberation war for their commemoration.

চেতনা '৭১

চেতনা '৭১ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে নির্মিত এ ভাস্কর্যটি সাদামাটা হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। স্থপতি মোবারক হোসেন নৃপল এর নকশা করেন। এ ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়েছে বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীদের আদলে। পোশাক ও আনুষঙ্গিক উপকরণও বর্তমান সময়ের। ভাস্কর্যটিতে এক ছাত্র রয়েছে জাতীয় পতাকা উঁচুতে তুলে ধরার ভঙ্গিমায় আর এক ছাত্রীর হাতে বই, যা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতীক। দূর থেকে দেখলে মনে হয় খোলা আকাশের নিচে ভাস্কর্যটি নির্ভীক প্রহরীর মতো স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

Chetona 71

Chetona 71 is situated at the premises of Shahjalal University of Science and Technology. It has been designed by Mubarak Hossain Nripol with the theme of running students. Though it is very simple to see, it has a great significance. The sculpture displays the gesture of a male student lifting up a national flag in one hand and a female student with a book in another hand which depicts the constitution of Bangladesh. When it is seen from far, it seems to be representing a valiant guard of the sovereignty and independence.

নানকার বিদ্রোহ

নানকার বিদ্রোহ সিলেট অঞ্চলের একটি কৃষক-আন্দোলন, যা ১৮ আগস্ট ১৯৪৯ সালে সংগঠিত হয়। জমিদারের ভূমিদাসদের একটি প্রথাকে "নানকার প্রথা" বলা হতো। 'নান' ফার্সি শব্দ, এর অর্থ রুটি এবং 'কার' অর্থ যোগান বা কাজ করা; অর্থাৎ 'নানকার' শব্দটি দ্বারা বোঝানো হয় সেসব কর্মীদের যারা খাবারের বিনিময়ে কায়িক শ্রম দান করে। নানকার প্রজাদের চাষ করার জন্য বা ঘর বানানোর জন্য নিজস্ব কোনও জমি দিত না জমিদাররা। সিলেটের বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে মারাত্মকভাবে চালু ছিল নানকার প্রথা। ১৯৩৭ সালের ঘৃণ্য নানকার প্রথা রদ ও জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মানুষ। ১৯৪৯ সালের এই দিনে বিয়ানীবাজার উপজেলার সানেশ্বর উলুউরি গ্রামের সুনাই নদীর তীরে পাকিস্তান ইপিআরের ছোঁড়া গুলিতে প্রাণ দেন ৬ জন। এ ঘটনার পর আন্দোলনে উত্তাল হয় সারাদেশ। অবশেষে ১৯৫০ সালে প্রবল আন্দোলনের মুখে সরকার জমিদারী প্রথা বাতিল ও নানকার প্রথা রদ করে কৃষকদের জমির মালিকানা দিতে বাধ্য হয়।

Nankar Revolt

The mass revolt in Sylhet in the early 20th century, known as the Nankar Revolt occured at 18th August 1949. The term Nankar is derived from Persian words Nan and kar. The Nan means Bread and Kar means service. So, the term Nankar means earning of bread in exchange of service. Actually, the Nankar subordinate was such a wretched person who has no land of his own for cultivation and even for constructing his home. This slavery system was popular in Beanibazar and Golapganj Upazila of Sylhet. In 1937, people revolted. In 1949, Pakistani army killed 6 people near the river of Sunai at Beanibazar. After that, the whole country raised their voice against it. Finally, the movement settled down when the zamindari system was abolished in 1950 and nankars were recognised as normal raiyats guaranteeing their rights on land.

হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী

হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের একজন কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ১১ নভেম্বর ১৯২৮ সালে সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তারপর ইংলিশ বারে অধ্যয়ন করেন ও লন্ডনের ইনার টেম্পলের একজন সদস্য হন। লন্ডনেরই 'আন্তর্জাতিকসম্পর্ক প্রতিষ্ঠান' থেকে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও, ম্যাসাচুসেটসের ফ্লেচার স্কুল অব ল অ্যান্ড ডিপ্লোমেসি থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৭১সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী নতুন দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান ছিলেন। ৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতের সংসদ অধিবেশনে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ে ৪০ টিরও অধিক দেশের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা চালান। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তিনি রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৮ সালে তাকে স্বাধীনতা পদক প্রদান করা হয়।

Humayun Rasheed Choudhury

Humayun Rasheed Choudhurywas a Bangladeshi career diplomat. He was born in Sylhet on 11 November 1928. He graduated from Aligarh Muslim University in 1947. He then studied for the English Bar and became a member of the Inner Temple in London. He obtained a diploma in International Affairs from the London Institute of World Affairs. He later graduated from The Fletcher School of Law and Diplomacy in Massachusetts, United States.

During the Bangladesh Liberation War in 1971, Humayun Rasheed Choudhurywas the head ofthe Bangladesh Mission in New Delhi. He negotiated for the recognition of Bangladesh with over 40 countries. He served as the ambassador and the Foreign Secretary of Bangladesh after the liberation war. In 1986, he chaired the 41st session of the UN General Assembly.He was the Speaker of the National Assembly of Bangladesh from 1996-2001. He was awarded the Independence Award in 2018 for his special contribution to the liberation war.

গোবিন্দ চন্দ্র দেব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ১৯০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিলেটের বিয়ানীবাজারের লাউতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি জি সি দেব নামেই বেশি পরিচিত। জি সি দেবের পূর্বপুরুষ গুজরাট থেকে সিলেট এসেছিলেন। ১৯২৫ সালে বিয়ানীবাজার ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রাস পাশ করেন। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ১৯২৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব আর্টস ও ১৯৩১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। জি সি দেব ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে। ১৯৮৫ সালে মরণোত্তর একুশে পদক ও ২০০৮ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পুরস্কার পান। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাক হানাদারবাহিনী তাকে হত্যা করে।

Dr. Govinda Chandra Dev

Dr. Govinda Chandra Dev, known as G. C. Dev, was a Professor of Philosophy at the University of Dhaka. He was born on 1 February 1907 in the village of Lauta in Beanibazar, Sylhet. His ancestors came from Gujrat (India) to Sylhet. He passed Matriculation with first class in 1925 from Beanibazar English High School and intermediate in 1927 from Kolkata Ripon College. He completed his BA (Hons) in Philosophy from Calcutta Sanskrit College in 1929 and MA in Philosophy from the same Alma Mater. Dr. Dev completed his PhD in Philosophy from Calcutta University in 1944. In 1953, he joined at the Department of Philosophy and Psychology, Dhaka University. Bangladesh government awarded him Ekushe award in 1985 and Independence award in 1908 posthumously to the late Dr. Dev. He was brutally murdered by the Pakistani Army on the fateful night of March 25, 1971.

জেনারেল এমএজি ওসমানী

জেনারেল মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী এবং মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ১৯১৮ সালের ১ নভেম্বর সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক বাড়ি সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার দয়ামীরে। ১৯৩৯ সালে দেরাদুনে ব্রিটিশ ভারতীয় সামরিক একাডেমী থেকে সামরিক কোর্স সম্পন্ন করে রাজকীয় বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন ১৯৪০ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বার্মা রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পরদিনই লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হন। এমএজি ওসমানী ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। সত্তরের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারব গঠিত হলে ওসমানী বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তার স্মরণে ঢাকায় রয়েছে 'ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন' ও 'ওসমানী উদ্যান'। সিলেটে রয়েছে জাদুঘর, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

General M. A. G. Osmani

M. A. G. Osmani was the commander-in-chief of the Bangladesh Armed Forces and Freedom forces during the War of Independence in 1971. He was born in Sunamganj District on 1 November 1918. But his ancestral home was situated at Doyamir under Balaganj Upazila of Sylhet District.

After succeeding Federal Public Service Commission's examination in 1939, he completed his military course from British-Indian Academy which was under British Government in Deradune, India. He joined in Royal Forces as Commissioned Officer in 1940. During the world war II, he fought in Barma Battle.

In 1947, after the partition of India and Pakistan, he joined in Pakistan Army and the following day of his joining, he was promoted to acting Lieutenant Colonel. Later, he joined in Bangladesh Awami league in 1970. In the general election of 1970, he was nominated from Awami league and had been elected as a member of National Assembly. After that, when the Mujibnagar Government was formed in 17 April 1971. M.A.G. Osmani was appointed as the Chief Commander of Bangladesh Armed Forces and Freedom Fighters (Mukti Bahini). After the liberation war, he was ascended as the General of Bangladesh Army in 26th December 1971. Osmani Uddan, Osmani Memorial Hall were named after him. In addition, a museum, a medical college and an international airport are established in remembrance of his name.

হেনা দাস

হেনা দাস শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও নারী নেত্রী। ১৯২৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি সিলেট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। হেনা দাস ১৯৪০ সালে সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪২ সালে সিলেট মহিলা কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৪৭ সালে বি.এ পাস করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র জীবনেই হেনা দাস স্বদেশী আন্দোলন এবং পরে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হন।

হেনা দাস ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে হেনা দাস দশ বছর আত্মগোপনে থাকেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে হেনা দাস সিলেটের নানকার কৃষক আন্দোলনে যোগ দেন এবং চা বাগানের নারী শ্রমিকদের সমন্বয়ে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তিনি 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদে যোগ দেন। উজ্জ্বল স্মৃতি, আমার শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন, স্মৃতিময় দিনগুলো, নারী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, স্মৃতিময়-৭১, পঞ্চম পুরুষ এবং তাঁর আত্মজীবনী চারপুরুষের কাহিনী হেনা দাসের উল্লেখযোগ্য কিছু বই। বহুমাত্রিক অবদানের জন্য তিনি রোকেয়া পদক ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, আহমদ শরীফ ট্রাস্টসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পদক ও সম্মাননা লাভ করেন। ২০০৯ সালের ২০ জুলাই হেনা দাস মারা যান।

Hena Das

Hena Das was an educationist, politician and women leader. She was born on 12 February, 1924 in Sylhet. She passed Matriculation from Sylhet Agragami Girls' high School in 1940, I.A. and B.A. from Sylhet Womens' College respectively in 1942 and 1947. She obtained M.A. degree in Bangla from Dhaka University. Right from her student life, Hena Das participated in Swadeshi Andolon (Native movement) and later in Independence Movement against British and Armed Revolutionary Movement. In 1938, she became a member of 'Nikhil Bharat Chatra Federation' (All India students' Federation).

Hena Das obtained membership of Communist Party in 1942. Communist Party was banned during Pakistan period and she absconded herself for 10 years. She joined in the movement of Nanker Farmers of Sylhet in 1948-1949 and built up Trade Union with the collaboration of women labourers. She built "Mohila Songram Parishad" in the mass upsurge in 1969. In 1970, she joined "Bangladesh Mohila Parishad". Some mentionable books of Hena Das are "Ujjal Sriti", "Amar Shikka", "Shikkokota Jibon" and "Sritimoy Dingulo", "Nari Andolon", "Communist Partir Bhumika", "Sritimoy-71", "Pancham Purush", "Charpurusher Kahini" and her autobiography. For her multifarious contribution, Hena Das was awarded "Rokeya MedaI" and veneration and medals from different non-govt. organizations including "Ghatok Dhalal Committee" and "Ahmed Sharif Trust".

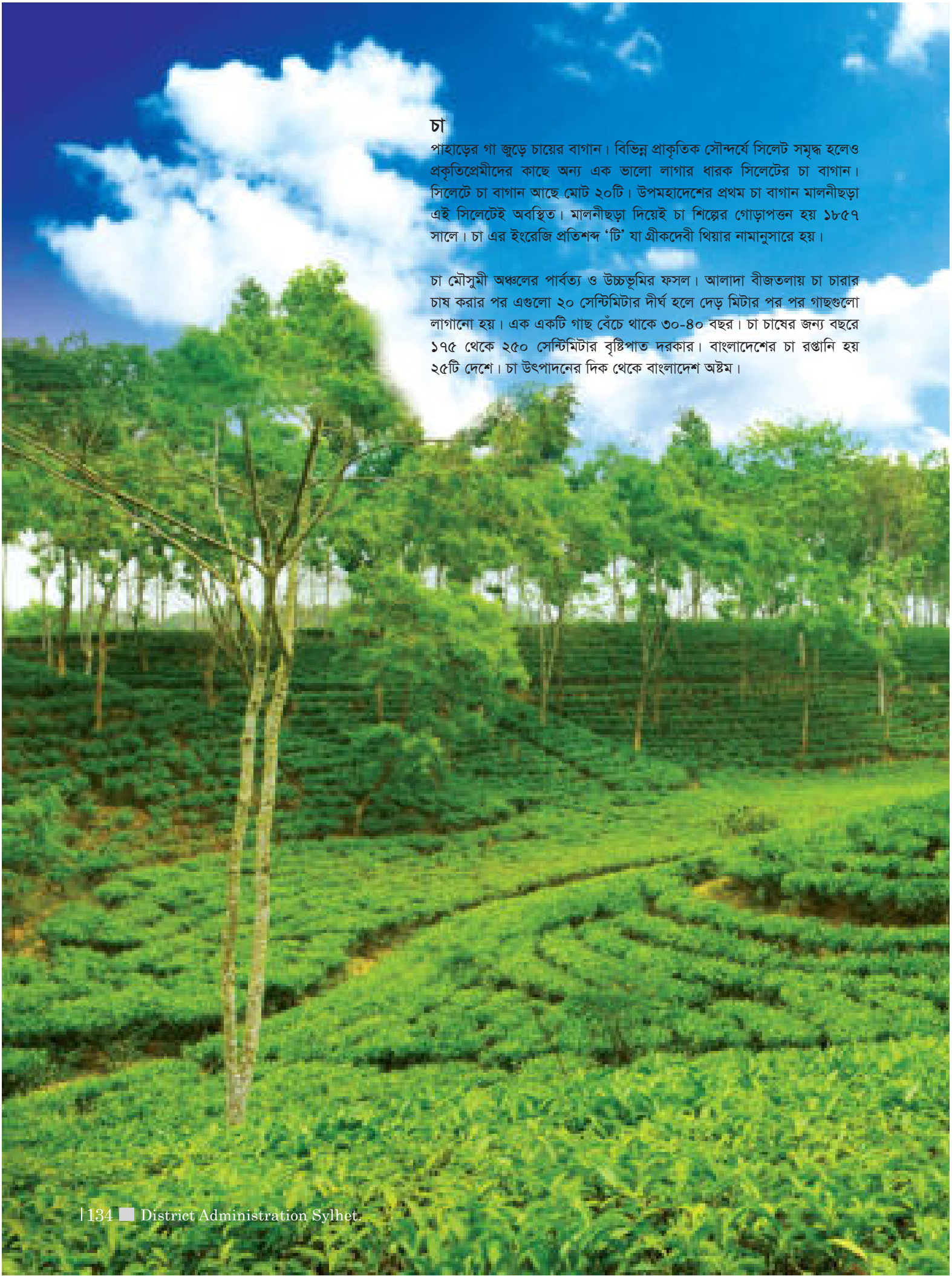

চা

পাহাড়ের গা জুড়ে চায়ের বাগান। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সিলেট সমৃদ্ধ হলেও প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে অন্য এক ভালো লাগার ধারক সিলেটের চা বাগান। সিলেটে চা বাগান আছে মোট ২০টি। উপমহাদেশের প্রথম চা বাগান মালনীছড়া এই সিলেটেই অবস্থিত। মালনীছড়া দিয়েই চা শিল্পের গোড়াপত্তন হয় ১৮৫৭ সালে। চা এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'টি' যা গ্রীকদেবী থিয়ার নামানুসারে হয়।

চা মৌসুমী অঞ্চলের পার্বত্য ও উচ্চভূমির ফসল। আলাদা বীজতলায় চা চারার চাষ করার পর এগুলো ২০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ হলে দেড় মিটার পর পর গাছগুলো লাগানো হয়। এক একটি গাছ বেঁচে থাকে ৩০-৪০ বছর। চা চাষের জন্য বছরে ১৭৫ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত দরকার। বাংলাদেশের চা রপ্তানি হয় ২৫টি দেশে। চা উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ অষ্টম।

Tea

There are many tea gardens in the slopes of the hills. Among different natural beauties, tea gardens are unique attraction to naturists. There are 20 tea gardens in Sylhet. The first tea garden of this sub-continent is Malnicherra of Sylhet. The tea industry started its journey with the establishment of Malnicherra. 'Tea' is the English name of Cha. This was named after the Greek goddess Thea.

Tea is grown in mountainous area and highland of seasonal territory. The plants of tea are cultivated in different seed-bed and then they are sown when they are about 20 cm. The life-span of each tea tree is about 30-40 years. About 175-250 cm rainfall is essential for the cultivation of tea-plants. We export it in 25 countries. Bangladesh has secured the 8th position in tea-production in the world.

সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র

সিলেটের বিয়ানীবাজার, বড়লেখা, কুলাউড়া, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে সাইট্রাস জাতীয় ফলের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এই সাইট্রাস জাতীয় ফলের উৎপাদনের কথা চিন্তা করেই সিলেটের জৈন্তাপুরে স্থাপন করা হয় 'সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্র'। শুধু ফলের গুণ-মান উন্নয়ন নয়, বিভিন্ন জাতের মসলা উন্নতকরণেও গবেষণা চলছে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার গৌরিশঙ্কর গ্রাম সংলগ্ন এই সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রে। এই গবেষণা কেন্দ্রের ভেতর রয়েছে বেশ কয়েকটি টিলা এবং বিশাল বিশাল বেডে সারিবদ্ধ কমলা, সাতকরা, বাতাবিলেবু এবং অন্যান্য ফলের গাছ। নতুন বেশ কিছু ফলের উন্নত জাত, উৎপাদন প্রযুক্তি, রোগমুক্তকরণ ও প্রক্রিয়াজাতের কলা-কৌশল উদ্ভাবনের গবেষণা চলছে এই কেন্দ্রে। ফুল-ফল ও শাক-সবজি উৎপাদন ও গবেষণার জন্য ১৯৫১ সালে কৃষি কার্যক্রমের অধীনে অর্গানাইজেশন অব হর্টিকালচার সেকশন নামে প্রকল্প চালু হয়। এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ১৯৫৯-৬০ সালে জৈন্তাপুরে ৫৩ একর জমি নিয়ে ফল উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬১ সালে আরও ৬৫ একর জমি নিয়ে গোলমরিচ চাষাবাদের জন্য প্রকল্প চালু হয়। পরে ১৯৭০ সালে এদের একীভূত করা হয়। ১৯৭৬ সালে এ গবেষণা কেন্দ্রকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধিভুক্ত করা হয়। এই গবেষণা কেন্দ্রের ভেতর ঢুকলে সহজেই যে কোন দর্শনার্থীর মন জুড়িয়ে যাবে।

কিভাবে যাবেন : সিলেট থেকে সিএনজি কিংবা ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সায় চলে যাওয়া যাবে সাইট্রাস গবেষণা কেন্দ্রে।

Citrus Research Centre

The highest amount of Citrus Fruits are produced in the Beanibazar, Jaintiapur, Gowianghat and Kanaighat of Sylhet district. With the contemplation of this citric food, a citrus research centre was established in Jaintiapur of Sylhet. This center also conducts research about the quality development of different types of spices including different fruits. lf anyone visits this citrus research centre which is located beside Gourishankar village of Jaintiapur upazila, he will have a mood of tranquility and peace due to its natural beauty. A project was initiated in 1951 for research and production of vegetable, fruits along with other crops under 'Organization of Horticulture Section'. As a part of this project, a Fruit Development Centre was established in 1959-60 on a land 53 acres in Jaintiapur. ln 1961, another project was initiated to cultivate black pepper on 65 acres of land. Afterwards in 1970, both the projects were combined together. In 1976, this research Centre was taken under the authorization of Bangladesh Agriculture research institute.

How to go : CNG Auto Rickshaw or busses are available from Sylhet to Citrus Centre.

সাতকরা

সাতকরা বা সাতকড়া লেবু জাতীয় এক প্রকার টক ফল। বৈজ্ঞানিক নাম *Citrus macroptera*। সাতকরা আর সিলেট নিবিড়ভাবে জড়িত দুটি নাম। সাইট্রাস গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এ ফলের গাছ লেবুগাছের মতো কাঁটাভরা। লম্বায় ২০ থেকে ২৫ ফুট হয়। ফাল্গুন মাসে ফুল আসে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে ফল হয়। সিলেট ছাড়াও এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে।

সিলেটের জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাটের জাফলং ছাড়াও এখানকার পাহাড়-টিলায় সাতকরার চাষ হয়। প্রচুর ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ এই ফলের গাছ ঔষধি গাছ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্বাদে-গন্ধে অনন্য সাতকরা মুখরোচক সবজি হিসেবে সিলেটের সর্বত্র সমাদৃত। হালকা টক ও তেতো সাতকরা মাছ, মাংস ও ডালের সঙ্গে রান্নায় ভিন্ন মাত্রা তৈরি করে। সিলেটের বিখ্যাত খাবার সাতকরা দিয়ে রান্না করা গরুর মাংস। ছোট মাছ রান্নায়ও অনেক সময় স্বাদের বৈচিত্র্য আনতে ব্যবহার করা হয় সাতকরা।

Satkora
(One of the Citrus Fruits)

Satkora is a sour fruit like lemon. The scientific name of it is Citrus Macroptera. Satkora and Sylhet are two closely related names. The tree, whose origin is from citrus species, is thorny in nature like lemon tree. Usually, these kinds of trees grow up to 20-25 feet. lt blooms in the bangla month Falgun and fruits are seen in Joistha-Ashar (month). Besides Sylhet, it has a great appeal in Assam and Meghalaya state of lndia. It is also grown in Jaintia, Gowainghat, Jaflong and many local hill tracks. It has an excellent taste and smell. That's why people of Sylhet love to have it in their dishes. Because, it adds taste to curry of fish, lentils and meat. But in Sylhet, it is famous for beef-satkora curry to local people.

পান-সুপারি

পান আর সুপারির জন্য বিখ্যাত সিলেট। বহু বছর ধরে এখানে পান সুপারি চাষ হয়। জানা যায়, ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার তোড়ে সিলেটের সংগ্রামপুঞ্জিসহ কয়েকটি পুঞ্জির প্রায় ৪০ ভাগ বাড়িঘর ভেসে যায়। তখন জুমে প্রচুর পান চাষ হতো। এখন এসব পুঞ্জিতে খাসিয়া সম্প্রদায়ের ৩ শ'র বেশি পরিবার বসবাস করছে। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস জুম চাষ। জুমে পান আর সুপারি চাষ করা হয়। পান বাঁধাইয়ের কাজ করে অনেক নারী শ্রমিক আজ স্বাবলম্বি।

Betel Leaf and Nuts

Though the betel leaf and nuts is injurious to health, it plays an important role in our economy. Actually, Sylhet is famous for it. lt is cultivated in Sylhet for many years. It is known to us that about 40% houses were vanished along with Sangram Punji of Sylhet by the devastating flood of 1988. At that time, betel leaves were cultivated as a part of shifting cultivation. Now, about three hundred people of Khasia (tribal) community have been living here. Their main source of income is shifting cultivation. By shifting cultivation, Betel Leaf and Betel Nuts are cultivated. By doing this, many local women are self-dependent now.

কমলা

শীত আসলেই সিলেট জুড়ে চলে কমলার রাজত্ব। খাসিয়াপুঞ্জিতে উৎপাদিত কমলার সুখ্যাতি রয়েছে। এ কমলার চাহিদা এতোই যে তা রপ্তানি হয় দেশের বাইরেও। প্রতিবছর সিলেটে প্রায় ৩৮৫ হেক্টর জমিতে কমলার বাণিজ্যিক চাষ হয়। বাগানের সংখ্যা ১৫৭টি। বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, জাফলং, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় কমলার ফলন হয় সবচেয়ে বেশি। কমলা গাছ লম্বায় প্রায় ৩০ ফুট হয়। কমলা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এতে ভিটামিন সি ও ক্যালসিয়াম ছাড়াও বিটা ক্যারোটিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। এক একটা পুরানো কমলা গাছে বছরে তিন থেকে সাড়ে চার হাজার কমলা ধরে।

Orange

Sylhet is the city of two leaves and one bud for the enormous production of tea. Besides this, it is a well-known city for orange. ln winter season, we see the abundance of orange in Sylhet. But the orange which are produced in KhasiaPunji has a huge reputation. And for that reason, these are exported every year. Commercially, about 385 hectres land are allocated for the cultivation of orange. There are 157 orange gardens in Sylhet. Orange are produced in Beanibazar, Golapganj, Jaflong, Gowainghat and Companiganj. The height of orange tree is about 30 feet. Oranges are conducive to health. We get Vitamin C, Calcium Beta Carotene and anti-oxidant from orange. We get 3000-4000 oranges from an old orange-tree every year.

লটকন

টক-মিষ্টি এ ফলটি সিলেটে 'ভুবি' নামে পরিচিত। সিলেট অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লটকন উৎপাদিত হয়। একটি লটকন গাছ ৯ থেকে ১২ মিটার লম্বা হয়। পুরুষ এবং স্ত্রী গাছ আলাদা। হলুদ রঙের এই ফলের আকার দুই থেকে পাঁচ সেমি। থোকায় থোকায় যখন ধরে মনে হয় হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে গাছ। লটকনের বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক নাম আছে যেমন: কানাইজু, লটকা, লটকাউ ইত্যাদি। লটকনে প্রচুর ভিটামিন বি-২, ভিটামিন-সি রয়েছে। এছাড়াও ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহসহ বিভিন্ন খনিজ রয়েছে।

Burmese Grape

In Sylhet, Burmese Grape is a well-known fruit and people know it as Vubi. It has sweet-sour taste. A number of this fruit are produced in Sylhet region. The height of the tree is about 9-12 meter. Male and female trees are different. The color of this fruit is yellow and the size is about 2-5 cm. It looks like yellow flowers in the tree when these fruits are grown in bundles. It has different dialectic names. For example: Kanaiju, Lotka, Lotkau etc. Besides Calcium, Phosphorous, Iron, we get Vitamin B2, Vitamin C from it.

লুকলুকি

লুকলুকি সিলেটের আরও একটি টক ফল। পাকলে এর রং লালচে বেগুনি হয়ে যায়। ফলের শাঁসের রং গোলাপি সাদা বা হালকা বাদামি। খোসাসহ পুরো ফলই খাওয়া যায়। ফলটির পূর্ণ স্বাদ পেতে খাওয়ার আগে এটি টিপে তুলতুলে করে খেতে হয়। লুকলুকি দিয়ে ভালো জুস তৈরি করা যায়। লুকলুকির গাছটা অদ্ভুত চরিত্রের। গাছটির গোড়া থেকে মোটা কাণ্ডের সারা গা ভরে থাকে বড় বড় কাঁটায়। তাই গাছে ওঠা ও ফল পাড়ার কথা কেউ চিন্তাই করে না।

Lukluki

Lukluki is an another sour-fruit in Sylhet. It has a red-violet color when it is ripe. The inner color of this fruit is pink-white and slight brown. One can take whole fruit without decorticating it. Before eating, this fruit is required to be flabby by pressing in order to get its full taste. The English name of Lukluki is "Coffee Plant". From lukluki, we can make excellent juice. It is a very strange tree owing to the thorns of every part of it. It Is needless to think to climb up the tree and get the fruit from it by hand.

জলঢুপি আনারস

সিলেটের বিয়ানীবাজারে একটি জায়গার নাম জলঢুপ। এ এলাকায় প্রচুর আনারসের ফলন হয় আর সেগুলো জলঢুপি আনারস হিসেবে পরিচিত। ১৫৪৮ সালে উপমহাদেশে প্রথম আনারস নিয়ে আসে পর্তুগিজ বণিকরা। আমাদের দেশে আনারসের বিস্তার শুরু হয় আসাম ও মণিপুর দিয়ে। এখন সিলেটে প্রচুর আনারসের ফলন হচ্ছে। আনারসের বৈজ্ঞানিক নাম *Ananas satiuvs*. সিলেটের হানিকুইন জাতের জলঢুপি আনারস আকারে বেশ ছোট হলেও স্বাদ খুব মিষ্টি। জলঢুপি পাকা আনারস লালচে ও ঘিয়ে সাদা রঙের হয়ে থাকে। গড় ওজন এক থেকে দেড় কেজি। পাতা বেশ চওড়া ও ঢেউ খেলানো। আনারসে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এ, সি, ক্যারোটিন, ক্যালসিয়ামসহ বিভিন্ন পুষ্টিমান রয়েছে।

Joldhup Pineapple

Joldhup is the name of a place of Beanibazar in Sylhet. The production of Pineapple is ample in Joldhup and for that reason, the very name of Pineapple is Joldhup Pineapple. In 1548, the Portuguese merchants brought the first plant of pineapple. After that, Pineapple had come from Assam and Manipur (two states of India) in our country. The scientific name of Pineapple is *Ananas sativus*. In Sylhet, we see the honeyqueen pineapple which is small but tasty. Usually, the color of Joldhup Pineapple is reddish and cream when it is ripe. The average weight of this kind of Pineapple is 1-1.5 kg. The leaf of Pineapple is wide and choppy. From this fruit, we get plenty of vitamins such as vitamin A, Vitamin C, Carotene as well as Calcium.

তৈকর

তৈকর সিলেট অঞ্চলের জনপ্রিয় আদি টক ফল। সিলেটের পাহাড়ি এলাকার নিকাশযুক্ত অম্লীয় মাটিতে প্রচুর পরিমাণে তৈকর উৎপাদিত হয়। কেউ কেউ তৈকরকে থৈকোলও বলে থাকে। কাঁচা অবস্থায় এ ফলের রং গাঢ় সবুজ, পাকলে হয় হলদে। তৈকর গাছে বছরে দুবার ফল আসে। গাছপ্রতি তিনশ' থেকে সাড়ে তিনশ' ফল ধরে। প্রতিটি ফল সাতশ' থেকে সাড়ে সাতশ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। তৈকর স্কার্ভি রোগ নিরাময়ে কাজ করে। তৈকর দিয়ে তৈরি হয় আচার, জ্যাম, জেলি।

Toikor

Toikor is a popular ancient sour fruit of Sylhet. It is produced in the acidic soil of hill tracks of Sylhet region. It is also called "Toikol" by someone. When it is tender, it is has a deep green color and when it is ripen, it has a yellow color. It gives fruit twice in a year. Near about 300-350 fruits are found per tree. Each fruit is weighed 700-750 mg. It is used in the treatment of scurvy disease. JelIy, Jam, Pickles are made of Toikor.

জাম্বুরা

'জাম্বুরা' লেবু প্রজাতির এক প্রকার ফল। বাংলায় এর আরেক নাম 'বাতাবিলেবু'। পুমেলো, জাবং বা শ্যাডক নামেও ডাকা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে। সিলেটের মাটি ও আবহাওয়া জাম্বুরা চাষের উপযোগী। সিলেটের প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই রয়েছে জাম্বুরার গাছ। ফাগুন মাসে জাম্বুরা গাছে ফুল আসে। আর পাকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে।

Jambura

It is one kind of citrus fruit which has another name called 'Batabi Lebu'. It is also 'Pomelo', 'Jabong', 'Shaddock' in different regions. The soil and weather of Sylhet are favorable for the cultivation of Jambura. There are Jambura trees near about each house of Sylhet. It gives buds of fruit in the month of Falgun and get ripen in Bhadro-Ashwin.

মাল্টা

সিলেটের জৈন্তাপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় চাষ হয় মাল্টার। পাহাড়ি এলাকায় মাল্টা ভালো হয় বলে দিনে দিনে এটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। মাল্টার রস দিয়ে তৈরি হয় জ্যাম জেলি। মাল্টা গাছ বছরে আড়াইশ' থেকে তিনশ করে ফল দেয়।

Malta

Malta is cultivated in the different region of Sylhet along with Jaintiapur. It is grown well in the hilly region. It is getting popular day by day. Each Malta tree gives 250-300 fruits per year. Its juice is used to produce jelly, jam etc.

লেবু

লেবু উৎপাদনে সিলেটের তুলনা নেই। সিলেট জেলা তো বটেই গোটা বিভাগেই লেবুর চাষ হয়। লেবুচাষকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে লেবু প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন করে লেমন জুস, সিরাপ, সাইট্রিক অ্যাসিড, আচারসহ নানা ধরনের ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

Lemon

Sylhet is incomparable in lemon production. Lemon is cultivated not only in Sylhet district but also in whole Sylhet division. It is possible to produce different consumer goods like juice, syrap, citric acid and so on by establishing a lemon processing factory on the basis of this lemon cultivation.

ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

দেশের তৃতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সিলেট শহর থেকে ৮ কি.মি. দূরে বড়শালা এলাকায় অবস্থিত। বিমানবন্দরটি বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানীর নামানুসারে নামকরণ করা হয়। পূর্বে এর নাম ছিল সিলেট বিমানবন্দর।

Osmani International Airport

Osmani International Airport is the third largest international airport of Bangladesh. It is located at Barashal area which is just 8 k.m away from Sylhet city. The airport is being operated by the Bangladesh Civil Aviation Authority. The airport was formerly known as Sylhet Civil Airport. It was renamed after General M A G Osmani who was the Commander-in-chief of the Bangladesh Armed Forces and Freedom Forces during the liberation war.

সিলেট রেলওয়ে স্টেশন

বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রেল স্টেশন হচ্ছে সিলেট রেল স্টেশন। দেশে দুই ধরনের রেলপথ চালু আছে: ব্রডগেজ এবং মিটারগেজ। সিলেট রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে মিটারগেজ রেলপথ। ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম ছিল ট্রেন। সুরমা নদীর দক্ষিণ পাশে খোজার খলা মৌজায় সিলেট রেল স্টেশনের অবস্থান। বছর কয়েক আগে পুরাতন রেল স্টেশনের পাশেই একটি নতুন এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই রেল স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে।

সিলেট হতে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ৪টি আন্তঃনগর ট্রেন ছেড়ে যায়: কালনী এক্সপ্রেস, জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস, পারাবত এক্সপ্রেস ও উপবন এক্সপ্রেস। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ২টি আন্তঃনগর ট্রেন ছেড়ে যায়। এছাড়া বেশ কয়েকটি মেইল ও লোকাল ট্রেন চলাচল করে।

Sylhet Railway Station

Sylhet Railway Station is the third largest railway station in Bangladesh. It is located at Khujarkhola Mouja on the south side of Surma River. There are two types of rail roads in the country: broad gauge and meter gauge. This station is connected with meter gauge link. During the British period, the main transport of the people of this region was train. A new railway station was built beside the old one with modern facilities.

Four intercity trains- Kalni express, Jayanthika express, Parabat express and Upaban express leave from Sylhet to Dhaka every day. Two more intercity trains - Paharika express and Udayan express leave from Sylhet to the port city Chittagong daily. Apart from these, there are also several mail trains and local trains.

সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম

সবুজ পাহাড়টিলা আর নয়নাভিরাম চা বাগানের মনোরম পরিবেশবেষ্টিত সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। স্টেডিয়ামের চারপাশে চা বাগান, বড় বড় গাছ, ছোট ছোট টিলার সাথে রয়েছে সবুজ গ্যালারি। লাক্কাতুরা চা-বাগানের ভেতরেই মাঠ। স্টেডিয়ামটি ২০০৭ সালে নির্মিত হয়। ৬১৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৪৮৫ ফুট প্রশস্ত এই ক্রিকেট মাঠটি দেশের অন্যতম বড় একটি মাঠ। আগে এর নাম ছিল সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম। সংস্কার করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের উপযোগী করার পর নাম হয় সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম।

কিভাবে যাবেন : শহর থেকে রিকশা অথবা সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বিমানবন্দরের দিকে গেলেই স্টেডিয়ামটি পাওয়া যাবে। ভাড়া ১৫০-২০০ টাকা।

Sylhet International Cricket Stadium

Sylhet International Cricket Stadium is surrounded by green hillocks and eye-catching tea garden. Gallery is attached with the stadium along with tea garden, big trees and small hills on four sides. The main field is located inside "Lakkatura" tea garden. lt was built in 2007. It is one of the biggest fields of the country having the size of 615 feet long and 485 feet wide. Earlier it was addressed as Sylhet Divisional Stadium. After reformation, it was renamed as Sylhet International Stadium.

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। এটি শাবিপ্রবি বা সাস্ট নামেও পরিচিত। এটি এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বড় একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৌশল শাস্ত্রে বিশেষ অবদান রাখা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ২৫ আগস্ট ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পাসটি সিলেট শহর হতে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে কুমারগাঁওয়ে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদের অধীনে ২৮টি বিভাগ রয়েছে। বাংলাদেশের একমাত্র সার্চ ইঞ্জিন 'পিপীলিকা' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান যা ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়ে এ পর্যন্ত সফলভাবে তথ্যসেবা দিয়ে আসছে।

Shahjalal University of Science and Technology

Shahjalal University of Science and Technology is one of the best universities among the public universities of Bangladesh. lt is also known as SUST. It is one of the largest science and technology universities of Asia. The University has made a special contribution in engineering sector. It was established on August 25, 1986. The campus is located at Kumargaon, about 5 kilometers away from the center of the Sylhet city. The University has 28 departments under 6 faculties. "Pipilika", the one and only Bangladeshi search engine, is the contribution of this university which has been successfully providing information services since the year 2013.

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষি শিক্ষা প্রসারের জন্য ২০০৬ সালে সিলেট সরকারি ভেটেরনারি কলেজকে একটি অনুষদে রূপান্তর করে প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তিনটি অনুষদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন ছয়টি অনুষদ চালু রয়েছে। পাহাড়বেষ্টিত ৫০ একর এলাকায় গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির মূল ক্যাম্পাস। এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ৬টি অনুষদ, ৪৭টি বিভাগ, মাঠ গবেষণা কেন্দ্রসহ উন্নত ল্যাবরেটরি। এছাড়া রয়েছে একটি ভেটেরেনারি টিচিং হাসপাতাল।

Sylhet Agricultural University

For the spreading of agricultural education, Sylhet Veterinary college was promoted into Sylhet Agricultural University in 2006. Initially, the University started with three faculties, now there are six faculties. The main campus of the University has been developed in 50 acres of land surrounded by the hilly area. The Agricultural University has 6 faculties, 47 departments and research laboratories including field research center. There is also a veterinary teaching hospital.

এম. এ. জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজে এক বছরের ইন্টার্নশিপসহ ৫ বছর মেয়াদি এম.বি.বি.এস. শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। ১৯৪৮ সালে সিলেট নগরীর চৌহাট্টায় সিলেট মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর স্কুলটিকে কলেজে রূপান্তরের দাবিতে আন্দোলন হলে ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকারের আমলে একে সিলেট মেডিকেল কলেজ নামে কলেজে উন্নীত করা হয়। ১৯৮৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানীর নামে কলেজের নামকরণ করে 'সিলেট এম.এ.জি. ওসমানী মেডিকেল কলেজ' রাখা হয়।

M. A. G. Osmani Medical College and Hospital

M. A. G. Osmani Medical College was established in 1962. The curriculum is in progress with five year MBBS course including one-year internship in the college. In 1948, Sylhet Medical School was established in Chauhatta of Sylhet city. After the movement for the conversion of the school into college in 1962, it was upgraded to a college named Sylhet Medical College. In 1986, the college was named as Sylhet M.A.G. Osmani Medical College after the name of General Muhammad Ataul Gani Osmani, the commander-in-chief of the liberation war.

এম সি কলেজ

মুরারিচাঁদ কলেজ (সংক্ষেপে এম সি কলেজ) দেশের পুরানো কলেজগুলোর মধ্যে একটি। এটি সিলেট শহরের টিলাগড় এলাকায় অবস্থিত। কলেজটি ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সিলেটের তখনকার প্রখ্যাত শিক্ষানুরাগী রাজা গিরিশচন্দ্র রায়-এর অনুদানে। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। দেশ বিভাগের পর এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসে। ১৯৬৮ সালে কলেজটি নতুন প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় এবং ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় তাতে অধিভুক্ত হয়। ১২৪ একর ভূমির উপর অবস্থিত মুরারি চাঁদ কলেজের সুবিশাল ক্যাম্পাসে এখন ৯টি একাডেমিক ভবন রয়েছে। লাইব্রেরিতে ৬০ হাজারের বেশি বই রয়েছে।

M. C. College

Murari Chand College (M C College) is one of the oldest colleges in the country. It is located at Tilagarh area of the Sylhet city. The college was established in 1892 with the help of a renowned educationist Raja Girish Chandra Roy of Sylhet. The college was affiliated to the University of Calcutta until the partition of 1947. After the partition, the college became affiliated under Dhaka University. In 1968, the college was affiliated with the newly established Chittagong University. After that, when the National University established, it became affiliated under this University in 1992. The total area of Murari Chand College is about 124 acres which covers a vast campus area with a splendid natural beauty. There are nine academic buildings in the campus. There is also a library which has more than 60 thousand books.

সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার

সিলেট শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে সিলেট সদর উপজেলার বাদঘাটে অবস্থিত সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার। ৩০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে গেলেই চোখে পড়বে বড় অক্ষরে লেখা 'রাখিবো নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ'। কারাগারটির বন্দি ধারণক্ষমতা দুই হাজার। নতুন কারাগারের ৩০ একর জায়গার মধ্যে ভেতরের অংশ রয়েছে ১৪ একর জায়গায় এবং বাইরের অংশ রয়েছে ১৬ একর জায়গায়। কারাগারের বাইরের জায়গায় আছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ১৩০টি ফ্ল্যাট, ক্যান্টিন, বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার রুম, এডমিন অফিস, সেন্ট্রাল মসজিদ। এছাড়া চার তলা একটি ডে কেয়ার সেন্টার, স্কুল ও লাইব্রেরি রয়েছে। ভেতরের জায়গায় আছে পুরুষ হাজতি, কয়েদিদের জন্য ছয়তলার চারটি এবং নারী হাজতিদের জন্য তিনটি চারতলা ও দুটি দোতলা ভবন। এ ছাড়া, কারাগারের পশ্চিম পাশে বন্দিদের আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ১০০ শয্যার পাঁচতলা হাসপাতাল, ২০ শয্যার দোতলা মানসিক হাসপাতাল রয়েছে। সিলেট সদর উপজেলার বাদাঘাটে চেঙ্গেরখাল নদীর তীরে ২০১১ সালে নতুন এই কারাগার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। ২০১৮ সালের ১ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয় অত্যাধুনিক এ কারাগারটি।

Sylhet Central Jail

Sylhet Central Jail is located at Badghat in Sylhet Sadar Upazila which is 12 km from Sylhet city. The jail is built on 30 acres of land and as soon as you go in front of the main gate of the jail, you will see the words 'Keep safe, show the way of light' written in big letters. The prison has a capacity of 2,000 inmates. The 30-acre site of the new prison has 14 acres on the inside and 16 acres on the outside. Outside the jail have 130 flats for officers and staff, canteen, meeting room with inmates, admin office and central mosque. There is also a four-storied day care center, school and library. Inside, there are four six-storied buildings for male prisoners, three four-storied and two two-storied buildings for female prisoners. In addition, there is a 100-bed five-storied hospital and a 20-bed two-storied mental hospital on the west side of the jail to provide modern medical services to the inmates. Construction of the new prison began in 2011 on the banks of the Badaghat Chengerkhal River in Sylhet Sadar Upazila. The prison was inaugurated on November 1, 2018.

যাতায়াত ব্যবস্থা
Communication System

বিমান সার্ভিস

১. বাংলাদেশ বিমান
২. ইউএস বাংলা
৩. নভো এয়ার

Air Service

1. Bangladesh Biman
2. US Bangla
3. Novo Air

ট্রেন সার্ভিস

সিলেট হতে ঢাকাগামী

১. জয়ন্তিকা এক্সপ্রেস
২. পারাবত এক্সপ্রেস
৩. উপবন এক্সপ্রেস
৪. কালনি এক্সপ্রেস
৫. সুরমা মেইল

সিলেট হতে চট্টগ্রামগামী

১. পাহাড়িকা এক্সপ্রেস
২. উদয়ন এক্সপ্রেস
৩. জালালাবাদ মেইল

Train Service

Sylhet-Dhaka

1. Jaintika Express
2. Parabat Express
3. Upaban Express
4. Kalni Express
5. Surma Express

Sylhet-Chittagonj

1. Paharika Express
2. Udayan Express
3. Jalalabad Express

বাস সার্ভিস

১. শ্যামলী
২. হানিফ
৩. এনা পরিবহন
৪. মামুন পরিবহন
৫. সোহাগ পরিবহন
৬. গ্রীনলাইন পরিবহন
৭. এস. আলম সৌদিয়া
৮. লন্ডন এক্সপ্রেস

Bus Service

1. Shamoli
2. Hanif
3. Ena Paribahan
4. Mamun Paribahan
5. Sohag Paribahan
6. Green Line Paribahan
7. S. Alam Saudia
8. London Express

সিলেট সার্কিট হাউস

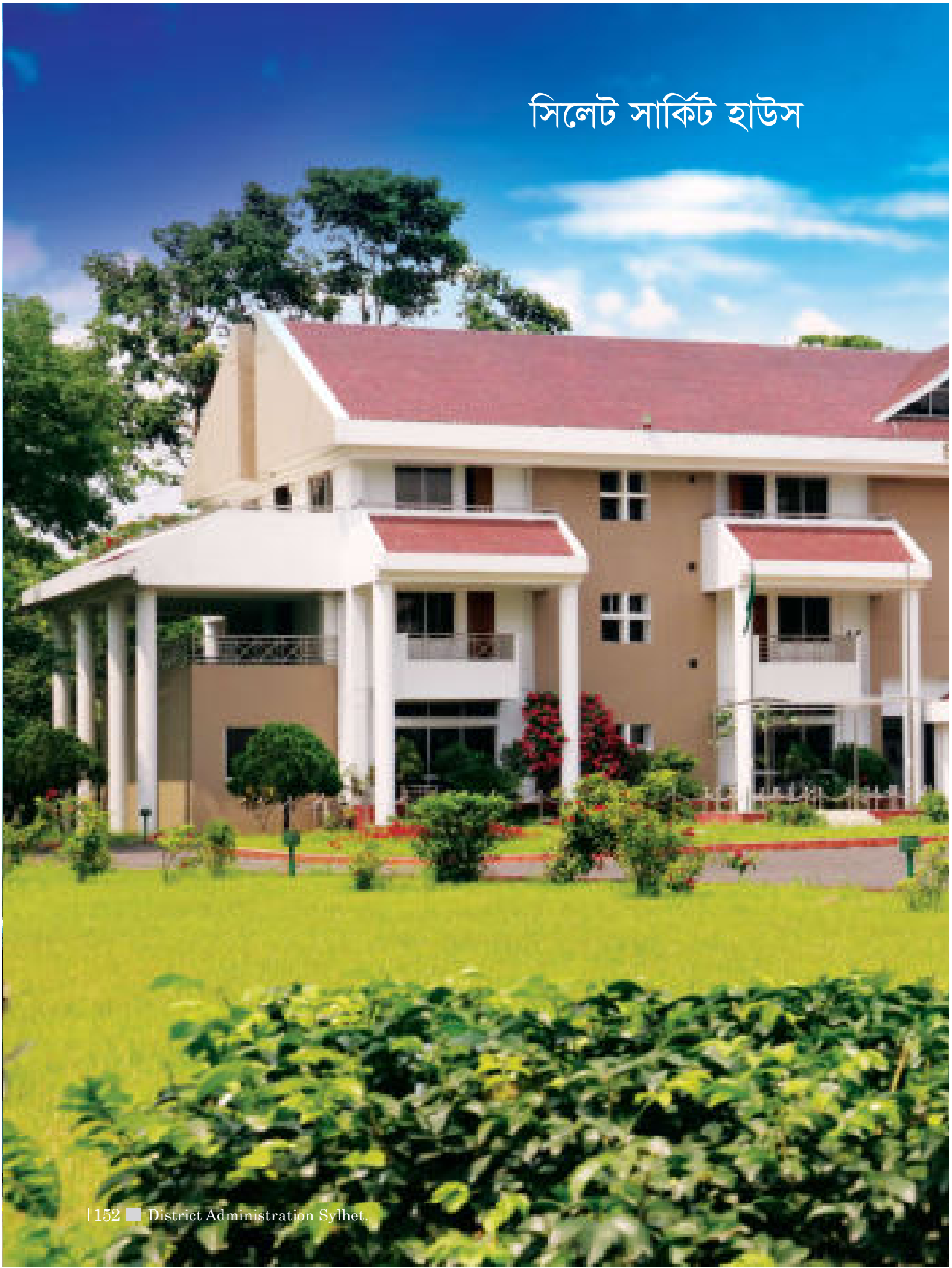

Sylhet Circuit House

পর্যটন মোটেল সিলেট

সরকারী আবাসন হিসাবে অধিকাংশ পর্যটকের প্রথম পছন্দ পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল/মোটেল। সিলেট পর্যটন মোটেল শহর থেকে মাত্র ৩-৪ কি.মি. দূরে এয়ারপোর্ট রোডে অবস্থিত।

কক্ষের সুবিধাবলী : সকালের নাস্তা, টেলিভিশন, টেলিফোন, গরম এবং ঠান্ডা পানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা।

আবাসিক কক্ষ : এসি কুইন বেড/নন এসি টুইন বেড, কনফারেন্স হল, (১৫০ আসন বিশিষ্ট) এবং ড্রাইভার বেড।

Parjatan Motel

Being government accomodation facility, most of the tourists prefer the hotels/motels of Parjatan Corporation. Sylhet Parjatan Motel is situated on airport road which is 3-4km away from main city.

Room Facilities : Breakfast, Lunch, Dinner, hot and cold water for bath, telephone, television along with all modern facilities.

Phone : 01730-712600
Room Rent : Tk. 6,500-45,000

নাজিমগড় রিসোর্ট

সিলেটের খাদিমনগরে এক নির্জন জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে নাজিমগড় রিসোর্ট। শহর থেকে এর দূরত্ব ৭ কিলোমিটার। সিলেট-জাফলং মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত এই জমকালো রিসোর্টটি প্রায় ৬ একর জায়গার উপর গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের ঢেউ দেখার দারুণ এক জায়গা এই নাজিমগড় রিসোর্ট। ১৫টি কটেজ দ্বারা সমৃদ্ধ এই রিসোর্টে আছে বিশাল এক বাগান, সুইমিং পুল, পিকনিক ও ক্যাম্পিং স্পট। নাজিমগড়ের পর লালাখালের সারি নদীর কাছে আরো দুটো রিসোর্ট রয়েছে- নাজিমগড় ওয়াইল্ডারনেস রিসোর্ট এবং নাজিমগড় নেচার পার্ক।

ফোন: ০১৭৩০-৭১২৬০০
রুম ভাড়া : ৬,৫০০-৪৫,০০০ টাকা।

Nazimgarh Resort

Nazimgarh Resorts is a premier hotel and resort built in a serene area of Sylhet city. It is just 7 kilometers away from the center of the City. Set on six acres of landscape hillside, near Sylhet-Jaflong road, it is a self-contained island of tranquility amidst lush green foliage surrounded by hills, mountains and rivers. There are 15 cottages with a large swimming pool and camping spot. Apart from Nazimgarh, two more resorts were built near Sari river at Lalakhal named Nazimgarh Wilderness Resort and Nazimgarh Nature Park.

Phone : 01730-712600, Room Rent: Tk. 6,500-45,000

শুকতারা রিসোর্ট

সিলেটের খাদিম জাতীয় উদ্যান এলাকায় টিলার চূড়ায় অবস্থিত শুকতারা রিসোর্ট। ১৪ একর জায়গা জুড়ে এই রিসোর্টটির মোট কটেজ সংখ্যা ১১টি। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এসে প্রকৃতির নিবিড় ছায়ায় থাকতে চাইলে শুকতারায় থাকা যায়। শহর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে রিসোর্টটি অবস্থিত।

ফোন: ০১৭৬৪-৫৪৩৫৩৫
রুম ভাড়া : ৬,০০০-৮,৫০০ টাকা।

Shuktara Resort

Shuktara resort is located at the hillock of Khadimnagar national forest. There are 11 cottages containing 14 acres of land. It is only 20km away from Sylhet city.

Phone: 01764-543535
Room Rent: Tk. 6,000-8,500

এক্সেলসিয়র সিলেট হোটেল এন্ড রিসোর্ট

সিলেট শহর থেকে মাত্র ৯ কিলোমিটার দূরে খাদিমপাড়ায় তিনটি টিলার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এই রিসোর্ট। প্রায় ষাট কেদার তথা সতের একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত পঞ্চাশ হাজার বৃক্ষরাজি শোভিত এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দুটি হোটেল ভবন। একটির নাম ক্যামেলিয়া ও অপরটি মধুমালতি। নিজস্ব হরিণ ও ঘোড়াসহ বহু জাতের পাখির কলকাকলিতে মুখরিত ছায়াঘেরা এই হোটেলের বিজনেস ও ফ্যামিলি স্যুটগুলো সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

ফোন : ০১৭৩৩-২০০১৮০, ০৮২১-২৮৭০০৪০

রুম ভাড়া : ৭,৫০০-১৭,৫০০ টাকা।

Excelsior Sylhet Hotel & Resort

Eco-friendly Excelsior Sylhet Hotel & Resort is located at three hills of Khadimpara on Sylhet-laflong highway. It is just 25 minutes' drive away from the Osmani international airport of Sylhet and is also well connected by rail and road. This is designed covering more than 17 acres of green hills and lake. Excelsior Sylhet has two exclusive hotel buildings - Modhumaloti and Camellia with fifty world class double rooms and suites. Rooms are engrossed with serenity and beauty of the shadows from the surrounding trees and enchanted with the chirping of birds and the sighting of the elegance and delightful movements of pet deer.

Phone : 01733-200180, 0821-2870040, Room Rent:Tk. 7,500-17,500

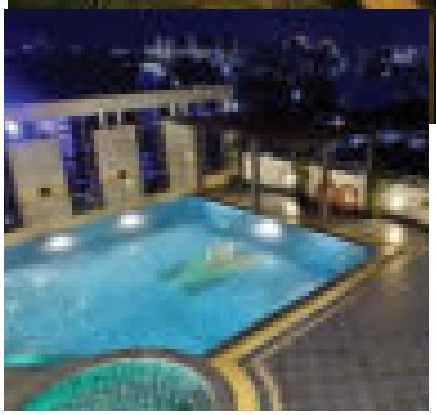

হোটেল স্টার প্যাসিফিক

হযরত শাহজালাল (র.) মাজারের একেবারেই দ্বারপ্রান্তে অর্থ্যাৎ শহরের প্রাণকেন্দ্রেই অবস্থিত হোটেল স্টার প্যাসিফিক।
ফোন: ০১৯৩৭-৭৭৬৬৪৪
রুম ভাড়া: ৪,০০০-২৬,০০০ টাকা।

Hotel Star Pacific

Hotel Star Pacific is situated near Hazrat Shahjalal (R.) Majar at the heart of the city.
Phone: 01937-776644
Room Rent: Tk. 4,000-26,000

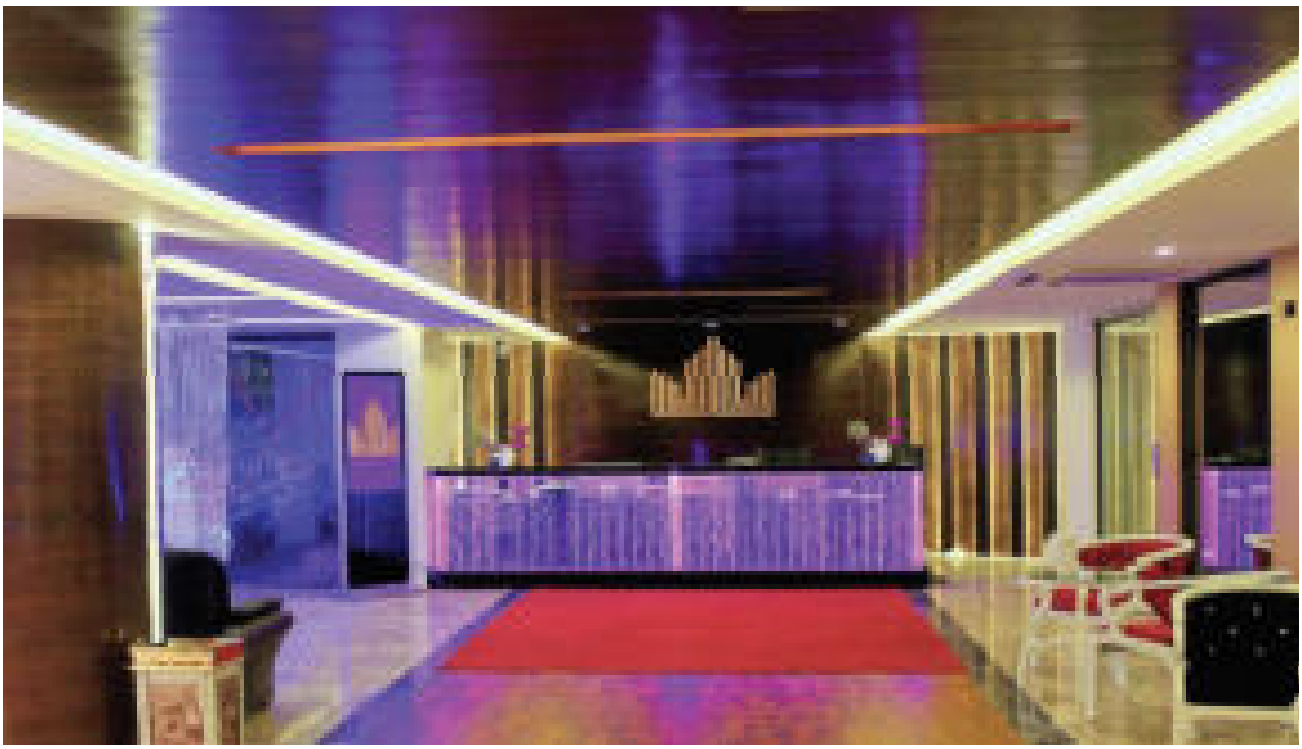

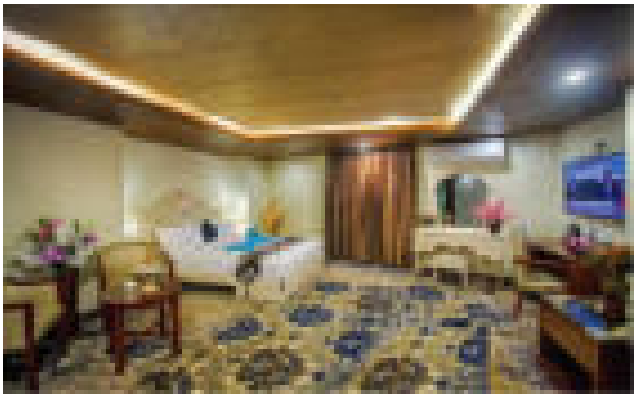

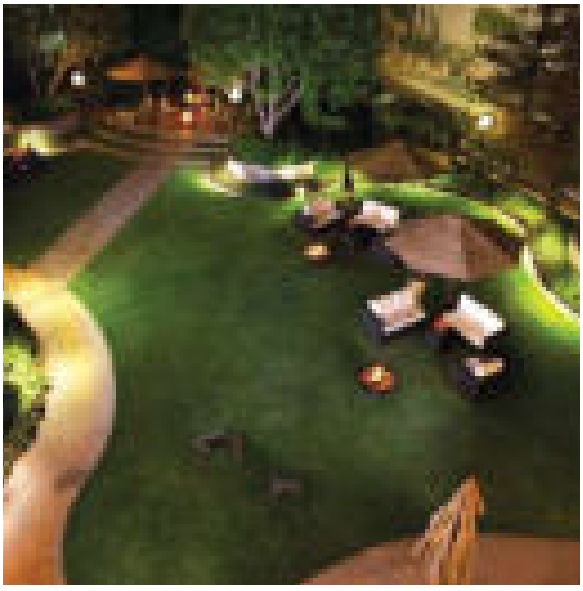

হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড

সিলেট শহরে উচ্চমানের একটি আইকন ল্যান্ডমার্ক আবাসন হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড যা বাসস্থানের বিলাসিতা বয়ে আনে। এছাড়াও একটি অনন্য জীবনধারার অভিজ্ঞতা, চমৎকার পরিষেবা সম্বলিত হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড যা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত।

ফোন : ০১৯৩০-১১১৬৬৬

রুম ভাড়া : ৪,০০০-২৬,০০০ টাকা।

Hotel Noorjahan Grand

Soaring high above downtown Sylhet, Hotel Noorjahan Grand is an iconic landmark that offers the ultimate luxury in accommodation. Proposing a unique lifestyle experience, the hotel promises to offer nothing less than excellent service in the heart of the city.

Phone : 01930-111666

Room Rent : Tk. 4,000-26,000

কুশিয়ারা কনভেনশন হল

কুশিয়ারা কনভেনশন হল সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমার চন্ডিপুল নামক স্থানে অবস্থিত। প্রায় ২৫০ শতক জায়গার উপর এটি নির্মিত হয়েছে। ৫ হাজার লোকের ধারণ মতাসম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে।

Kushiyara Convention Hall

Kushiyara Convention Hall is located at Chandipul, South Surma, Sylhet District. It is built on about 250 acres of land. With a capacity of 5,000 people, the organization can arrange a variety of events.